উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আবাস নিয়ে রাজ্যকে সাহায্যের বার্তা শুভেন্দুর

▸▸ তিনের পাতায়

শিল্পা শেঠির বাড়িতে ফের হানা ইডি'র

▸▸ সাতের পাতায়

১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 30 November 2024 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 191 JAL

ভাইকে হারালেন দাদা

বাংলার খেলার সর্বোচ্চ সংস্থা বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে হেরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। জিতলেন তাঁর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী চন্দন রায়চৌধুরী। হেরে দাদার উদ্দেশে তোপ দাগলেন স্বপন। বলেন, 'আমাকে হারানোয় দাদার হাত থাকতে পারে।'

▸▸ বিস্তারিত চোদ্দোর পাতায়

শিন্ডে-বিজেপি স্নায়ুযুদ্ধ

মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে একনাথ শিন্ডের সঙ্গে বিজেপির স্নায়ুর লড়াই চরমে। অচলাবস্থা কাটাতে বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লিতে শিন্ডের পাশাপাশি দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও অজিত পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন অমিত শা। সেখানেও রফাসূত্র হয়নি।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

আদানির সঙ্গে চুক্তি

বিতর্কের মধ্যেই আদানিদের সঙ্গে চুক্তি করল কেরল সরকার। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বাম সরকারের সঙ্গে ১০ হাজার কোটি টাকার বন্দর চুক্তি করেছে আদানি গোষ্ঠী। এদিকে বিদেশমন্ত্রকের দাবি, আদানিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য ভারতকে দেয়নি আমেরিকা।

▸▸ বিস্তারিত আটের পাতায়

বাগান বন্ধে মন্ত্রীর তথ্যকে চ্যালেঞ্জ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও শুভজিৎ দত্ত

কলকাতা ও নাগরাকাটা, ২৯ নভেম্বর : রাজ্যে এই মুহূর্তে কয়েকটি চা বাগান রুগ্ন হলেও কোনওটিই বন্ধ নেই। শুক্রবার বিধানসভায় শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশ্নের জবাবে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এই তথ্য দেন। তাঁর এই মন্তব্য একেবারেই ঠিক নয় বলে বিরোধী চা শ্রমিক সংগঠনগুলি জানাচ্ছে।

শ্রমমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এই মুহূর্তে ১৪টি চা বাগানের বিষয় বিচারাধীন রয়েছে। সেকারণে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারছি না। তাছাড়া কয়েকটি বাগানের আর্থিক সংকট থাকলেও ওই চা বাগানগুলি ভালোভাবেই চলছে।' অসমের থেকে এরাজ্যের চা শ্রমিকরা এবার পুজোর সময় কম বোনাস পেয়েছেন। এই বৈষম্য কেন বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তুললে শ্রমমন্ত্রী জানান, অসমের থেকে এখানকার চা শ্রমিকদের মজুরি বেশি। তাছাড়া এবার ১৬ শতাংশ হারের বোনাস মিলেছে।

চা বাগান ইস্যুতে শাসক ও বিরোধীদের তর্জার মাঝে বাস্তব চিত্রটা ঠিক কী? সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, অসমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাগানগুলিতে মজুরির পরিমাণ উত্তরবঙ্গের মতোই ২৫০ টাকা করে। তবে বরাক উপত্যকা বা কাছাড়ের বাগানে ২২৮ টাকা দেওয়া হয়। প্রতিবেশী রাজ্যের বাগানগুলি মূলত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকেন্দ্রিক। সেখানে কমবেশি ৬০০ বাগান রয়েছে।

বন্ধ বাগান নিয়ে শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ ও ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলেন, 'কোথা থেকে তিনি এই তথ্য পেলেন জানা নেই। বন্ধ বাগানের সংখ্যা আরও বেশি। তাছাড়া সব বন্ধ বাগানে মামলা মোকদ্দমার সমস্যা নেই। আসলে বন্ধ বাগানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কাঁচা পাতা বিক্রির রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে। সেকারণেই কি সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হচ্ছে?' ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স (এনইউপিডব্লিউ)-এর সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'যদি কোনও বাগানের বিষয় বিচারাধীন থাকার কারণে সেটি খোলা যাচ্ছে না বলা হয় তবে রাজ্য সরকার স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিক। শ্রমিকদেরও সমস্ত কিছু জানার অধিকার রয়েছে। আমাদের যতদূর জানা আছে তা হল, তিন-চারটি বন্ধ বাগানের ক্ষেত্রে মামলা মোকদ্দমা থাকলেও বাকিগুলি মালিকদের ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবিন রাই বললেন, 'বন্ধ বাগান খুলতে রাজ্য সরকার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করেছে। আশা করছি যে ক'টি বাগান বন্ধ রয়েছে দ্রুতই সেসব খুলে যাবে।'

এই মুহূর্তে বন্ধ বাগানের তালিকায় আলিপুরদুয়ার জেলার দলমোর, রামঝোরা, ঢেকলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, কালচিনি, রায়মাটাং, দলসিংপাড়া, তোর্ষা ও মহুয়া রয়েছে। জলপাইগুড়িতে বন্ধ সোনালি ও রায়পুর। পাহাড়ের ক্ষেত্রে বন্ধ থাকা বাগানগুলি হল পানিঘাটা, ধোতেরিয়া, মুন্ডা কোঠি, রংমুক-সিডার, আম্বুটিয়া, চুংথুং, নাগেরি, পান্ডাম ও পেশক।

> তিন-চারটি বন্ধ বাগানের ক্ষেত্রে মামলা মোকদ্দমা থাকলেও বাকিগুলি মালিকদের ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে।
>
> **মণিকুমার দার্নাল,** *সাধারণ সম্পাদক, এনইউপিডব্লিউ*

ক্ষতিপূরণ নিয়ে নয়া জালিয়াতি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : যাকে বলে একেবারে সোনায় সোহাগা অফার। রাতের আঁধারে চার চাকার গাড়িতে চেপে মোটা অঙ্কের টাকা পাইয়ে দেওয়ার অফার নিয়ে পূর্ব আলতাগ্রাম থেকে খলাইগ্রাম পর্যন্ত ফোর লেন বাইপাস এলাকায় ঘুরছে কয়েকটি দল। স্থানীয় স্তরে এদের পথ চিনিয়ে দেওয়া এবং ফোর লেনে জমি পড়ছে এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়ার কাজ করছে এলাকারই কয়েকজন এজেন্ট। এ কাজ যে তাদের কাছে 'জলভাত' সেটা বোঝাতে কেস রেফারেন্স হিসেবে পেশ করা হচ্ছে ময়নাগুড়ি হয়ে যাওয়া গ্যাস পাইপলাইনের ক্ষেত্রেও একই কায়দায় ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার গল্প।

জমি অধিগ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যের ভূমি দপ্তর এবং পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির হিসেবের দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ বোঝাতে কসুর রাখছে না আঁধার রাতের অতিথিরা। জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্যের ওপর আরও মোটা টাকার লোভনীয় হাতছানি এড়াতে পারছেন না অনেকেই। জমি মালিকরা যাতে এই চুক্তি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ না খোলেন সেই পরামর্শও স্থানীয় দালাল এবং বহিরাগত পান্ডারা বুঝিয়ে যাচ্ছে। নির্মীয়মাণ ফোর লেন বাইপাস এলাকার মধ্য বোরাগাড়ি মৌজায় এক বাড়িতে এমন চক্রের পান্ডাদের আনাগোনা প্রসঙ্গে এক ব্যক্তির বক্তব্য, সেদিন রাত ন'টা নাগাদ স্থানীয় এক তরুণের সঙ্গে তিনজন লোক কালো রংয়ের একটি গাড়িতে করে আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে আসে। প্রতিবেশীর কতটা জমি যাচ্ছে, তার শুনানি কবে হয়েছে এবং শুনানিতে কী আলোচনা হয়েছে, সবই তাদের জানা বলে দাবি করেছে লোকগুলো। জমির নির্ধারিত দাম এবং গাছপালা, পুকুর সহ অন্যান্য ক্ষতিপূরণ বাবদ যা প্রাপ্য তার থেকে অনেক বেশি টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে জানায় তারা। শর্ত দিয়েছে, অতিরিক্ত সেই টাকার ৬০ শতাংশ তারা, বাকি ৪০ শতাংশ পাবেন জমি মালিক।

আট কিলোমিটার ফোর লেন বাইপাসের ছয়টি মৌজায় এই কাজে সক্রিয় আলিপুরদুয়ার এবং ময়নাগুড়ির দুটি দল। এর মধ্যে সবথেকে বেশি আনাগোনা চলছে বারোঘরিয়া, মধ্য বোরাগাড়ি এবং উত্তর বোরাগাড়ি মৌজায়। ছয়টির মধ্যে এই তিন মৌজায় অধিগ্রহণের জন্যে সবথেকে বেশি পরিমাণ জমি ও জমির মালিক রয়েছেন। জমি মালিকদের একাংশকে কাজে লাগিয়ে এর আগে প্রস্তাবিত ফোর লেন বাইপাস এলাকায় এই চক্রের পান্ডারা সিমেন্টের ইট দিয়ে একাধিক

এরপর দশের পাতায়

দুষ্টচক্র

- রাতের আঁধারে কালো গাড়িতে চেপে আসছে দালালরা
- জমিতে নির্মাণ দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব
- অতিরিক্ত টাকার ৬০ শতাংশ দালালরা ও ৪০ শতাংশ জমির মালিক পাবেন বলে শর্ত
- গ্যাসের পাইপলাইনের ক্ষেত্রেও এভাবেই প্রতারণা করা হয়েছিল

ফাঁকা জমিতে অস্থায়ী কংক্রিট কাঠামো আজও দাঁড়িয়ে।

সাদা চোখে সাদা কথায়

নেতা পালটে তৃণমূলের চরিত্র বদল অসম্ভবই

গৌতম সরকার

কাজ দেখাতে না পারলে বাপি বাড়ি যা। তৃণমূলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তাটা অনেকটা সেরকমই ছিল। ব্রিগেডে দলের সর্বশেষ সভায় তিনি তিন মাসের মধ্যে সাংগঠনিক ঝাঁকুনি দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে গত ৭ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে জানিয়েছিলেন, রদবদলের তালিকা তিনি দলনেত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারপর আরও তিন সপ্তাহ পার। দলে এখনও নট নড়নচড়ন।

বদলের কোনও হাওয়া মালুম হচ্ছে না। সপ্তাহখানেক আগে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে প্রসঙ্গটি আলোচনাতেই আসেনি। বৈঠকে উপস্থিত অভিষেকও রা কাড়েননি। বৈঠকের নির্যাসে বরং স্পষ্ট, মমতা দলে নিজের বজ্রমুষ্টি আরও শক্ত করলেন। উপনির্বাচনে রাজ্যে ৬-এ ৬ সাফল্যে দলের আরও শ্রীবৃদ্ধির পর তৃণমূলে গুঞ্জন উঠেছিল, অভিষেকের অপছন্দের তালিকায় থাকা নেতাদের আর রেহাই নেই। আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিছু নেতা, পদাধিকারীদের ঘাড়ে কোপ পড়ল বলে।

অভিষেক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, অন্তত ১৫টি জেলায় সাংগঠনিক রদবদল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বলির পাঁঠা হবেন কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যানরাও। উপনির্বাচনের ফলাফলের আগেই মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহার সাসপেনশন সেই জল্পনায় ঘি ঢেলেছিল। হা হতোস্মি। কোথায় কী! সকলেই বহালতবিয়তে। বরং জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে বিভিন্ন স্তরে দলীয় মুখপাত্রদের অদলবদলে থেকে গেলেন পুরোনো মুখেরাই।

তবে অভিষেকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আর কোনওদিন দাওয়াই দেওয়া হবে না- এটা ভাবারও কারণ নেই। কারণ, দলটার নাম তৃণমূল। নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দল থাকার সময় থেকে তৃণমূলে কখন কী বদল হবে, আগাম কেউ জানতেন না। সমস্যাটা আসলে অন্য। এই ধরুন না, জলপাইগুড়িতে কোনও পুরসভা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু চেয়ারম্যান বদল করলে বিকল্প কে? ভাইস চেয়ারম্যানের ঘাড়ে তো মামলা ঝুলছে।

গৌতম দেবকে সরালে শিলিগুড়ির মেয়র পদে দ্বিতীয় নামটা বলুন তো! মালদায় বাম দল থেকে আসা আব্দুল রহিম বক্সীকে জেলা সভাপতি করে রাখা হয়েছে। পারফরমেন্স কী! দুর্নীতি বা অকথাকুকথা ছাড়া আর কোনও বিষয়ে মালদায় তৃণমূলের নাম উচ্চারিত হয় না। সভাপতি বদলালে কে হবেন তাঁর উত্তরসূরি? একটা নাম বলুন। পুরোনো যাঁরা আছেন, তাঁরা কোনও না কোনও সময় সভাপতি হয়েছেন। নিজেদের মধ্যে কোন্দল ছাড়া উল্লেখযোগ্য তোনও পারফরমেন্স দেখাতে পারেনি।

এরপর দশের পাতায়

চট্টগ্রামে পুলিশ, সেনার সামনেই হামলা মন্দির ও আশ্রমে

ধর্মাচরণ নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশ সংঘাতে

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : ধর্ম নিয়ে ধুন্ধুমার।

ভারত-বাংলাদেশের বিরোধ প্রকাশ্যে। যাবতীয় সংঘাতের মূলে বাংলাদেশে সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারি ও হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ। দু'দেশে যেমন সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে এতে, তেমনই বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে উভয় দেশের সরকার।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর শুক্রবার লোকসভায় জানান, বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার সব দায়িত্ব সেদেশের সরকারের বলে জানানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশজুড়ে হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হিংসার একাধিক ঘটনার খবর সরকারের গোচরে এসেছে। অগাস্ট থেকে তাঁদের বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মন্দির, ধর্মীয় উপাসনাস্থলে হামলা চলেছে। বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং বাংলাদেশের সরকারকে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে।'

নয়াদিল্লির এই অবস্থানের কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাকা পালটা কড়া বার্তা দিয়েছে ভারতকে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ফেসবুকে লেখেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অযাচিত উদ্বেগ থামছে না। অথচ সেদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অসংখ্য নির্মমতার ঘটনা ঘটছে। এই ব্যাপারে তাদের সংকোচ বা অনুশোচনা নেই। ভারতের এই দ্বিচারিতা নিন্দনীয় এবং আপত্তিকর।'

তিনি একটি সমীক্ষার উল্লেখ করে দাবি করেন, 'বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পূর্বতন শেখ হাসিনা সরকারের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা পাচ্ছেন।' যদিও ওই সমীক্ষা যাঁদের মধ্যে করা হয়েছে, তাঁদের ৯২ শতাংশের বেশি মুসলিম ধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশে নতুন করে গণ্ডগোলের খবর মিলেছে শুক্রবার। ঘটনাটি চট্টগ্রামের।

বাংলাদেশ থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, জুম্মার নমাজের পর চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানার পাথরঘাটায় হিন্দুদের ঘরবাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা হয়। অভিযোগ, হামলা হয়েছে সেনা ও পুলিশের উপস্থিতিতে। সান্তনেশ্বরী কালী মন্দির, জগবন্ধু আশ্রম আক্রান্ত হয়। অভিযোগের তির তিনটি ইসলামিক সংগঠনের দিকে। আক্রান্তরা সাহায্য চেয়ে ফোন করলেও নিরাপত্তাবাহিনীর দেখা মেলেনি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দু এবং অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর লাগাতার হামলা এবং হুমকি প্রসঙ্গে ভারত সেদেশের সরকারের কাছে বারবার ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমাদের অবস্থান একদম পরিষ্কার। বাংলাদেশের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব। ক্রমবর্ধমান হিংসা এবং উসকানিকে শুধু সংবাদমাধ্যমের মনগড়া, অতিরঞ্জিত বলে খারিজ করে দেওয়া যায় না।'

বিএনপি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে হতাশা প্রকাশ করলেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সুরে বিএনপির সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি বলেন, 'চিন্ময়ের মুক্তি চেয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযানে নেমেছে ভারত।' যদিও বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন আটকাতে এখনও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি সরকার।

তবে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি থেকে নিজেদের দূরত্ব তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকার। ঢাকায় সরকারের তরফে শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ব্যক্তি ও সংগঠনকে এক করে দেখা হচ্ছে না। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি অভিযুক্ত হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। কিন্তু ইসকন সম্পর্কে কোনও পদক্ষেপ করার ভাবনা সরকারের নেই।

যদিও বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় সহ ইসকনের ১৭ জন কর্মকর্তার ব্যাংক লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করে এক ধরনের পদক্ষেপই করেছে বাংলাদেশের ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট। নিষেধাজ্ঞা জারির ভাবনা নেই বলে বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্যকে স্বাগত জানালেও কলকাতায় ইসকনের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন আটকে দিলে ভক্তরা খাবেন কীভাবে? মন্দিরের বিদ্যুতের বিলই বা দেওয়া হবে কেমন করে?

এ প্রসঙ্গে নয়াদিল্লিতে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জয়সওয়াল বলেন, 'ইসকন একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা, যারা সমাজসেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।' ইসকন সন্ন্যাসীর বিচার যাতে নিরপেক্ষভাবে হয়, সেই বার্তাও দিয়েছে সাউথ ব্লক। বিপরীতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরের বাইরে একটি হিন্দু সংগঠনের বিক্ষোভ সমাবেশে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং প্রধান উপদেষ্টার কুশপুতুল পোড়ানোর তীব্র নিন্দা করেছে ঢাকা।

অন্যদিকে, চিন্ময় কৃষ্ণদাস সম্পর্কে আগের অবস্থান কিছুটা লঘু করেছে ইসকন।

এরপর দশের পাতায়

চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতায় পোস্টার পড়ল (উপরে)। অন্যদিকে আইনজীবীর মৃত্যুর জেরে বাংলাদেশের ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে চট্টগ্রামে হেফাজতে ইসলাম সমর্থকদের বিক্ষোভ। -এএফপি

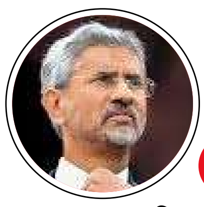

> বাংলাদেশজুড়ে হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হিংসার একাধিক ঘটনার খবর সরকারের গোচরে এসেছে। অগাস্ট থেকে তাঁদের বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মন্দির, ধর্মীয় উপাসনাস্থলে হামলা চলেছে। বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং বাংলাদেশের সরকারকে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে।
>
> **এস জয়শংকর**
> *বিদেশমন্ত্রী*

তিস্তা বাদে তিন নদীতে বালি তোলার অনুমতি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : তিস্তা বাদে তিনটি নদী থেকে বালি তোলার অনুমতি দিল জেলা প্রশাসন। সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর তিস্তাতে ৩৩ কিমি নদীবক্ষজুড়ে জমে থাকা বালি উত্তোলনের সুপারিশ ইতিমধ্যেই করেছে সেচ দপ্তর। কীভাবে বালি উত্তোলন করা হবে তা নিয়ে রাজ্য সরকার নিজের সিদ্ধান্ত এখনও জানায়নি। কিন্তু তিস্তা নদীবক্ষ থেকে জমে থাকা বালি উত্তোলন খুবই যে জরুরি তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন। অথচ বর্ষার পর ফের একাধিক নদী থেকে নির্মাণসামগ্রী উত্তোলন বা মাইনিং করার অনুমতি জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে চালু করার অনুমতি দেওয়া হলেও তিস্তা থেকে মাইনিং করার অনুমতি দেওয়া হল না।

বিশেষজ্ঞদের অভিযোগ, এভাবে বৈধ উপায়ে তিস্তা নদী থেকে মাইনিং করার অনুমতি না দেওয়াতে বেআইনিভাবে তিস্তা থেকে বালি চুরির ঘটনা আগের মতো বাড়বে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে মাল, ঘিস ও জলঢাকা নদীর মাত্র ৯টি ব্লকে মাইনিং করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরে মাঝামাঝি থেকে অন্য নদীগুলির ৩০টি ব্লকে বা জায়গায় মাইনিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে। জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য বলেন, 'বর্ষা বিদায় নিতেই মাইনিং করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটি নদীর ৯টি জায়গায় তা দেওয়া হয়েছে। আরও ৩০টি স্পটে দেওয়া হবে।

এরপর দশের পাতায়

দিনবাজারে ফের উচ্ছেদ অভিযান

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে উচ্ছেদ অভিযান চালাল পুরসভা। শুক্রবার সকালে চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল এবং ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় নিজেরা উপস্থিত থেকে রাস্তা দখল করে থাকা ব্যবসায়ীদের অন্যত্র সরিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে দিনবাজারে নতুন মার্কেটে দোকানঘর পাওয়ার পরেও যাঁরা রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছিলেন তাঁদের ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। বলা হয়েছে, মার্কেটে তাঁদের বরাদ্দ ঘরেই ব্যবসা করতে হবে। নির্দেশ অমান্য করলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে বলে এদিন পুরসভার তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের। পুরসভার এই উচ্ছেদ অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি। সংগঠনের সভাপতি মলয় সাহা বলেন, 'একদিন অভিযান চালালে হবে না। পুরসভাকে লাগাতার অভিযান চালিয়ে যেতে হবে।'

চেয়ারপার্সন বলেন, 'একাংশ ব্যবসায়ী তাঁদের দোকানের সামনের পুরসভার রাস্তাটাও অন্য একজনকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। এটা চলতে পারে না। রাস্তা ছেড়ে ব্যবসা করতে হবে।'

রাস্তা দখল করে ব্যবসা নতুন কোনও ঘটনা নয়। এর আগেও একাধিকবার পুরসভার তরফে উচ্ছেদ অভিযান হয়েছে দিনবাজারে। কিন্তু অভিযানের ধারাবাহিকতা না থাকায় কোনও লাভ হয়নি। যতদিন যাচ্ছে ক্রমেই ভয়ানক হচ্ছে দিনবাজারের ভেতরের অবস্থা। এদিন সকালে আচমকাই দিনবাজারে হানা দেয় পুরসভা। চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে পুরকর্মীরা প্রথমে নবনির্মিত মার্কেটের সামনে যান। সেখানে তাঁদের নজরে আসে যাঁরা ইতিমধ্যে ওই মার্কেটে দোকানঘর পেয়েছেন তাঁরা রাস্তা দখল করে এখনও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের কাছে জানতে চান কেন এখনও তাঁরা বাইরে দোকান করছেন? উত্তরে এক ব্যবসায়ী জানান, মার্কেটে এখনও জলের ব্যবস্থা নেই। শৌচালয় চালু হয়নি। কীভাবে সেখানে তাঁরা ব্যবসা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান পুরসভার এক কর্মীকে ডেকে নিয়ে নির্দেশ দেন দ্রুত মার্কেটে জল এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি ব্যবসায়ীদেরও নির্দেশ দেন ১৫ দিনের মধ্যে মার্কেটে তাঁদের নিজস্ব দোকানে ব্যবসা শুরু করতে হবে। এরপর রাস্তায় ফলের পসরা সাজানো এক বিক্রেতার কাছে ভাইস চেয়ারম্যান জানতে চান তিনি কোথাকার বাসিন্দা। জলপাইগুড়ির আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তার রয়েছে কি না। ব্যবসায়ী জানিয়ে দেন তিনি বাইরের রাজ্যের বাসিন্দা। তাঁর কাছে জলপাইগুড়ির কিছু নেই। ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা হকারদের তালিকা তৈরি করছি। সেখানে নথি যাচাইয়ের পরেই হকারের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা হলে তবেই পুরসভার হকারের তালিকাভুক্ত হবেন।'

বাজারে অবৈধ দোকানে টাঙানো প্লাস্টিক কেটে দিচ্ছেন পুর চেয়ারম্যান।

০২ বছরের জন্য সিএমএস/কিওস্ক ও ডেস্কটপের ফলাফলের ভিত্তিতে সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকলাপ

টেন্ডার নং: ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৫-২৪-২৫, তারিখ: ২৭-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: ০২ বছরের জন্য সিএমএস/কিওস্ক ও ডেস্কটপের ফলাফলের ভিত্তিতে সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকলাপ। টেন্ডার মূল্য: ৪৪,৮৪,০৫৬ টাকা, বায়নার ধন: ৮৯,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৭-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Notice

NIT No. 61 of 2024-25 (1st Call) dt- 26/11/2024

Tenders of 11(Eleven) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is **12/12/2024**. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

ডিজেল রেল ইঞ্জিন ক্রয়ের জন্যে ইওআই আমন্ত্রণ

নোটিস সংখ্যা. মেক/ডিএসএল/কনডেমনেশন/২০১৫/২০ ভিওএল-I
তারিখঃ ২৯-১১-২০২৪

প্রধান মুখ্য বৈদ্যুতিক অভিযন্তা, বৈদ্যুতিক বিভাগ, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে প্রত্যাশিত ক্রেতাগণ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ১২ টি ডব্লিউডিএম৩এ এবং ১৫ টি ডব্লিউডিজি৩এ ডিজেল রেল ইঞ্জিন ক্রয়ের জন্যে আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ করছে (নিউ গুয়াহাটি ডিজেল শেডের ইঞ্জিন নং. ১৬৬৪৮, ১৬৬৮০, ১৬৬৮১, ১৬৭৩৯, ১৬৭৫৮, ১৬৮০০, ১৬৮১৯, ১৬৮৪৬, ১৬৮৬৪, ১৬৮৬৫, ১৬৮৬৮ এবং ১৬৮৭০ এবং নিউ গুয়াহাটি ডিজেল শেডের ইঞ্জিন নং. ১৪৫০৩, ১৪৫০১, ১৪৫১৭, ১৪৭৫৬, ১৪৭৫৮, ১৪৫০৭, ১৪৭৫৯, ১৪৭৬৩, ১৪৮৪৩, ১৪৮৪৫, ১৪৮৬১, ১৪৯১০, ১৪৯১৬, ১৪৯৩৬ এবং ১৪৯৭৩)। এই রেল ইঞ্জিনসমূহ এলকো ডিজেল ইঞ্জিনের অতিরিক্ত ইঞ্জিন এবং চালাচল করা অবস্থায় থাকা ১৫ বৎসর থেকে অধিক আয়ুর ইঞ্জিন। ইঞ্জিনসমূহ ডিজেল শেড, নিউ গুয়াহাটিতে পরিদর্শন করতে পারবেন। যেকোনো প্রশ্নের জন্যে অনুগ্রহ করে যেকোনো কার্যশীল দিনের (সোমবার - শুক্রবার) সকাল ১০.০০ ঘণ্টা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘণ্টার ভেতরে ডিওয়াই.সিএমই/ডিএসএল/এনএফআরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (যোগাযোগ নং. ৯৯৫৭৫৫০৪০৮)। প্রতিক্রিয়া একটি লেফাফার ওপরে "EOI FOR PURCHASING DIESEL LOCOMOTIVES IN RUNNING CONDITION" রূপে বড় অক্ষরে লিখে অন্তিম ১৭-১২-২০২৪ তারিখের ভেতরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রস্তাবটি পিসিইই, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ কার্যালয়ের ই-মেইল ssedslmlg@gmail.com এও পাঠাতে পারবেন।

ঠিকানাঃ পিসিইইর কার্যালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১।

ডিওয়াই.সিএমই/ডি/এইচকিউ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

দিদি নাম্বার ১ সিজন ৯-র ১০০০তম পর্ব উদযাপন। বিকেল ৪.৩০ **জি বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুলতান-দ্য সেভিয়ার, দুপুর ২.৪৫ দাদার কীর্তি, বিকেল ৫.৫০ পিতা, সন্ধ্যা ৭.৫০ ভাগ্য দেবতা, রাত ১০.০০ অভিমান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মেজদিদি, বিকেল ৪.২০ সংঘর্ষ, সন্ধ্যা ৭.৩০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.৩০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ প্রেমী, সন্ধ্যা ৭.৩০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ মস্তান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চিরদিনই... তুমি যে আমার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গায়ক, সন্ধ্যা ৭.৩০ প্রণমি তোমায়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

চন্দু চ্যাম্পিয়ন রাত ৮ **জি বলিউড**

গল্লি বয় রাত ১১ **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি**

জোশ দুপুর ১ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

সে ইয়েস টু দ্য ড্রেস : ইন্ডিয়া
সন্ধ্যা ৬.০৪
টিএলসি

মদনমোহন কালও বারান্দায়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ নভেম্বর : শনিবার ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা শেষ হচ্ছে। অন্য বছর মেলা শুরুর পর তা জমজমাট হতে কয়েকদিন সময় লাগে। তবে এবছর প্রথমদিন থেকে মেলায় ভিড় হতে শুরু করে। সার্কাস ও রাইডগুলিও আগেভাগে পরিষেবা দিতে থাকে। সবমিলিয়ে ব্যবসা খারাপ হয়নি বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। বাসনপত্র বিক্রেতা ঝন্টু রায়ের কথায়, 'ব্যবসা যে খারাপ হয়েছে তা নয়। তবে মাস পয়লার সময়টা পেলে ভালো ব্যবসা হত। অন্য বছর প্রথম কয়েকদিন কেনাকাটা হয় না। বসে বসে দিন কাটে। এবার প্রথম থেকে ব্যবসা হয়েছে।' তবে মেলা শনিবার শেষ হলেও দর্শনার্থীরা আরও একদিন মদনমোহনকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ পাবেন। মদনমোহন বিগ্রহ রবিবার দিনভর বারান্দায় থাকবে। মদনমোহনবাড়ির পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'মদনমোহন রবিবার রাতে গর্ভগৃহে ঢুকবেন।'

কোচবিহার রাসমেলায় ভিড় উপচে পড়েছে। শুক্রবার। ছবি : জয়দেব দাস

মেলার দিন যত এগিয়েছে, পাল্লা দিয়ে ভিড় বেড়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে কেনাকাটা করতে দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় করেন। বিকেলের পর ভিড় উপচে পড়ে। মদনমোহনের রাসচক্র ঘোরাতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মেলার মাঠে কার্যত পা ফেলার জায়গা ছিল না। দুপুরে মেলায় টাকাগাছের বাসিন্দা শুভজিৎ কর্মকার কেনাকাটা করছিলেন। তাঁর কথায়, 'রাতেরবেলা মেলায় অনেক ভিড়। তাই কেনাকাটার জন্য দিনে এসেছি।' মুর্শিদাবাদ থেকে আসা ব্যাগ বিক্রেতা জীবন বিশ্বাস জানান, একটানা এতদিন মেলায় থেকে ব্যবসা করলাম। আশপাশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। এখন ফিরে যেতে খারাপ লাগবে।

গত ১৫ নভেম্বর রাসচক্র ঘুরিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা রাস উৎসবের সূচনা করেন। পরের দিন অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর রাসমেলার উদ্বোধন হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই মেলা দেখতে শুধু কোচবিহার জেলা নয়, পার্শ্ববর্তী জেলা সহ অসম ও ভুটান থেকে অনেক দর্শনার্থী এসেছেন। প্রতিবছর এই মেলাকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মন্তব্য, 'মেলা শেষ হলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যাবে কত টাকার ব্যবসা হল।'

কোচবিহার রাসমেলা

> রাতেরবেলা মেলায় অনেক ভিড়। তাই কেনাকাটার জন্য দিনে এসেছি।'
>
> **শুভজিৎ কর্মকার**
> *টাকাগছের বাসিন্দা*

পুরস্কৃত চা বাগানের শ্রমিকরা

নাগরাকাটা, ২৯ নভেম্বর : এবার চায়ের মরশুম ভালো না থাকলেও বানারহাটের ডায়না চা বাগান সেরা শ্রমিকদের পুরস্কৃত করল। শুক্রবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেখানকার ২০টি বিভাগ মিলিয়ে ৬৫ জন শ্রমিককে সংবর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হয়। বাগানের ম্যানেজার অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'চা শিল্পের পরিস্থিতি একেবারে অনুকূল ছিল না। তবু শ্রমিকরা সারাবছর তাঁদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যে কোনও শিল্পের মূল ভিত্তি হল শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক। সেই বন্ধন অটুট রাখতে আমাদের এই উদ্যোগ।'

বাগান সূত্রে খবর, সারাবছরে সর্বোচ্চ কাঁচা পাতা তোলার জন্য সরিতা ভুজেল নামে এক শ্রমিক পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ৩,৯৪৯ কিলোগ্রাম কাঁচা পাতা তুলেছেন। সুরেশ মির্ধা গোটা বছর কাজে সর্বোচ্চ উপস্থিতির পুরস্কার পান (২০৫ দিন)।

স্প্রেয়িং-এ সবচেয়ে বেশিদিন কাজে উপস্থিত থাকায় যথাক্রমে গুলাবি লোহার, মালতী ওরাওঁ, ঝালো ওরাওঁ, হরিবাহাদুর ছেত্রী, জোহান ওরাওঁ ও সাবিরা খাতুন পুরস্কৃত হয়েছেন। পানিওয়ালাদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতির পুরস্কার মেলে বিজু মুন্ডা ও বেঞ্জামিন মিঞ্জের।

এদিনের অনুষ্ঠানে হেমন্ত ওরাওঁ, শংকর শর্মা, রমেশ দোর্জির মতো বিভিন্ন সংগঠনের শ্রমিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি, বিধাননগর, রায়গঞ্জ, মালদায় প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন-11000/-। M-99333-45867. (C/113805)

●

শিলিগুড়িতে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি সুপারভাইজার চাই। বেতন 12000 টাকা, থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। +OT (M) 9434603126. (C/113479)

●

Required Siliguri Local Male (X pass min.) for Office work. Age (29-40). M-8637372499. (C/113478)

●

Application are invited for Headmaster and A.T. in English of **Uttar Banga Public School (High School)**. Apply along with necessary testimonials within 15 days. Address : Kamalpur-Babla, Meherapur, Malda, 732207. Email id : ubps2007@gmail.com, Contact : 9851747798/ 9734220947/ 433607673. (M-112564)

●

কোহিনুর মডার্ন মিশন (গার্লস) কুর্শামারি মাথাভাঙ্গার জন্য আবাসিক শিক্ষিকা চাই। (অনার্স/পি.জি) বি.এড। বিষয় :- গণিত, ইংরেজি, ভূগোল। অনাবাসিক শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই। যোগ্যতা :- (অনার্স/পি.জি) বি.এড। বিষয় :- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, ইতিহাস, সংস্কৃত। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ 10/12/2024 (ইং) তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন। সাক্ষাৎকার :- 12/12/2024 (ইং), মোবাইল নং-9733380483. (C/113801)

অ্যাফিডেভিট

আমি Nikita Minj পিতা : Rama Minj Vill-Birpara T.G., P.O.-Birpara, Dist-Alipurduar আমার আধার কার্ড ভুল থাকায় গত 28.11.2024 তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি থেকে অ্যাফিডেভিট করে Nikita Minj এবং Nivha Minj একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। এছাড়া আমার জন্মতারিখ 12.12.2002-এর পরিবর্তে 06.05.2003 করা হল। (B/S)

●

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 26-11-24 তারিখে E.M. কোর্ট, জলঃ থেকে অ্যাফিডেভিট বলে Joshorani Das ও Jamuna Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/113606)

Tender Notice

E-tenders are invited for : 1. Two nos. A.C. vehicle hired on monthly rate contract basis for the Office of The CMOH & The Member Secretary, DH&FWS, Kalimpong (2nd Call) (Tender ID : 2024_HFW_775713_1) (Last Date : 04.11.2024) within 05:00 PM.
For details visit : **www.wbtenders.gov.in**
The CMOH Office, Kalimpong,
Email : **cmohkalimpong1@gmail.com**
Sd/-
CMOH & Member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong.

Tender Notice

NIT No. 62 of 2024-25 (1st Call) dt- 26/11/2024

Tenders of 7 (Seven) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is **13/12/2024**. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

জাতীয় স্তরে রোহিতের ব্রোঞ্জ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : দারিদ্র্য কখনও সাফল্যের পথে অন্তরায় হতে পারে না। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র রোহিত সরকার সেটাই প্রমাণ করল। চলতি মাসে জম্মু-কাশ্মীরে ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উশু চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৭, ৮৫ কেজি বিভাগে সারা দেশে তৃতীয় স্থান অর্জন করে রোহিত ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। রোহিতের কথায়, 'খেলাধুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন হোক। ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল ও ভলিবল খেলার প্রতি যতটা নজর রয়েছে, উশু খেলার প্রতি সেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। কামাখ্যাগুড়িতে ক্রীড়া পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। উশুর জন্য খেলার মাঠ থাকলে সুবিধা হত। সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে আগামীদিনে খেলা চালিয়ে যেতে পারব।'

ছয় মাস আগে রোহিতের বাবা সঞ্জিত সরকার প্রয়াত হন। তাঁর বাবার একটি ছোট প্রসাধনীর দোকান ছিল। তা দিয়ে কোনওমতে তাদের সংসার চলত। রোহিতের বাবা ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তিনি

মারা যাওয়ার পর তাদের সংসারে অভাব দেখা দেয়। রোহিত ছোটবেলা থেকে খেলাধুলো, পড়াশোনা ও ছবি আঁকায় পারদর্শী। পার্বতীর কথায়, 'ওর বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে খেলায় সাফল্য পাবে। সেটা বাস্তবায়িত হল। আগামীতে সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হয়। তাহলে ও খেলা চালিয়ে যেতে পারবে।' রোহিতের যখন নয় বছর বয়স তখন থেকে সে উশু প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। তার বাবা মারা যাওয়ার পর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাধাও আসে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে এবার জাতীয় স্তরে রোহিত ব্রোঞ্জ পদক জয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ন্যাশনাল স্কুল গেমসের জন্য সে মাত্র দু'মাস অনুশীলন করেছে। রোহিতের সঙ্গে তার দুজন কোচ উৎপল রায় ও অনুপ রায় জানান, ওর অধ্যবসায় ওকে এই সাফল্যে পৌঁছে দিয়েছে। ভবিষ্যতে ও আরও অনেক পদক জিতবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

'অঙ্ক কি কঠিন' ছবির সিনেমাটোগ্রাফার অঙ্কিত সেনগুপ্ত। -সংবাদচিত্র

অঙ্কিতের ক্যামেরায় জীবনের অঙ্ক

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : সড়কপথে শিলিগুড়ি থেকে গোয়ার পানাজির দূরত্ব প্রায় ২,৫১৯ কিলোমিটার। সেখানে এখন উৎসবের আমেজ। বৃহস্পতিবার শেষ হল ভারতের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন চলচ্চিত্র উৎসব 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়া' (ইফি)। এবার উৎসবের ৫৫তম সংস্করণ। আর সেখানেই সম্প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে সৌরভ পালোধি পরিচালিত বাংলা ছবি 'অঙ্ক কি কঠিন'। দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তবে মহানন্দাপাড়ের শহরের সঙ্গে আরব সাগরের তীরের ওই শহরের যোগসূত্রটা নির্মাণ করে দিয়েছেন শিলিগুড়ির অঙ্কিত সেনগুপ্ত। অঙ্ক কি কঠিন ছবির সিনেমাটোগ্রাফার।

কলকাতার রাজারহাট এলাকাটি বাইরে থেকে যতটা ঝাঁ চকচকে, ভেতরে ঢুকলে আসল ছবিটা ধরা পড়ে। একদিকে অট্টালিকা, ঠিক তার পাশেই বস্তি-জীবন। সেই বস্তিতে থাকে তিন কিশোর। তারা স্বপ্ন দেখে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স হওয়ার। তারপর গল্প এগোয় আপনগতিতে। ওই তিন কিশোরের গল্পই লেন্সে নিজ মুনশিয়ানায় চিত্রায়ণ করেছেন অঙ্কিত। সম্প্রতি গোয়া থেকে ফিরেছেন অঙ্কিত। শোনালেন চলচ্চিত্র উৎসবের অভিজ্ঞতা। 'অঙ্ক কি কঠিন যখন প্রদর্শিত হচ্ছে, সেখানে দর্শকাসনে প্রায় ৯৯ শতাংশ অবাঙালি। সাব-টাইটেলে ছবি দেখার পর দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে যেভাবে হাততালি দিলেন, সেই অনুভূতিটা আজীবন মনে থাকবে।'একই কথা বলছিলেন পরিচালক সৌরভও। তাঁর কথায়, 'আমি নিজেকে সবসময় শিক্ষানবিশ মনে করি। অঙ্কিতও তাই। রেড কার্পেট, বড় বড় স্টার, বাঘা বাঘা পরিচালকের ছবির মাঝেও আমাদের সিনেমা সাব-টাইটেলে দেখে দর্শকরা যে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেবেন, তা কল্পনাও করতে পারিনি।'

চলচ্চিত্র উৎসবে স্ট্যান্ডিং ওভেশন

শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় বাড়ি অঙ্কিতের। ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল সিনেমায় কাজ করার। তবে কাজ করব বললেই তো আর সবটা হয় না। চাই জ্ঞান। দক্ষতা। তাই শিলিগুড়িতে স্কুলের পাট চুকিয়ে চলে যান কলকাতায়। সেখান থেকে পাড়ি জমান সুদূর লন্ডনে। এক বছরের ফিল্ম স্টাডিজ (ডিপ্লোমা) কোর্স শেষে ফিরে আসেন বাংলায়।তারপর বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনের ছবিতে কাজ করেছেন। বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতেও ছোট ছোট কাজে যুক্ত ছিলেন। তবে পরিচিতি আসে দেবালয় ভট্টাচার্য পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'বোকা বাক্সতে বন্দি'-তে ডিওপি হিসেবে কাজ করে। তারপর সৌরভের পরিচালনায় চর্চিত ওয়েব সিরিজ 'খোলামকুচি'-তে কাজ।

সেখান থেকেই সৌরভের সঙ্গে অঙ্কিতের কাজ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক মসৃণ হতে শুরু করে। তারপরই 'অঙ্ক কি কঠিন'। গোয়ার চলচ্চিত্র উৎসবে ইন্ডিয়ান প্যানোরমা বিভাগে এবার ২০টি ছবি নির্বাচিত হয়েছে, যার মধ্যে 'অঙ্ক কি কঠিন'-এর পাশাপাশি আরও দুটি বাংলা ছবি জায়গা করে নিয়েছে। সৌকর্য ঘোষালের 'ভূতপরী' এবং শিবপ্রসাদ-নন্দিতার 'আমার বস'। সৌরভ, অঙ্কিতদের ছবিতে তিন মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋদ্ধিমান বন্দোপাধ্যায়, গীতশ্রী চক্রবর্তী এবং তপোময় দেব। পাশাপাশি পার্নো মিত্র, শংকর দেবনাথ, উষসী চক্রবর্তীর মতো অভিনেতারাও যোগ্য সংগত দিয়েছেন।

ছবিটি বাংলায় কবে মুক্তি পাবে? পরিচালক, সিনেমাটোগ্রাফার দুজনেই হাসতে হাসতে জানালেন, আরও বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পাঠানো হয়েছে। সেগুলোর আপডেট এলে তারপর। আগামী জানুয়ারির পর ছবিটি এখানে মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী সৌরভ। জীবনের অঙ্ক কতটা কঠিন? সৌরভ-অঙ্কিত চিত্রিত রিলের গল্পটা দেখার অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত কোনও গতি নেই।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অতিরিক্ত পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি_৬_টিআরডি_১২_২০২২-২৩ তারিখ: ২৭-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: টিএসএস কাটিহারে ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ, ওএনএএন/ওএনএএফ, সিঙ্গল ফেজের ১৩২/২৭ কেভির অতিরিক্ত পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৯৪,১১,৩৪৯.৮৪/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৮৮,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড ডিএস/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টোটোপাড়ায় টুংটুং কামু উৎসব

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৯ নভেম্বর : দু'দিনব্যাপী টুংটুং কামু উৎসব শুরু হল। শুক্রবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। টোটোদের এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা মুক্তারাম টোটো এডুকেশন সেন্টার। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রকাশ টোটো, অভিষেক টোটো, সুশান্ত টোটো ও অনিশা টোটোদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উৎসব শুরু হল। প্রকাশ জানান, উৎসবের মূল থিম স্থানীয় টোটোদের খাবারগুলিকে ধরে রাখা। এছাড়া টোটো সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। টোটোরা প্রকৃতিকে পুজো করে। টোটোদের কয়েকটি উৎসবের মধ্যে গতবছর থেকে টুংটুং কামু উৎসব যুক্ত হয়েছে।

প্রাক্তন ব্যাংক ম্যানেজার ভক্ত টোটোর কথায়, 'বক পাখিকে টোটো ভাষায় টুংটুং কামু বলা হয়। বক শিকার করার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ওঁত পেতে বসে থাকে। অবশেষে সে সাফল্য পায়। তেমনি টোটোদের একসময় মূল জীবিকা ছিল পশুপাখি শিকার করা। শিকারের জন্য তাঁদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হত। টোটোদের জীবন ও জীবিকায় সেজন্য টুংটুং কামু পাখির গুরুত্ব অপরিসীম।' ভক্তর সংযোজন, 'শনিবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলার এই উৎসবে আসার কথা রয়েছে। তিনি পর্যটনের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরবেন।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্তদের কাজের চাপ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **বৃষ :** সামান্য ভুলে বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। **মিথুন :** নিজের চেষ্টায় একটা কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা। **কর্কট :** ব্যবসার জন্যে আজ ধার করতে হতে পারে। পেটের সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। **সিংহ :** ব্যবসায় কারও কূটচালে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি। চোখের সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। **কন্যা :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। অযথা শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। **তুলা :** বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। পথে চলতে আজ খুব সতর্ক থাকুন। **বৃশ্চিক :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার জন্যে পরামর্শ নিতে পারেন। রাজনীতি থেকে সমস্যা। **ধনু :** সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি বাড়বে। ভাইয়ের সঙ্গে আইনি সমস্যা নিয়ে বিতর্ক। **মকর :** রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্কে জড়ালে সমস্যা হতে পারে। চোখের সমস্যা কাটবে। **কুম্ভ :** বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে তৃপ্তি। মেয়ের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **মীন :** আজ নতুন ব্যবসা খুলতে পারেন। অফিসের কাজে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৯ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর ২০২৪, ১৪ অঘোন, সংবৎ ১৪ মার্গশীর্ষ বদি, ২৭ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৫, অঃ ৪।৪৮। শনিবার, চতুর্দ্দশী দিবা ৯।৫৪। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১২।৫৫। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ৫।৪৯।শকুনিকরণ দিবা ৯।৫৪ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ১০।৩৫ গতে নাগকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ৬।২২ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১২।৫৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ১২।৫৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ৯।৫৪ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।২৫ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৭ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ মধ্যে ও ৪।২৫ গতে ৬।৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম্ম-নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার নিশিপালন। দিবা ৯।৫৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও শিক্ষাবিদ ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর জন্মদিবস। সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১ মধ্যে ও ৭।৪৩ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ২।৫২ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫৬ গতে ২।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ২।৪৩ গতে ৩।৩৭ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কলকাতা এবং

মমতার থিম সং

এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১২৭টি ফিচার ফিল্ম ও ৪৮টি শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে। চলচ্চিত্র উৎসবের থিম সংয়ের ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

রাশ আরাবুলকে

জামিনের শর্ত লঙ্ঘন করেছেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। তাঁর গতিবিধিতে তাই রাশ টানল কলকাতা হাইকোর্ট। সপ্তাহে দু'দিন ভাঙড়-২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে পুলিশি নজরদারিতে যেতে পারবেন।

স্পা-এ গ্রেপ্তার

শুক্রবার রাতে পুরোনো দিঘায় একটি স্পা সেন্টারে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকে সাত মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। স্পায়ের কর্মচারী ও খরিদ্দার সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

টাইমটেবিল

এবার থেকে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন বাসস্টপে বসছে এলইডি টাইমটেবিল। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই খবর জানান পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

এ যেন কলকাতার ভিতর আরেক কলকাতা। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

‘আসুন না, একসঙ্গে সব গরিবকে বাড়ি করে দিই’

আবাস নিয়ে শুভেন্দুর বার্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : আবাস যোজনা সহ অন্যান্য প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে শুক্রবার বিধানসভায় শাসকদল প্রস্তাব আনতেই সহযোগিতার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকার নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করে নিলে আবাস যোজনার জন্য একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করা হবে বলেও এদিন বিধানসভায় জানিয়ে দেন বিরোধী দলনেতা।

প্রথম থেকেই যখন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার সমর্থনে শুভেন্দু সওয়াল করেছেন, তখন এদিন তাঁর এই হঠাৎ মন্তব্যের পিছনে রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে বলেই মনে করছেন অনেকে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রাখায় বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের কাছে যে ভুল বার্তা যাচ্ছে, তা বঙ্গ বিজেপির নেতারা বুঝতে পেরেছেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই কারণেই এদিন শুভেন্দু ‘একসঙ্গে’ চলার বার্তা দিয়েছেন বলেই তাদের ধারণা। এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রস্তাব জমা দেন তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে নির্মলবাবু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের পাওনা মেটাচ্ছে না। একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার না দেওয়ায় রাজ্যের গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। সেই কারণে রাজ্য সরকার কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করে ৫০ দিন কাজের নিশ্চয়তা তৈরি করেছে। আবাস যোজনার টাকাও ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি রাজ্যের প্রাপ্য জিএসটির ভাগের টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। কেন্দ্রের এই বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য বাংলার সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। এরাজ্যের বিরোধী দলের নেতারা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এই টাকা চেয়ে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে না। আসলে রাজ্যের মানুষের পাশে বিরোধী দল নেই। তারা নিজেরা রাজনীতি করতে ব্যস্ত। কিন্তু রাজ্য সরকার বাংলার মা-মাটি-মানুষের পাশে রয়েছে। সেই কারণেই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প নিয়েছে।’

বক্তব্য রাখতে উঠে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘আপনারা ১১ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির কথা বলেছেন। আমি বলছি, আপনারা ভুল সংশোধন করুন।

> আপনারা ১১ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির কথা বলেছেন। আমি বলছি, আপনারা ভুল সংশোধন করুন। আমরা আরও ২০ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

আমরা আরও ২০ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।’

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপি সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে, মনে করছেন বিজেপির অনেক নেতাই। এদিন শুভেন্দুর মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘আসুন না একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সব গরিব মানুষের বাড়ি করে দেব। গ্রামসভায় আবাস নিয়ে স্বচ্ছ তালিকা তৈরি করে সর্বদল বৈঠকে পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে আবাস প্রকল্প চালু রাখার প্রস্তাব আমি বিধানসভায় রাখছি।’

তবে আবাস যোজনার টাকা নিয়ে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, শুধুমাত্র তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ভোটবাক্সে কোনও ফায়দা পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করার বার্তা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার ৪.৬ লক্ষ কোটি টাকা কর বাবদ নিয়ে যায় আর ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ৬.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে।’

দ্বন্দ্ব বন্ধে বিধায়কদের বার্তা মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : দলের ব্লক বা সহ সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের মতান্তরের ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিবাদ চলতে থাকলে দু-পক্ষের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘরে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তখনই দলীয় বিধায়করা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। ওই বিধায়কদের উপস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন,‘বারবার ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের গোলমাল হচ্ছে কেন? এই ধরনের ঘটনা দল বরদাস্ত করবে না। সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরনের ঘটনায় ভুল বার্তা যাচ্ছে। আগামী দেড় বছরের মাথায় বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে। এখন থেকেই সাংগঠনিক পদে থাকা নেতাদের সঙ্গে সাংসদ ও বিধায়কদের সমন্বয় রেখে চলতে হবে। দু-পক্ষই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবেন। একতরফা কোনও সিদ্ধান্ত হবে না।’

বিভিন্ন জেলায় ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের সম্পর্ক নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে। কয়েকদিন আগেই উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর বিধায়ক দলের ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ঠদের হাতে নিগৃহীত হন। তার কয়েকদিনের মধ্যেই স্বরূপনগরের তৃণমূল বিধায়ককে প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দেন সেখানকার ব্লক স্তরের এক শীর্ষনেতা। কয়েকদিন যেতে না যেতেই সন্দেশখালির বিধায়ককে প্রকাশ্যে নিগ্রহ করেন তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত শেখ শাহজাহানের অনুগামীরা। পরপর এই ঘটনায় দলের জেলা নেতৃত্বকে ডেকে কঠোর পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যে এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত, তা বৃহস্পতিবার বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘দলের ব্লক সভাপতি বা বিধায়ক সকলেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী। কিন্তু একে অপরের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে মানুষের কাছে খারাপ বার্তা যায়। তাই দু-পক্ষই যাতে দলের ভাবমূর্তি রক্ষায় সক্রিয় থাকেন, সেটাই বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।’

মেয়াদ বাড়লেও সদস্য সংগ্রহে গা নেই

বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদে ব্যস্ত বঙ্গ বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবাদের পথকে বেছে নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। অথচ দলকে রাজ্যে সংঘবদ্ধ করতে দলের সদস্য সংগ্রহে গা-ঝাড়া দিয়ে নামতে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের তেমন গা নেই। রাজ্যে দলের এক কোটি সদস্য করতে গলদঘর্ম অবস্থায় রয়েছেন দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে দু'-একজন। রাজ্যে দলের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা যদি আশানুরূপ না হয়, তবে রাস্তায় নেমে বিভিন্ন ইস্যুতে দলের আন্দোলন কি দানা বাঁধবে? এই প্রশ্ন তুলেছেন দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ কেউ।

তাঁদের প্রশ্ন, দলই রাজ্যে মজবুত পরিস্থিতিতে না থাকে তবে নেতৃত্বে রদবদল নিয়ে সবাই হাঁকপাঁক করছে কেন? এমনিতেই সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সব রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান প্রায় শেষের পথে। এ রাজ্যে চলতি মাসের ২১ তারিখে রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য নেতৃত্বের অনুরোধে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিযানের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সূত্রের খবর, মেয়াদ বাড়ানোর আগে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপরে আর এই নিয়ে কোনও আর্জি-অনুরোধ শুনবেন না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

এরাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দিল্লি থেকে এসে রাজ্য নেতাদের এই মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও জানিয়েছেন। স্পষ্ট করে তাঁরা বলেছেন, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতেই হবে। এই বিষয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর কোনও কথা শুনতে নারাজ।

বঙ্গ বিজেপি সূত্রের খবর, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই কড়া ফতোয়া জারির পরেও সদস্য সংগ্রহে তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সদস্য সংগ্রহের যা গতি তাতে খুব বেশি হলে রাজ্যে বিজেপির সদস্যের পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে বলেই রাজ্যে দলীয় নেতৃত্বের একাংশের ধারণা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বঙ্গ বিজেপি সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ বলেই তাঁদের ধারণা। রাজ্যে দলের এই অবস্থায় রাজ্যের নেতৃত্বে এখনই রদবদলের কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না তাঁরা। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা, রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শেষ হওয়ার পর এই নিয়ে পর্যালোচনার করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে দলের রদবদলের কাজে হাত দেবেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের এই ব্যর্থতা বর্তমান বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের ওপরই বর্তাবে।

এই ব্যাপারে শুক্রবার রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘শুনেছি ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আমি আমার মতো করে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দলের লোকেদের নিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান করছি। আজ হাবড়া, গাইঘাটায় যাচ্ছি। সাড়া পাচ্ছি মানুষের। পার্টি থেকে আমাকে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম বিশেষভাবে দেখতে বলা হয়েছে। এই নিয়ে দলের সবার খাটাখাটি করা দরকার। না হলে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোনো কিছুতেই সম্ভব নয়।’

ধর্মীয় সুরক্ষার প্রস্তাব

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : সংবিধানের সুরক্ষা দাবি করে বিধানসভায় প্রস্তাব এনেছিল শাসক দল। এদিন তারই পালটা ধর্মীয় সুরক্ষার অধিকারের দাবিতে বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব এনে আলোচনার দাবি করল বিজেপি। সরকারি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলেও, বিজেপির আনা মুলতুবি প্রস্তাব পাঠ তো দূরের কথা, গৃহীতই হল না। প্রতিবাদে অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে বিধানসভা চত্বরে মিছিল করে প্রতিবাদ জানাল বিজেপি।

পরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুলতুবি প্রস্তাব প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, সনাতন হিন্দুদের ধর্মাচরণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য একটি সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মাচরণে বাধা দিচ্ছে। যা সংবিধানে বর্ণিত অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাৎপর্যপূর্ণ এটাই যে, সংবিধানকে হাতিয়ার করে এদিন শুভেন্দু ও তাঁর দল ধর্মীয় অধিকার

বিধানসভা

রক্ষার দাবি করেছে, সেই বিধানের সুরক্ষার দাবিতে অধিবেশনের শুরুতেই প্রস্তাব দিয়েছে শাসক দল। যদিও এদিন বিজেপি পরিষদীয় দলের এই মুলতুবি প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ার জন্য সরাসরি কোনও কারণ না ব্যাখ্যা করে বিরোধী দলনেতাকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘গতকাল আপনি ছিলেন না। আমি আপনার দলের সদস্যদের জানিয়ে দিয়েছি।’ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘রাজ্যে ধর্মীয় সুরক্ষা নেই এমন দাবি অবান্তর। তাই এই নিয়ে আলোচনা নিরর্থক।’

বাংলাদেশ ইস্যুতে এদিনও বিধানসভার বাইরে সরব হয়েছেন শুভেন্দু। হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘খাদ্য থেকে স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই ভারতের ওপর আপনাদের ভরসা করতে হয়। আক্রমণ বন্ধ না হলে, বাংলাদেশের অবস্থাও পাকিস্তানের মতো হবে।’

এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, ‘আমি চিকিৎসকদের কাছে আবেদন করব যাতে তাঁরা বাংলাদেশিদের কোনও চিকিৎসা না করেন।’

বঞ্চনার অভিযোগে সুর নরম পদ্মর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রশ্নে সুর নরম করল বিজেপি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে শাসকদলের অভিযোগ খারিজ করে দুর্নীতিকে দায়ী করলেও, ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলের বিরুদ্ধে বঞ্চনাকারীর তকমা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া বিজেপি।

২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিজেপি। দুর্নীতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল করার দায়ে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশন থেকে শুরু করে একাধিক জনকল্যাণকর প্রকল্পের টাকা রাজ্যকে না দেওয়ার দাবিতে দিল্লিতে দরবার করেছেন বিজেপি নেতারা। তার জেরে আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, ১০০ দিনের কাজের মতো গরিব মানুষের স্বার্থে তৈরি একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প থমকে গিয়েছে রাজ্যে। দলের একাংশের মতে, কেন্দ্রে সরকার থাকার সুবাদে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দেওয়ার কথা ফলাও করে প্রচার করে বাহবা কিনতে চেয়েছেন দলের নেতারা। কিন্তু তার ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। এর বিপরীতে, বিজেপির জন্যই রাজ্যের গরিব মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে দাবি করে প্রচার করেছে তৃণমূল।

এদিনও বিধানসভার বঞ্চনা বিতর্কে জবাবি ভাষণে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বন্ধে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘২০২১’এর আগে কোনও সমস্যা ছিল না। হঠাৎ কী হল? আসলে ’২১-এ ২০০ পারের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় গরিব মানুষের পেটে লাথি পড়েছে। বিজেপির নেতারা যদি এখনও সিঁদুরে মেঘ দেখতে না পেয়ে থাকেন, তাহলে বলব আপনাদের জন্য আরও বড় দুর্দিন অপেক্ষা করছে।’

২০১৯-এর চেয়ে ’২৪-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপির আসন কমেছে। দু’দফায় রাজ্যের ১০টি বিধানসভার উপনির্বাচনে গোহারা হেরেছে বিজেপি। দলের সদস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে বঙ্গ বিজেপি। এই আবহে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে পায়ের তলায় জমি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে বাংলাদেশকে হাতিয়ার করে ধর্মীয় মেরুকরণের পথে দিশা খুঁজছে বিজেপি। কিন্তু মেরুকরণের রাজনীতিকে হাতিয়ার করলেও, রাজ্যে তার ফল নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, দুর্নীতির কারণে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে দেওয়ায় সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সম্প্রতি দলের সদস্য সংগ্রহে নেমে সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে বিজেপির। সম্ভবত, সেই কারণে বঞ্চনার জট কাটাতে বিধানসভা থেকে এদিন বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শাসকদলের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, ‘আসুন না আবাস তালিকা সংশোধন করে আমরা রাজ্যের ১১ লাখ নয়, সব গরিব মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প এনে দিই।’ পাশাপাশি আবাস জট কাটাতে প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তার সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রস্তাবও দিয়েছেন শুভেন্দু। পর্যবেক্ষকদের মতে, পরিস্থিতি বুঝে রফা সূত্র পেতে এখন মরিয়া বিজেপিও।

১২০০ ডাক্তার

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে একমাস ধরে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার থেকেই আমতলার সমন্বয় প্রেক্ষাগৃহে এই কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু হবে। শনিবার সেখানে চিকিৎসকদের নিয়ে একটি সম্মেলন করা হবে। তাতে যোগ দেবেন ৩০০-রও বেশি জুনিয়ার ডাক্তার ও মহিলা ডাক্তার সহ ১২০০ চিকিৎসক। তারপর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় জানুয়ারি মাসজুড়ে স্বাস্থ্যশিবির হবে। প্রত্যেকটি বিধানসভায় দশদিন করে স্বাস্থ্য শিবিরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শোকজের জবাব দিয়েও বিস্ফোরক হুমায়ুন

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বৃহস্পতিবারই বিধানসভায় ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ডেকে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, ‘বেশি কথা বলো না।’ কিন্তু তারপরও দলের নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে সরব হতে পিছুপা হচ্ছেন না এই বিতর্কিত তৃণমূল বিধায়ক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশমন্ত্রী করার দাবিতে বারবার সরব হওয়ার পর হুমায়ুনকে শোকজ করে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তিনদিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়। শুক্রবারই শোকজের জবাব দিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। কিন্তু এদিনও সাংবাদিকদের কাছে দলের একাংশের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ছাড়েননি। কয়েকদিন আগেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি পদে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে কেন রাখা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও কল্যাণের বিরুদ্ধে এখনও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হুমায়ুন বলেন, ‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন, তারপর তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি কী ব্যবস্থা নেয়, তা দেখার বিষয়। আসলে দলে একেক জনের সঙ্গে একেক রকম ব্যবহার করা হয়।’

হুমায়ুন বলেন, ‘দলের শীর্ষ ও রাজ্য নেতৃত্বকে সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা জানিয়েও ফল হয়নি। গত লোকসভা ভোটে আমার এলাকা থেকে প্রার্থীকে জয় এনে দিলেও আমার এলাকায় কোনও অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য রেখে বলছি, দলের কিছু নেতা পঞ্চায়েতের টিকিট বিলি করার জন্য টাকা নিয়েছেন।’ তিনি যে দমার পাত্র নন, তা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘যতদিন রাজনীতি করব, মুর্শিদাবাদের মাটিতে মাথা উঁচু করেই রাজনীতি করব। চাপের কাছে নতিস্বীকার করব না।’

প্রশ্নবাণ

- ২০০৬ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছিলেন?
- অভয় চরণ দে কীসের প্রতিষ্ঠা করেন?
- ২০০৪ সালে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের হয়ে খেলার প্রস্তাব পেয়েছিলেন কোন এশীয় গোলকিপার?

আগের দিনের উত্তর

দুজনই অস্কার এবং নোবেল দুটোই জিতেছেন, হাজার চুরাশির মা, ছ্যাঁচড়া

ঠিক উত্তরদাতা : সৈকত সেনগুপ্ত, সংঘমিত্রা দাস-জলপাইগুড়ি, তরুণকুমার রায়- চালসা, সঞ্জীব দেব, আবেশ কর্মকার- শিলিগুড়ি, কৃষ্ণা সাহা, অনন্যা সাহা-কামাখ্যাগুড়ি, নীলরতন হালদার- মালদা, নিবেদিতা হালদার, বীণাপাণি সরকার হালদার- বালুরঘাট, শিবেন্দ্র বীর- বাণেশ্বর, সঞ্জয়কুমার সাহা- কিশনগঞ্জ, শংকর সাহা-পতিরাম, তরুলেখা রায়- মাটিগাড়া, রতনকুমার পণ্ডিত-কোচবিহার।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

সন্দীপ সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। ৮৭ দিনের মাথায় প্রায় ১৫০০ পাতার অভিযোগ জমা দিয়েছে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা। ওই চার্জশিটে সন্দীপ ঘোষ, আশিস পান্ডে, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা ও আফসার আলি খানের নাম রয়েছে। এই দুর্নীতি চক্রের মূল হোতা ছিলেন সন্দীপ। সেই বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। কীভাবে আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি ও বেআইনি নিয়োগ নিয়েও অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশিটে। ফলে আরও বিপাকে সন্দীপ।

সূত্রের খবর, চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম কেনার নাম করে ঘনিষ্ঠদের বেআইনিভাবে টেন্ডার পাইয়ে দিতেন সন্দীপ। বিপ্লব সিংহ এবং সুমন হাজরার বিরুদ্ধেও বেআইনিভাবে বরাত পেয়ে মেডিকেল সরঞ্জাম জোগান দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আশিসের বিরুদ্ধেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সন্দীপ ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে হাউস স্টাফ হয়েছিলেন আশিস। এছাড়াও তিনটি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। মেডিকেল বর্জ নিয়ে অনিয়ম, হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ কেনাবেচার বিষয়েও জানানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও দুর্নীতি, সিন্ডিকেট তৈরির অভিযোগও করা হয়েছে। যার মূল মাথা ছিলেন সন্দীপ। চার্জশিটে সন্দীপের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব,

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি

সঞ্চিত আমানতের তথ্যও দেওয়া হয়েছে। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় জমা দেওয়া চার্জশিটে সন্দীপ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের নাম ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই অতিরিক্ত চার্জশিট দেবে বলে সূত্রের খবর। মূলত, ধর্ষণ ও খুনের তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষিতেই আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে চার্জশিট জমা পড়ায় অস্বস্তি আরও বাড়ল সন্দীপের।

ফের সিবিআইকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আগাম জামিনের আবেদন আপাতত ঝুলে রইল কলকাতা হাইকোর্টে। সিবিআইয়ের তদন্তের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বাগচী সিবিআইয়ের আইনজীবীর উদ্দেশে মন্তব্য করেন, ‘প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের পর সিবিআই কেন শোন অ্যারেস্ট দেখাল? একজন বিশেষজ্ঞ আধিকারিক কী করে প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের আবেদন করার পরের দিন আবার শোন অ্যারেস্টের আবেদন করতে পারেন? সিবিআই কি অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা করছে?’ এদিন নিম্ন আদালতেও সুজয়কৃষ্ণর সিবিআইয়ের মামলায় সশরীরে হাজির হওয়ার কথা ছিল কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের তরফে আদালতে মেডিকেল রিপোর্ট পাঠিয়ে জানানো হয়, সুজয়কৃষ্ণ অসুস্থ। নিম্ন আদালতের বিচারক জানান, প্রয়োজনে জেলে গিয়ে তাঁকে সিবিআই হেপাজতে নিতে পারে।

বাংলাদেশকে ধর্মীয় সংস্থার হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বাংলাদেশের ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় পতকা পোড়ানো ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কুশপুতুল পোড়ানো নিয়ে ঢাকার ক্ষোভকে আমলই দিতে চায় না বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। মঞ্চের প্রচার সম্পাদক শুভজিৎ রায় এদিন বলেন, ‘সৌজন্যতা একতরফা হয় না। এতদিন আমরা বাংলাদেশকে আত্মীয় বলেই জানতাম। কিন্তু এখন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের পতাকা মাড়িয়ে যেভাবে তার অপমান করা হয়েছে, সে দেশের হিন্দুদের ওপর যেভাবে প্রতিদিন অত্যাচার চলেছে তার পরিণাম বাংলাদেশকে পেতেই হবে।’ শুভজিৎ বলেন, ‘বাংলাদেশ যেন মনে রাখে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। একহাতে বন্ধু আর একহাতে বন্ধুত্ব, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ চায় না।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বনাথ পাল - কে 31.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96A 26598 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার দিয়েছে। আমি এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জিতেছিলাম, যখন আমার ভবিষ্যতে খরচ মেটানোর জন্য সত্যিই এটির প্রয়োজন ছিল। এই মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

টি বোর্ডের মনোভাবে হতাশ বাগান মালিক ও ক্ষুদ্র চা চাষিরা

অনুরোধেও বাড়ল না পাতা তোলার সময়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ নভেম্বর : সময়সীমা বাড়ানোর দাবি ছিল নানা মহলের। বণিকসভাগুলির পাশাপাশি চিঠি গিয়েছিল চা বলয়ের শাসক-বিরোধী দু'পক্ষের সাংসদদের কাছ থেকেই। সেসবে অবশ্য সাড়া মিলল না। টি বোর্ডের নির্দেশিকা মোতাবেক এবারের চা মরশুম যে শনিবারই শেষ হতে চলেছে তা কার্যত পরিষ্কার। সব মিলিয়ে নিজেদের হতাশার কথাই জানাচ্ছে বড় চা বাগানগুলির পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা চাষিরাও।

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ ও শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রকের কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য মনোজ টিগ্গা বলেন, 'এখনও বাগানগুলিতে ভালোমানের কাঁচা পাতা আছে। চেয়েছিলাম প্লাকিংয়ের শেষ দিন পিছিয়ে অন্তত ১৫ ডিসেম্বর করা হোক। ফের টি বোর্ডকে চিঠি দিচ্ছি।'

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ও রাজ্যের টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের সদস্য প্রকাশ চিকবড়াইক বলছেন, 'টি বোর্ড কেন্দ্রের আওতাধীন। এখনও উত্তরবঙ্গ মোট চা উৎপাদনে গতবারের থেকে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন কিলোগ্রাম পিছিয়ে রয়েছে। ওরা বুঝতে চাইল না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' এর আগে জুলাই মাসে নির্দেশিকা জারি করে উত্তরবঙ্গের চা বাগানে কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিনক্ষণ হিসেবে ৩০ নভেম্বরের কথা জানায় টি বোর্ড।

এবারই প্রথম পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাই- তিন এলাকার জন্যই একই দিনক্ষণের কথা ঘোষণা করা হয়। গত বছর ডুয়ার্স-তরাইয়ের ক্ষেত্রে ওই তারিখ ছিল ২৩ ডিসেম্বর। অন্যদিকে, পাহাড়ের চা বাগানের ক্ষেত্রে শেষ দিন হিসেবে ১১ ডিসেম্বরকে ধার্য করা হয়। সেই হিসেবে এবার শুখা মরশুমের উৎপাদন বন্ধ করার সময়সীমা বেশ কিছুদিন এগিয়ে আনা হয়। অসমের বাগানগুলির ক্ষেত্রেও একই সময় ওই নির্দেশিকায় ঘোষণা করা হয়।

এদিকে চা বাগানগুলির দাবি, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এবার নভেম্বরের শেষেও ভালোমানের কাঁচা পাতা রয়েছে। এর কারণ অক্টোবরের শেষলগ্নের বৃষ্টিপাত। চা বণিকসভা টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)-এর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল বলেন, 'অনেক অনুরোধ করা হয়েছিল। মাঝে দিনক্ষণ বাড়ানো হবে এমন কথা শোনা যাচ্ছিল। বাগানগুলি ধন্দের মধ্যেও পড়ে যায়। ১৫ ডিসেম্বরকে শেষ দিন করা হলে দুর্দশার মধ্যে থাকা বাগানগুলি অনেকটাই উপকৃত হত।'

মরশুম শেষের আগের দিন। কাঁচা পাতা তোলার পর ওজন করা হচ্ছে। শুক্রবার লুকসান চা বাগানে।

ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'বাগানগুলি নয়া ঘোষণার প্রহর গুনছিল। তা আর হল না। শীতের শুখা মরশুমে চা শিল্পের আর্থিক সংকট আরও প্রকট আকার নিতে চলেছে বলেই মনে করি।' ডিবিআইটিএ'র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'আগামী বছর থেকে চায়ের চাহিদা-জোগানের ভারসাম্য, গুণগতমান সুনিশ্চিতকরণ সহ অন্য সব প্যারামিটার দেখেই মরশুমের শেষ দিন ঘোষণা করা হবে এমনটাই আমাদের আশা।' দিনক্ষণ বাড়বে বলে আশা করেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীও।

তাঁর কথায়, 'আমরা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলাম। তবে টি বোর্ড কিছুতেই রাজি হল না। বাগানজুড়ে প্রচুর ভালোমানের পাতা রয়েছে। সেসব নষ্ট হল। ক্ষুদ্র চাষিরা বিপুল আর্থিক ক্ষতির শিকার হলেন।'

চা মহলের একাংশ জানাচ্ছে, টি বোর্ড অতিরিক্ত জোগানে রাশ টানতে চাইছে। এতে দাম না পাওয়ার সমস্যাটি মিটবে। পাশাপাশি শীতের শুখা মরশুমের নিম্নমানের কাঁচা পাতা দিয়ে চা তৈরির বিষয়টি বন্ধ করে দিয়ে উচ্চ গুণমানের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্যই এবার মরশুম শেষের দিন কিছুটা এগিয়ে আনা হয়।

এদিকে টি বোর্ডের সদ্য প্রকাশিত খসড়া রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরের অক্টোবরে উত্তরবঙ্গে চায়ের মোট উৎপাদন ছিল ৫৭.৩৭ মিলিয়ন কিলোগ্রাম, যা গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় সামান্য কম (৫৭.৬৮ কিলোগ্রাম)।

তবে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ধরলে মোট উৎপাদনে উত্তরবঙ্গ এখনও গত বছরের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। গত বছর প্রথম ১০ মাসের উৎপাদন ছিল ৩৫৩.৭৬ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। এবার সেটা দাঁড়িয়েছে ৩১৬.০১ মিলিয়ন কিলোগ্রামে। কমার পরিমাণ ৩৭.৭৫ মিলিয়ন কিলোগ্রাম।

> এখনও বাগানগুলিতে ভালোমানের কাঁচা পাতা আছে। চেয়েছিলাম প্লাকিংয়ের শেষ দিন পিছিয়ে অন্তত ১৫ ডিসেম্বর করা হোক। ফের টি বোর্ডকে চিঠি দিচ্ছি।
>
> **মনোজ টিগ্গা**

> এখনও উত্তরবঙ্গ মোট চা উৎপাদনে গতবারের থেকে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন কিলোগ্রাম পিছিয়ে রয়েছে। ওরা বুঝতে চাইল না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
>
> **প্রকাশ চিকবড়াইক**

জৈব সার ব্যবহারের উদ্যোগ লুকসান চা বাগানে

নাগরাকাটা, ২৯ নভেম্বর : রাসায়নিকের ব্যবহার কমাতে বাগানের অভ্যন্তরীণ জৈব পদার্থকেই সার হিসেবে কাজে লাগানোর প্রকল্প হাতে নিল লুকসান চা বাগান। এতে শামিল হচ্ছেন শ্রমিকরাও। আপাতত পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের সহযোগিতায় রয়েছে প্রসারী ও ট্রান্সফর্ম ট্রেড নামে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। যে সমস্ত জৈব পদার্থকে সার তৈরির কাজে লাগানো হবে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল চা তৈরির পর অবশিষ্ট হিসেবে পড়ে থাকা বর্জ্য বা টি ওয়েস্ট। শ্রমিকদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হবে তাঁদের গৃহপালিত গোরুর গোবরও। পাশাপাশি চা বাগানে ছাওয়া গাছের ডাল, পাতাকেও একাজে ব্যবহার করা হবে। প্রসারীর উপদেষ্টা ও টি বোর্ডের প্রাক্তন উপনির্দেশক চন্দ্রশেখর মিত্র বলেন, 'এই প্রকল্পটি পরিবেশবান্ধব। তার সঙ্গে এর খরচও সাশ্রয়ী। এই উদ্যোগের সফলতা নিয়ে আমাদের কোনও সংশয় নেই।' এবিষয়ে লুকসান চা বাগানের ম্যানেজার সত্যনারায়ণ শা জানান, দ্রুত এই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

প্রতিটি বাগানেই কাঁচা পাতা থেকে চা তৈরি করে নেওয়ার পর প্রক্রিয়াজাত পদার্থ হিসেবে বর্জ্য পড়ে থাকে। চায়ের ওই অবশিষ্টাংশ পান করা উপযুক্ত নয়। চা বর্জ্যকে নষ্ট করে ফেলাই ছিল নিয়ম। লুকসান চা বাগান কর্তৃপক্ষ প্রসারী ও ট্রান্সফর্ম ট্রেডের সহযোগিতায় আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই বর্জ্য দিয়েই জৈব সার তৈরি করবে। বাগানের ২৯ নম্বর লাগোয়া একটি স্থানকে ওই প্রকল্পের প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। আপাতত প্রকল্পটি তিন বছরের। এক মাসের মধ্যেই জৈব বর্জ্য থেকে অন্তত একবার বাগানে ব্যবহারের উপযোগী সার মিলতে শুরু করবে। বর্ষার মরশুম বাদ দিলে ব্যবহারের জন্য বছরে অন্তত আট-নয়বার হট কম্পোস্টিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত সার পাওয়া সম্ভব হবে।

পাশাপাশি, যে সেকশনের চা গাছে ওই সার প্রয়োগ করা হবে সেখানকার গাছের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এর ফলে যেখানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সেকশনের সঙ্গে জৈব সার ব্যবহৃত এলাকার গাছের উৎপাদনশীলতার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে। পাশাপাশি দু'ধরনের সেকশনের চায়ের গুণগত মানও পরখ করে নেওয়া হবে। চন্দ্রশেখর আরও জানান, চা শিল্পের নিরিখে এই প্রকল্পটি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে তা নিয়ে তাঁদের মনে কোনও সংশয় নেই। এটি আগেই পরীক্ষিত। এদিন লুকসান চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে প্রসারী ও ট্রান্সফর্ম ট্রেডের প্রতিনিধিদের একটি আলোচনা হয়। সেখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওই দুই সংস্থার কর্তা সুস্মিতা সাহু ও দীপঙ্কর সেনগুপ্ত।

আরও ৪০ জনের নামে সুয়োমোটো

ধূপগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : পুলিশ ও বালি মাফিয়াদের সংঘর্ষের ঘটনায় এবারে আরও ৪০ জনের নামে সুয়োমোটো মামলা রুজু করল পুলিশ। প্রত্যেককে চিহ্নিত করে মামলা রুজু করে তাদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি গাদং-১ পঞ্চায়েত এলাকায় প্রথমে কাজিপাড়া ও পরে গোলাম মুন্সি মোড় এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে পুলিশকে আটকে রেখে বালি মাফিয়ারা চড়াও হওয়া ও মারধরের ঘটনা ঘটিয়েছে। এর পেছনে পুলিশের বিরুদ্ধে নথিপত্র ছাড়া বালি পাচারের ট্র্যাক্টর আটক করার অভিযোগ ছিল। আর তার জেরে পুলিশকে হেনস্তা করা হয়। ঘটনায় যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম জড়িয়েছে, তাতে বিজেপিও পালটা আক্রমণ করতে ছাড়েনি।

ঘটনার দিন রাতেই পুলিশ দুজন মূল অভিযুক্তকে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে ধৃত দুজন বাদে যারা যুক্ত ছিল তাদের ছবি দেখে চিহ্নিত করার কাজ সম্পন্ন করে অভিযান শুরু করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার আগেই বলেছেন, পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ এবং আইন যাতে কেউ হাতে না নেয় তার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয়পক্ষই ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে।

'টিকিটবাবু' নেই, ভোগান্তি

সাতসকালে বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে হইচই

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৯ নভেম্বর : তখন ঘড়ির কাঁটায় সকাল ন'টা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোরের টিকিট কাউন্টারের সামনে রোগী ও পরিজনদের লম্বা লাইন। সবাই টিকিট করানোর অপেক্ষায়। আউটডোরের ডাক্তারের সামনে ওই টিকিট হাজির করলেই মিলবে চিকিৎসা। কিন্তু সাড়ে ন'টার পরও কাউন্টারের চেয়ার ফাঁকা। দেখা নেই 'টিকিটবাবু'র। কাউন্টারের সামনে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিও। নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা পরও এ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল দেখা গেল না। সময়মতো ডাক্তারবাবু বসে রয়েছেন আউটডোরে। কিন্তু রোগীর দেখা নেই। শুক্রবার হাসপাতালে এমনই ছবির দেখা মিলল।

শুধু জলপাইগুড়ি সদর ব্লকই নয়, এখানে রাজগঞ্জ ব্লকের দূরদূরান্ত থেকে বহু রোগী চিকিৎসা করাতে এসে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় চরম ভোগান্তির শিকার হন রোগী ও পরিজনরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, টিকিট কাউন্টারের স্থায়ী কর্মী ভবতরণ ঝা না আসায় দীর্ঘ ৪০ মিনিট পর ইমার্জেন্সি বিভাগ থেকে একজনকে এনে সেই টিকিট কাউন্টারে বসানো হয়। শুরু হয় টিকিট বিলি।

টিকিটের অপেক্ষায় রোগীর পরিজন। বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে।

টিকিট কাউন্টারের বাইরে বিশাল লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে প্রায় দু'কিলোমিটার দূর থেকে আসা বেলাকোবা অঞ্চলের খোললপাড়ার মহম্মদ তারিক আলি বলেন, 'ন'বছরের ভাই রিবান হকের চিকিৎসার জন্য সকাল সাড়ে আটটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। ন'টায় কাউন্টার খোলার কথা। কিন্তু টিকিটবাবু না থাকায় টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তারবাবু আউটডোরে এসে বসে রয়েছেন।'

হাসপাতাল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূর থেকে এসেছেন বছর সত্তরের আকবর আলি। সকাল আটটা বেজে চল্লিশ মিনিটে লাইন দিয়েছিলেন। বললেন, 'সকাল ন'টার পরও কাউন্টারের জানলা খোলেনি। শুনলাম, যিনি টিকিট দেন তিনি তখনও আসেননি। সাড়ে ন'টার পরও তিনি পৌঁছাননি। ফলে সবাইকে ভোগান্তির শিকার হতে হল।'

স্ত্রী রেস্তোফাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসা তেলিপাড়ার রুবেল হক বলেন, 'সকাল সাড়ে আটটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। ন'টায় টিকিট কাউন্টার খোলার কথা। ন'টা চল্লিশে কাউন্টার খুলেছে।' এ প্রসঙ্গে বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ প্রীতম বোস জানান, শারীরিক অসুস্থতার জন্য টিকিট কাউন্টারের স্থায়ী কর্মী ভবতরণ ঝা আসেননি। এজন্য আধ ঘণ্টার বেশি বিলম্ব হয়েছে। পরে অন্য একজনকে কাউন্টারে বসিয়ে টিকিট দেওয়া হয়েছে।

রোগীদের প্রশ্ন, আউটডোরের টিকিট কাউন্টারে স্থায়ী কর্মী যে অসুস্থতার জন্য আসবেন না সেটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর জানা থাকা সত্ত্বেও কেন নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হল না? সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হলে মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হত না বলে অভিযোগ করেন দশদরগা থেকে আসা বাবুল রায়।

এ ব্যাপারে সিপিএমের রাজগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক রতন রায় বলেন, 'রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রোগী আছে, বেড নেই। ডাক্তাররা সময়মতো আসেন না। গরিবরা সরকারি হাসপাতালে যে সঠিক পরিষেবা পান না তার উদাহরণ বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতাল।'

উদাসীনতা

- সকাল ন'টায় আউটডোর খুললেও খোলেনি টিকিট কাউন্টার
- বন্ধ কাউন্টারের জানলার সামনে রোগী ও পরিজনদের লম্বা লাইন
- আউটডোরের চেম্বারে একেবারে সঠিক সময়েই হাজির ডাক্তারও

টুকরো খবর

শিবির

বিন্নাগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শিশু সুরক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শুক্রবার সচেতনতা শিবির হল বিন্নাগুড়িতে। এদিন সকালে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগ বিন্নাগুড়ি ১ নম্বর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিশু সুরক্ষার বিষয়ে ওই শিবির হয়। ওই সংগঠনটির কর্ণধার অভিষেক ঘোষ বলেন, 'এই সচেতনতা শিবিরে শিশু সুরক্ষা, পকসো আইন, সাইবার সচেতনতা, অপরাধ মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়েছে।'

আহত বৃদ্ধা

বানারহাট, ২৯ নভেম্বর : শুক্রবার রাতে একটি হাতির দল বানারহাটের কাঁঠালগুড়ি চা বাগান এলাকায় হানা দেয়। এই বাগানের বাসিন্দা সাবিত্রী ওরাওঁ (৮১) মুন্সি লাইন সংলগ্ন এলাকায় হাতির দলের সামনে পড়েন। ভয়ে পালাতে গিয়ে তিনি গুরুতর জখম হন। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা তাঁকে বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক পরীক্ষার পর তাঁকে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সাবিত্রীর চিকিৎসার খরচ বন দপ্তর বহন করবে বলে জানিয়েছে।

স্পিডব্রেকার

ক্রান্তি, ২৯ নভেম্বর : পথ দুর্ঘটনা রুখতে বৃহস্পতিবার থেকেই ক্রান্তি-ওদলাবাড়ি রাজ্য সড়কের বিভিন্ন জায়গায় স্পিডব্রেকার বসানো শুরু করছে পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার স্পিডব্রেকার বসানের পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ করল ক্রান্তি ট্রাফিক পুলিশ। হেলমেটহীন বাইকচালকদের সতর্ক করা, দ্রুতগতির বাইক ও পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল পুলিশ প্রশাসন।

তদন্তভার নিতে পারে এনআইএ

কমিশনের বিনিময়ে কাজ করতেন ফ্রান্সিস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ এবং প্রতিরক্ষা গবেষণা সংক্রান্ত নথি পাচারের ঘটনার তদন্তভার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ'র হাতে যেতে পারে। সেনা এবং পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-এর প্রতিনিধিদলও উত্তরবঙ্গে আসতে পারে।

পুলিশ জানিয়েছে, যে নথিপত্র এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ উদ্ধার হয়েছে সেগুলি আদৌ আসল কি না তার রিপোর্ট আসেনি। তবে, আসল হোক বা নকল, চক্র যে একটা রয়েছে সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নকল নথিপত্র এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ পাচারের চক্রও মারাত্মক হতে পারে। ধৃত ফ্রান্সিস মোটা কমিশনের বিনিময়ে এই কাজ করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের বাকিদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলছেন, 'তদন্ত চলছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।' তবে, এই ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অস্বস্তি বাড়ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। গত মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ি ব্লকের বেলগাছি চা বাগানের চার্চ লাইনে সেনা এবং পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ফ্রান্সিস এক্কাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে ডিআরডিও'র প্রচুর নথিপত্র এবং ক্যালিফোর্নিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভরা কনটেনার পেয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক, দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা শাখা এবং নিরাপত্তা এজেন্সিগুলিও নড়েচড়ে বসেছে। আপাতত ধৃতকে পাঁচদিনের রিমান্ডে নিয়ে মিরিক থানায় রেখেছে দার্জিলিং পুলিশ। সেখানেই নিয়মিত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, ঘটনার তদন্তভার এনআইএ'র হাতে দেওয়া হতে পারে। কেননা ক্যালিফোর্নিয়াম নামক রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ পরীক্ষা করা এবং ডিআরডিও'র নথিপত্র নিয়ে তদন্ত এগোনোর মতো পরিকাঠামো রাজ্য পুলিশের নেই। সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পের এক কর্তার কথায়, 'পুরো বিষয়টি দিল্লিতে জানানো হয়েছে। সেখান থেকেই পুরো ঘটনা নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তদন্তভার দেওয়ার বিষয়টিও দিল্লি ঠিক করবে।'

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বলছেন, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার ছাড়া দেশের অন্য কোথাও ক্যালিফোর্নিয়ামের মতো রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ কীভাবে সাধারণ মানুষের হাতে এল, সেটা উদ্বেগের। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী পরীক্ষা করে আসল না নকল, সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি যারা এসব করছে, তাদের সমূলে উৎখাত করতে জাতীয় স্তরের এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করা উচিত।

পুলিশের সন্দেহ, এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং ডিআরডিও নথি পাচারে দেশ-বিদেশের অনেকেই জড়িত থাকতে পারে। ধৃত ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসাবাদে সমস্ত কিছু খোলসা না করলেও তার মাঝেমধ্যে নেপাল সহ অন্য দেশে যাওয়ার ঘটনা তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। সম্ভবত এই নথি পাচারচক্রের লিংকম্যান হিসাবে কাজ করতেন তিনি। এগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিয়ে বিনিময়ে কমিশন পেতেন।

রাজবাড়িদিঘিতে পড়ে থাকা প্রতিমার কাঠামো থেকে দূষণ ছড়ানোর আশঙ্কা।

এখনও পড়ে কাঠামো

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : পুজো শেষ হয়েছে এক মাসেরও বেশি সময় হল। শহরের করলা নদীতে বিসর্জন দেওয়া প্রতিমার কাঠামো তোলা হয়েছে তখনই। অথচ হেরিটেজ তকমা পাওয়া জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘি পার্কের জলাশয়ে এখনও পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাঠামো। স্তূপাকারে পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাঠামোগুলি। এতে একদিকে যেমন রাজবাড়িরদিঘিতে প্রতিদিন স্নান করতে আসা অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন, তেমনই দূষণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। ওই দিঘিতে স্নান করতে আসা অনেকের বক্তব্য, পাড় থেকে জলাশয়ে নামলে পায়ে বিঁধছে প্রতিমার কাঠামো। সেগুলিকে দিঘির এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এখনও কেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) কাঠামো তোলেনি সেই প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। রাজবাড়িরদিঘিতে স্নান করতে আসা রাহুল ঘোষ বললেন, 'প্রতিমা বিসর্জন অনেকদিন আগে হয়েছে। এখনও কেন সেগুলো দিঘির জলে পড়ে রয়েছে। কেউ সেগুলি সাফাই করছে না। আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে, পাশাপাশি দূষণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেদিকে কারও কোনও হেলদোলই নেই।' এবিষয়ে পরিবেশপ্রেমী রাজা রাউত বলেন, 'রাজবাড়িরদিঘি শুধু আমাদের ঐতিহ্য নয়, সেটার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। এখানে প্রচুর জলজ জীব বাস করে। বাসিন্দাদের অনেকে এখানে স্নান করেন। যেহেতু এটি চারিদিক থেকে আটকানো তাই এর দূষিত জল বাইরে যেতে পারে না। বৃষ্টি এবং ভূগর্ভস্থ জল ছাড়া বিশুদ্ধ জল আসে না। তাই এখানে প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে না সরালে দূষণের পরিমাণ বাড়বে এবং জীববৈচিত্র্য ও মানুষের ক্ষতি হবে।' এখন রাজবাড়িদিঘিতে প্রতিমা বিসর্জন এবং তার কাঠামো না তোলা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শহরবাসীর বক্তব্য, বিসর্জন দিয়ে প্রতিমার কাঠামো তুলে ফেললেই দিঘির জলের কম ক্ষতি হত। এখন কয়েক মাস ধরে প্রতিমার বাঁশ ও পোয়ালের কাঠামো জলে পচে জলকে নষ্ট করছে।' অবিলম্বে প্রতিমার কাঠামো তুলে ফেলার আর্জি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এসজেডিএ'র সিইও অর্চনা পান্ধারীনাথ ওয়াংখেড়েকে ফোনে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। বিসর্জনের পরে কাঠামো তুলে নেওয়ার কথা। খোঁজখবর নিচ্ছি। দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' হেরিটেজ তকমা পাওয়া এই ধরনের সম্পত্তি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলে মনে করছেন অনেকেই। এই বিষয়ে পুরসভার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জেলার খেলা

জেলা হাইস্কুল ক্রীড়া ধূপগুড়িতে

ধূপগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার হাইস্কুলগুলির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী বছর ৪-৫ ফেব্রুয়ারি ধূপগুড়ি পুর ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা স্তরের এই প্রতিযোগিতার আয়োজনের ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার প্রাথমিক সভাও হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জেলা ক্রীড়ার সমস্ত সাব-কমিটি গঠন সহ প্রাথমিক রূপরেখা নির্ধারিত হবে বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। হাইস্কুলগুলির জেলা ক্রীড়ার কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদীপ মল্লিক বলেছেন, 'প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতাকে সফল করতে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিজয়ের ৪ শিকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার বেলাকোবা পাবলিক ক্লাব ৬ উইকেটে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি-কে। প্রথমে জেওয়াইসিসি ২৩.৩ ওভারে ১০৪ রানে অল আউট হয়। আয়ুষ দাসের অবদান ২৮ রান। বিজয় চট্টোপাধ্যায় ৩৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে বেলাকোবা ২.৩ ওভারে ৪ উইকেট খুইয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিপ্রজিৎ শূর ৩৪ রান করেন। বিশু রায় ২২ রানে নেন ২ উইকেট।

কাজ শুরু

চালসা, ২৯ নভেম্বর : তিন বছর থেকে বন্ধ থাকা পাম্পহাউসের কাজ শুরু হল শুক্রবার। চালসা সংলগ্ন মহাবাড়ি বস্তি এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)-এর পাম্পহাউসে কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাবাসী খুশি। বৃহস্পতিবার এলাকার জনগণ কাজ শুরুর দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হন। এরপরই নড়েচড়ে বসে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। বৃহস্পতিবার বিকেলেই সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা ওই এলাকায় যান। শুক্রবার সকাল থেকেই অর্ধসমাপ্ত ওই পাম্পহাউসের কাজ শুরু হয়।

ক্রান্তি হাটের নালা সংস্কারের দাবি

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২৯ নভেম্বর : শীত পড়লেও মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেনি। এই অবস্থায় ক্রান্তি বাজার লাগোয়া হাটের নিকাশিনালার আবর্জনায় অতিষ্ঠ বাসিন্দারা। একদিকে দুর্গন্ধ, অন্যদিকে মশামাছির উৎপাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত স্থানীয়দের।

বাসিন্দা রাজু দেবনাথ ক্ষোভ উগরে বলেন, 'এমনিতেই চারদিকে মশাবাহিত রোগের উৎপাত। তার ওপর ক্রান্তি হাটের আবর্জনায় গোটা এলাকা দূষিত হচ্ছে। নিকাশিনালা আবর্জনা দিয়ে ভরাট হয়ে রয়েছে। শৌচাগার না থাকায় যত্রতত্র প্রস্রাবের গন্ধে থাকা যায় না। সাফাইকর্মী দিয়ে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন আবর্জনা পরিষ্কার করা গেলেও এই যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতাম আমরা।'

হাট চত্বর নিয়মিত পরিষ্কার করার দাবিতে সরব ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দারা। যদিও ক্রান্তি পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডু সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্রান্তি হাটের বেহাল নিকাশিনালা।

প্রতি মঙ্গলবার ক্রান্তিতে সাপ্তাহিক হাট বসে। এর পাশাপাশি দৈনিক বাজার বসে। শুধু ক্রান্তিই নয়, চ্যাংমারি, রাজাডাঙ্গা, চাঁপাডাঙ্গা পঞ্চায়েত এলাকার লোকজন সাপ্তাহিক এই হাটের উপর নির্ভরশীল। হাটে নিকাশির কোনও ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় হাট চত্বরে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়ায়। হাটের দিন কয়েকশো ব্যবসায়ী পসরা নিয়ে আসেন। কয়েক হাজার ক্রেতার ভিড়ে গমগম করে গোটা এলাকা। কিন্তু হাট লাগোয়া নালাগুলোর অপরিচ্ছন্নতা ও নিকাশিনালার বেহাল দশা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাট লাগোয়া এলাকায় বাড়ি দীপঙ্কর সাহার। তাঁর কথায়, মশামাছির উৎপাতে ঘরে টেকাই দায়। দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখতে হয়। তাঁর কথায় সায় জানান ক্রান্তি হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মধুসূদন বণিকও। তাঁর বক্তব্য, ক্রান্তির সব নিকাশিনালার চরম দুরবস্থা। পরিষ্কারের কোনও বালাই নেই। ব্যবসা করা যায় না। আবর্জনায় ভরে রয়েছে গোটা এলাকা। তাছাড়া এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প না থাকায় প্রশাসনের তরফে আবর্জনা নিষ্কাশনও অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

নিকাশিনালা নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে জানালেন ক্রান্তি স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কিশোর বিশ্বাস। তবে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বললেন, 'আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছি। এর জন্য জায়গাও চিহ্নিত করা হয়েছে।' হাট চত্বর নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে তাঁরা সচেষ্ট বলে তিনি জানান।

বৈঠকে কাটল না জমিজট

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিএসএফের সড়ক নির্মাণ নিয়ে জট যেন কাটছেই না। শুক্রবার জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও বিএসএফকে নিয়ে বৈঠকে বসলেও কোনও রফাসূত্র বের হয়নি। বিডিও আগামী সপ্তাহে দক্ষিণ বেরুবাড়িতে ফের একটি সভা ডেকেছেন। সেখানে বিএসএফ ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি গ্রামবাসীরাও উপস্থিত থাকবেন। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি সদর বিডিও বলেন, 'দুই পক্ষের বক্তব্য শুনলাম। আমরা সকলকে সঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিস্থিতির সমাধান চাই। এদিন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

বিএসএফের ১৫ ও ৯৩ নম্বর ব্যাট্যালিয়নের আধিকারিক, দক্ষিণ বেরুবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারী ও উপপ্রধান অন্নকান্ত দাস এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'আমরা গ্রামবাসীদের ক্ষোভের কথা বিডিওকে জানিয়েছি। ১০০ ফুট করে জমি নিলে এলাকাবাসী ২ হাজার কৃষিজমি হারাবেন। তাই গ্রামবাসীরা যা বলবেন সেই দিকটাও ভেবে দেখতে হবে।'

বেরুবাড়ি সীমানা চিহ্নিত করতে পিলার বসেছে। -ফাইল চিত্র

অপরদিকে বৈঠকে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্তে সড়ক নির্মাণে ১০০ ফুট করে জমি নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সেই নির্দেশমতো এলাকাবাসীর জমি ছেড়ে দেওয়া উচিত।

দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে সীমান্ত সড়ক নির্মাণের কাজে বিএসএফকে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সাহায্য করছে। বিএসএফের ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়ন নলজোয়াপাড়া, ধরধরাপাড়া, চোঁচপাড়ায় ৫০ ফুট করে জমি চিহ্নিত করেছে। সেখানে ৫০ ফুট করে জমি চিহ্নিত করা হলেও বিএসএফের ১৫ নম্বর ব্যাট্যালিয়ন সাঁওতালপাড়া, অধিকারীপাড়া, পাঠানপাড়া, নতুনবস্তি এলাকায় ১০০ ফুট করে জমি চিহ্নিত করে। ওই এলাকার বাসিন্দারা বিএসএফের চিহ্নিত করা জমি নিয়ে আপত্তি জানান। একই পঞ্চায়েত এলাকায় আলাদা আলাদা কেন জমি নেওয়া হবে তা নিয়ে প্রশ্নও তোলেন। স্থানীয়রা গণস্বাক্ষর সংবলিত চিঠি পঞ্চায়েত প্রধানকে দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সদর বিডিওকে সেকথা জানান। তার ভিত্তিতেই বিডিও এদিন নিজের অফিসে বৈঠক ডাকেন।

গ্রামবাসীদের দাবি, তাঁরা ১০০ ফুট করে জমি দিতে রাজি নন। অন্য এলাকার মতো তাঁদের এলাকাতেও স্কুল, সরকারি প্রকল্প, অঙ্গনওয়াড়ি বাঁচিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা উচিত। ৫০ ফুট করে জমি নিলে দিতে ইচ্ছুক। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কম হবে।

দক্ষিণ বেরুবাড়ির পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অন্নকান্ত দাস জানান, যে গ্রামগুলিতে ১০০ ফুট করে জমি চিহ্নিত করেছে বিএসএফ সেখানে আবাদি জমি ছাড়াও সরকারি সেচ প্রকল্প, সোলার পাম্প দিয়ে সেচের জল তোলার প্রকল্প অনেক কিছুই কাঁটাতারের ওপারে চলে যাবে। দক্ষিণ বেরুবাড়িতেই কয়েকটি এলাকায় যেহেতু বিএসএফ ঘরবাড়ি, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বাঁচিয়ে পিলার বসিয়েছে, তাই বাকি এলাকাগুলির ক্ষেত্রে একই পদক্ষেপ করা উচিত।

সমস্যা যেখানে

- দক্ষিণ বেরুবাড়ি এলাকায় সীমান্ত সড়ক নির্মাণ নিয়ে সমস্যা
- বিডিও অফিসে বিএসএফের সঙ্গে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বৈঠক হয়
- গ্রামবাসীদের সমস্যা তুলে ধরেন প্রধান ও উপপ্রধান
- বিডিও আগামী সপ্তাহে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক ডেকেছেন

পরিকাঠামোর গেরোয় পঞ্চম শ্রেণির আপগ্রেডেশন

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৯ নভেম্বর : শিক্ষা দপ্তর মাল সার্কেলের ৩৬টি প্রাথমিক স্কুলকে সার্ভের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী স্কুলগুলো পঞ্চম শ্রেণিতে উন্নীত হলেও, বেশিরভাগ স্কুলেই নেই উপযুক্ত পরিকাঠামো। যথেষ্ট ক্লাসঘরের অভাব রয়েছে। ভবনের অবস্থাও শোচনীয়। সর্বোপরি শিক্ষক নেই। ডিআই জলপাইগুড়ি শ্যামল রায়ের কথায়, 'বেশিরভাগ স্কুলেই এই সমস্যা নেই। থাকলেও পরিকাঠামো স্বাভাবিক করেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এসআই-এর কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়েই পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিছু স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যাও কম। যাদের পরিকাঠামো সমস্যা আছে তাদের সার্ভিস ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট (এসিআর) দেওয়া হবে। সেখানে তারা সমস্যা জানাতে পারে। সেই সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তবে ডিআই-এর কথা মানতে নারাজ শিক্ষক সংগঠনগুলো। এবিপিটিএ'র সার্কেল সম্পাদক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আগে পরিকাঠামো তৈরি করা হোক। শিক্ষক নিয়োগ হোক। বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে যেসমস্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা ট্রান্সফার নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন নিজের জেলায়। সেক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে ভ্যাকেন্সি।'

মাল সার্কেলে প্রধান শিক্ষকের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ১৪৮টি। যে সকল স্কুলে চার থেকে পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন, নিয়োগের পর সেই সংখ্যা কমার সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন শিক্ষক সমিতি। এদিকে, প্রি-প্রাইমারি থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছ'টি ক্লাস রয়েছে। একজন শিক্ষকের পক্ষে একা হাতে তা পরিচালনা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে পঠনপাঠনের গুণমানেও তার প্রভাব পড়বে। তাই আগে শিক্ষক নিয়োগ করে তারপর ক্লাস সংক্রান্ত বিষয়টি দেখা হোক বলে তাদের দাবি।

পরিকাঠামো তৈরি না করেই পঞ্চম শ্রেণিতে আপগ্রেড করা হলে স্কুলগুলি চরম বিপদে পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিজেপি শিক্ষক সংগঠনের নবীন সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'একদিকে তো বসার জায়গা নেই। তার ওপর পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনার জন্য স্কুলে যে ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন, তার কোনওটাই নেই প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বহু আবেদনেও ফল মেলেনি।'

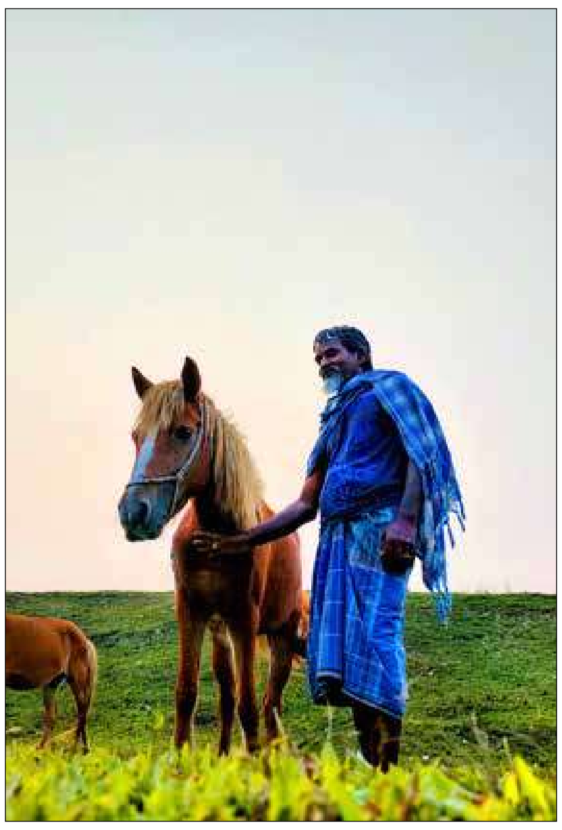

বন্ধু চল।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন মণীশ দত্ত।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

টাওয়ারের যন্ত্রাংশ চুরিতে ধৃত ১

রাজগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : মোবাইল টাওয়ারের যন্ত্রাংশ চুরি করতে এসে শুক্রবার সকালে হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর। ঘটনাটি ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকার।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকায় কিছুদিন আগে মোবাইল টাওয়ারের সামগ্রী চুরি যাওয়ায় টাওয়ারটি বন্ধ ছিল। ওই টাওয়ারের জমির মালিক আজিমউদ্দিন মহম্মদ বলেন, 'অবাক করা বিষয়! ধৃত তরুণ কয়েকদিন ধরে টাওয়ারের পাশে বিছানাপত্র নিয়ে শুয়ে থাকত। আমার ভাইপোরা তাকে ভবঘুরেই ভেবেছিল। শুক্রবার সকালে টাওয়ারের কাছে গিয়ে দেখি সে টাওয়ারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খুলছে। তাকে হাতেনাতে ধরে প্রতিবেশীদের ডাকি।' তাঁর আরও সংযোজন, বিষয়টি বিএসএনএল কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে। তিনি নিউ জলপাইগুড়ি থানাতে জানিয়েছেন। গ্রামবাসীদের জেরায় ওই তরুণ জানায়, তার নাম ঋষিকেশ বিশ্বাস। সে বীরভূমের রামপুরহাটের বাসিন্দা।

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

সমবায় কৃষির বোর্ড তৃণমূলের

বেলাকোবা, ২৯ নভেম্বর : বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের সারিয়াম কালীবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বোর্ড ফের দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন নয় সদস্যর মধ্যে ভোটাভুটির মাধ্যমে চেয়ারম্যান পদে বিকাশ রায় নির্বাচিত হয়েছেন। ভাইস চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি হয়েছেন যথাক্রমে মিন্টু বর্মন এবং সুরেশ রায়। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত হন ভবতারণ ঝা।

১৭ নভেম্বর সমবায় সমিতির নয়টি সদস্যপদের নির্বাচন হয়। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের মিন্টু বর্মন, সুরেশ রায়, ভবতারণ ঝা এবং ঝর্ণা রায় জেতেন। বিজেপির হয়ে জেতেন গোপাল রায়, ধ্রুবরঞ্জন রায় এবং শ্যামলী রায় প্রধান। এবং দুই নির্দল প্রার্থী বিকাশ রায় এবং পাষাণ সরকার জয়ী হন।

ভোটের ফলাফলে কোনও দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ পায়নি। পরে বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের হাত ধরে দুই নির্দল প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেন। ছয়জন সদস্য তাদের পক্ষে থাকায় বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকে না। আলোচনা করে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হয়েছেন পাষাণ সরকার। তৃণমূল কংগ্রেসের বেলাকোবা অঞ্চল সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'মা-মাটি-মানুষের দল তৃণমূল ফের বোর্ড গঠন করেছে। আগামীতে এলাকার মানুষদের জন্য এই বোর্ড কাজ করবে।'

তামাকজাত সামগ্রী বিক্রি বন্ধে উদ্যোগী ব্লক স্বাস্থ্যকর্তা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : এবার জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া এবং সদর ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে তামাকজাত সামগ্রীর বিক্রি বন্ধে প্রচারাভিযানে নামতে চলেছে ব্লক স্বাস্থ্য প্রশাসন। পঞ্চায়েত এলাকার স্কুল-কলেজ বা যে কোনও প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত সিগারেট, জর্দা, গুটখা কিংবা বিড়ি বিক্রি করলেই জরিমানা করা হবে। যাঁরা সেখানে করবেন, তাঁদেরও ২০০ টাকা করে জরিমানা করা হবে বলে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রীতম বসু জানিয়েছেন।

সদর বিডিও অফিসে তামাকমুক্ত করা নিয়ে বৈঠক। শুক্রবার।

শুক্রবার বিএমওএইচের সঙ্গে এ বিষয়ে সদর বিডিও অফিসে ব্লকের ১৪টি পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় এবং বিডিও মিহির কর্মকার বৈঠক করেন। বিএমওএইচ বললেন, 'তামাকযুক্ত নয় এমন সামগ্রী ওই দোকানে বিক্রি করলে কিছুই করা হবে না। কিন্তু তামাকযুক্ত সামগ্রী বিক্রি করলে বা কারও সঙ্গে সেসব পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় জানান, ১৮ বছরের নীচে ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়াদের তামাকজাত সামগ্রী বিক্রি করা যাবে না। তাহলে জরিমানা করবে স্বাস্থ্য দপ্তর। বললেন, 'পঞ্চায়েতগুলিতে আমরা প্রথম এক সপ্তাহ প্রচার চালাব। মানুষকে তামাকমুক্ত এলাকার বিষয়ে বোঝানো হবে। তারপরও কেউ তামাকমুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে উদ্যোগী না হয় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।' সমস্ত পঞ্চায়েতে ব্যানার, প্রচারপত্র, পোস্টার বিলি করা হয়েছে এলাকায় প্রচার করার জন্য।

দোমোহনিতে চলছে রেলের জমিতে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ। শুক্রবার।

জমিতে সীমানা প্রাচীর রেলের

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : কোথাও রেলের জমি দখল করে চলছে চাষাবাদ। আবার কোথাও একেবারে বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। দিনের পর দিন এভাবে জবরদখল হচ্ছে রেলের জমি। এই যেমন দোমোহনিতে ৪০০ একর জমি রয়েছে। যার বেশিরভাগই এখন অন্যের দখলে।

এই পরিস্থিতিতে জমি পুনরুদ্ধারে নামল রেল। সেই সমস্ত জমি চিহ্নিত করে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার কথায়, 'সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে এলাকায় গোটা রেলের জমিতেই সীমানা প্রাচীর দেওয়া হবে।'

ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার ছিল দোমোহনি। ফলে সেখানে বহু জমি রয়েছে রেলের। তবে সেখানে এখন রেলের বহু পরিত্যক্ত কোয়ার্টার দখল হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই রেলের পরিত্যক্ত জমিগুলোকে পুনরুদ্ধার করে সরকারি উন্নয়নমূলক কাজে লাগানোর দাবি উঠে আসছে। অবশেষে রেল দপ্তরের তরফে ওই জমি চিহ্নিত করে প্রাচীর দেওয়া শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, 'রেলের এই জমি বহু উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যেতে পারে। রেলের সঙ্গে বারংবার এই বিষয়ে যোগাযোগ করেছিলাম যাতে জমি চিহ্নিত করা হয়। অবশেষে শুরু হয়েছে সেই কাজ। আগামীতে সেখানে কী উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় সেই পরিকল্পনা চলছে।'

দীর্ঘদিন ধরেই রেলের পরিত্যক্ত ওই জমিতে এইমস কিংবা রেলের ওয়ার্কশপ তৈরির দাবি উঠছে।

রেল ওই দাবি মেনে আগামীতে এলাকায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করবে বলে আশাবাদী ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত।তাঁর কথায়, 'এত বেশি সরকারি জায়গা অব্যবহৃত অবস্থায় উত্তরবঙ্গের আর কোথাও পড়ে নেই। এখানে বহু জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। আমরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে রেলের আধিকারিকদের ডেপুটেশন, পোস্টারিং করেছিলাম। অবশেষে রেল দপ্তর জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করেছে। আশা করছি ভবিষ্যতে আমাদের দাবি পূরণ হবে।'

কাজ শুরু

- ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার ছিল দোমোহনি
- তবে সেখানে এখন রেলের বহু পরিত্যক্ত কোয়ার্টার দখল হয়ে গিয়েছে
- এবার সেসব জমি চিহ্নিত করে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ শুরু করেছে রেল

স্কুলে ভরসা এক শিক্ষিকা

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৯ নভেম্বর : সাধারণ মানুষের দাবি মেনে ২০১০ সালে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল দুরামারি গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুল। মাত্র একজন সহকারী শিক্ষিকা দিয়ে চললেও এক সময় ২০০ ছাত্রীর গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল এই স্কুলটি। তবে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষিকা এবং নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে বর্তমানে স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা মাত্র ২৬। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্কুলটি কার্যত বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। স্কুলের চারদিকে কোনও পাঁচিল নেই। ফলে নিরাপত্তা ছাড়াই চলছে ছাত্রীদের পড়াশোনা। পাশেই রয়েছে এলাকার বাজার। বাজারের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে স্কুল চত্বরেই। প্রত্যেক রাতে সেখানে চলছে অবাধ মদ্যপানের আসর। সকালে স্কুল চত্বরে মদের বোতল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। স্কুলের চারদিকে একটি পাঁচিল তৈরির দাবি জোরালো হয়েছে।

বানারহাট ব্লকে এছাড়াও শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুরামারি চন্দ্রকান্ত উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। পরে ছাত্রীদের জন্য দুরামারি গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলটি তৈরি করা হয়। বর্তমানে স্কুলে একমাত্র সহকারী শিক্ষিকা রিনা সিং। তিনিই টিচার ইনচার্জের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এছাড়া আছেন একজন করণিক ও একজন আইসিটি ইনস্ট্রাক্টর। ফলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রীদের ক্লাসে পড়ানোর দায়িত্ব একজনেরই। রিনা বলেন, 'স্কুলের চারদিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমি বিষয়টি উপরমহলে জানিয়েছি।'

ধূপগুড়ি পশ্চিম মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজদীপ সরকারের কথায়, 'স্কুলে প্রাচীর না থাকা এবং ছাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ার সমস্যাগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

> স্কুলের চারদিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
>
> **রিনা সিং,** *সহকারী শিক্ষিকা*

কাজ শুরু

চালসা, ২৯ নভেম্বর : অবশেষে গরুমারা অভয়ারণ্য লাগোয়া দক্ষিণ ধূপঝোরার ডাউয়াতলির বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। এলাকার যাতায়াতের প্রধান রাস্তার কাজের সূচনা হল শুক্রবার। ফিতে কেটে এদিন রাস্তার কাজের সূচনায় ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকী, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিটেন রায় সহ অন্যরা। মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের তরফে পঞ্চদশ অর্থবার্ষিকী প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৫ মিটার কংক্রিটের ওই রাস্তার কাজ করা হবে। এতদিন রাস্তাটি কাঁচা হওয়ায় এলাকাবাসীকে সমস্যায় পড়তে হত। এবার সেই ভোগান্তি মিটবে বলে স্থানীয়দের আশা।

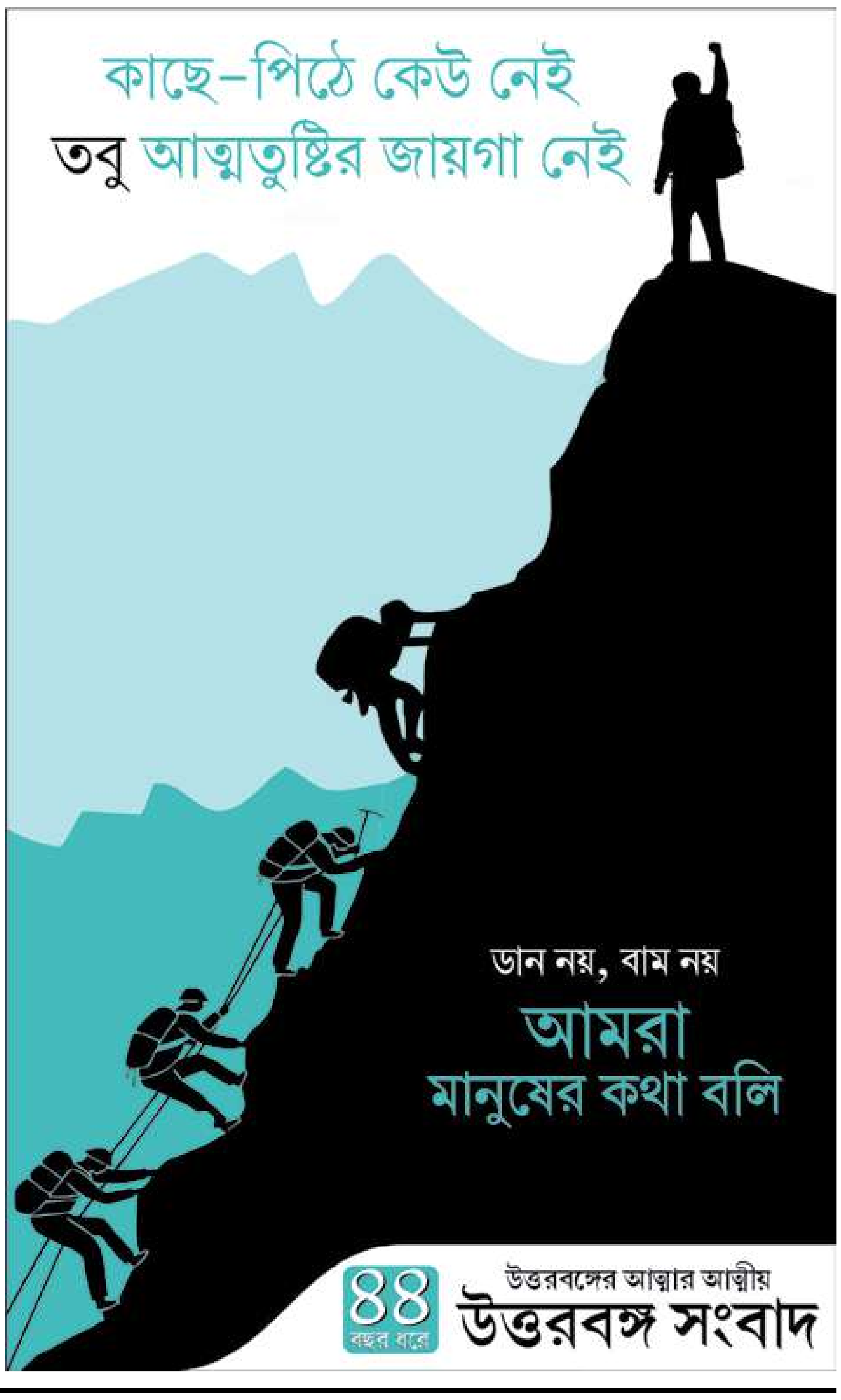

জরদা থেকে হারাচ্ছে নদীয়ালি মাছ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বাজারে নেই নদীয়ালি মাছ। এক সময় ময়নাগুড়িতে বেশ কয়েকটি নদীতে 'ডাক' হত। ১০ বছর ধরে নদীয়ালি মাছের পাইকারি বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মৎস্যজীবীরা সেই সমস্ত জলাশয়ের মাছ শিকার করতেন। সেটাই বাজারে বিক্রি হত। তবে সেসব এখন অতীত। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'আমরা নদী এবং জলাশয়গুলিতে ফের যাতে অকশন করা যায় সেবিষয়ে চিন্তাভাবনা করছি।' পাশাপাশি অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হতে বসেছে। মৎস্য আধিকারিক এবং মৎস্য বিজ্ঞানীরা জানান, নদীর জল দূষিত হওয়া, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এবং মৎস্য শিকারের পদ্ধতিগত কারণে এমনটা হয়েছে। জলপাইগুড়ি কৃষিবিজ্ঞান (রামশাই) কেন্দ্রের মৎস্য বিজ্ঞানী ইন্দ্রনীল ঘোষের কথায়, 'জল দূষণের ফলে মাছের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ও মাছ শিকারের পদ্ধতিগত ত্রুটিজনিত কারণ তো আছেই। আরও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।'

ময়নাগুড়ি শহরের জরদা নদীতে দূষণ।

একসময় ময়নাগুড়ি বাজারের চাহিদা মেটাত জরদা, ধরলা, শৌলি, কয়া, বাগজান, কলাখাওয়া নদীর সুস্বাদু মাছ। এছাড়া কালুয়াডাঙ্গি এবং সানিয়াজান ঝিল থেকে ভালো পরিমাণ মাছ বাজারে আসত। পাইকারি বাজারে ডাক হওয়ার পর এখান থেকে ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাজারে সেগুলি চলে যেত। এখন এই সমস্ত জলাশয়ে মাছ নেই বললেই চলে। মৎস্যজীবী দিলীপ দাস বলেন, 'এখন নদী ও জলাশয়গুলিতে মাছ শিকার করে সংসার খরচ জোগানো সহজ নয়। তাই পেশা বদলে টোটো কিনেছি। ছেলে পরিযায়ী শ্রমিক।'

অনেক ধরনের নদীয়ালি মাছ এখন বাজারে পাওয়া যায় না বললেই চলে। যেমন পুঁটি, ট্যাংরা, চাঁদা, খলসে, খোকসা ও ঘোরপয়া, গচি, বাম প্রভৃতি। পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী ইন্দ্রজিৎ শর্মার কথায়, 'এখন মাছ পাওয়া যায় না। ফলে ডাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুশীল দাস জানান, নদীয়ালি মাছ এখন প্রায় নেই। ফলে অসংখ্য মৎস্যজীবী যাঁরা মাছ শিকার করে সংসার প্রতিপালন করতেন তাঁরা এই পেশা থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। ময়নাগুড়ি ব্লক ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার বিপ্লব সাহার বক্তব্য, 'বিভিন্ন কারণে নদীয়ালি মাছ কমেছে। সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ করছি।'

> জল দূষণের ফলে মাছের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ও মাছ শিকারের পদ্ধতিগত ত্রুটিজনিত কারণ তো আছেই। আরও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।
>
> **ইন্দ্রনীল ঘোষ** মৎস্য বিজ্ঞানী

শনিবার, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩০ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯১ সংখ্যা

আইন ও সচেতনতা

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, এক্স হ্যান্ডেলের মতো জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যমগুলিতে এখন আট থেকে আশি প্রায় সকলেই বুঁদ থাকে। দরকার থাকুক বা না থাকুক, ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে সর্বত্র মানুষ মুঠোফোনেই মজে থাকেন। বড়দের দেখাদেখি স্কুল পড়ুয়া, এমনকি বাচ্চারাও সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ সময় থাকছে। করোনাকালে বহু স্কুলে অনলাইনে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল। তার জেরে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর তালিকায় হুহু করে ঢুকে পড়ে স্কুল পড়ুয়ারা। যাতে তাদের জন্য নয়, এমন জিনিসও শিশুদের হাতের নাগালে চলে আসে। তাতে বিপত্তি বাড়ে।

হাতে স্মার্টফোন তুলে দিয়ে বাচ্চাদের শান্ত রাখার অভ্যাস এখন অধিকাংশ বাবা-মায়ের। অনলাইনে ক্লাসের সুযোগে এবং সামাজিক মাধ্যম সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়া সরকারের পদক্ষেপ দৃষ্টান্তমূলক তো বটেই, নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। সেদেশে ১৬ বছরের কমবয়সিদের জন্য যাবতীয় সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নইলে জরিমানা।

অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই সোশ্যাল মিডিয়া মিনিমাম এজ বিল পাশ হওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কারও মতে, শৈশব যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য সরকার সঠিক পদক্ষেপ করেছে। আবার কারও মতে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে কিশোর-কিশোরীরা অন্তর্জালের অন্ধকার দিকের কবলে পড়তে পারে। ভালোমন্দ দুইই হতে পারে। কিন্তু সবকিছুর একটা শুরু দরকার। অস্ট্রেলিয়া সরকার সেই সূচনাটা করেছে।

ফ্রান্স ও আমেরিকার কয়েকটি প্রদেশে শিশু-কিশোরদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার অভিভাবকদের অনুমতি সাপেক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার ধর তক্তা মার পেরেক গোছের পদক্ষেপে অবশ্য সামাজিক মাধ্যম সংস্থাগুলি বেশ চটেছে। সরকার অবশ্য অনড়। সরকার জানিয়ে দিয়েছে, শৈশব কেড়ে নেওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ভারতে এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি। এমনিতেই শিশুদের ওপর নানাবিধ কারণে মানসিক চাপ বাড়ছে। পড়াশোনায় ভালো হওয়ার চাপ, সবকিছুতে প্রথম হওয়ার জন্য বাড়ি ও স্কুলের চাপ ইত্যাদি। পাশাপাশি রয়েছে নানা পারিবারিক সমস্যা। বাবা-মায়ের দ্বন্দ্বের বহুক্ষেত্রে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন প্রলোভনের জগতে কার্যত না জেনেবুঝে পা দিয়ে ফেলে।

ইদানীং সামাজিক মাধ্যমগুলিতে রিল বানিয়ে ঝটিতি জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রবণতা বাড়ছে। বড়দের পাশাপাশি বহু কিশোর-কিশোরীর রিল তৈরির ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এতে তাদের পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তাদের স্বাভাবিক সৃজনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিশুমন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ এবং সংবেদনশীল। বাড়ির বড়দের অনেক কাজকর্ম, কথাবার্তায় সেই মন ক্ষতবিক্ষত হয়। সেই সময় টেনে আদর করে বুঝিয়ে শান্ত করা গেলে শিশুরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং তাদের মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে।

বড়রা অনেক সময় এই কাজগুলি করতে ভুলে যান। শিশুদের নিজস্ব জগতে অজস্র চরিত্র থাকে। যাদের কেউ ভালো, কেউ মন্দ। গল্পকথা এবং টেলিভিশনের কার্টুন চরিত্রগুলি তাদের মনের অত্যন্ত কাছের। শিশুদের সেই নিজেদের জগতে থাকতে দেওয়া উচিত। পড়াশোনা, খেলাধুলো, সৃষ্টিশীল কাজকর্মের মধ্যে তাদের নিজেদের মতো করে বড় হতে দেওয়া উচিত। জোর করে বড় করতে যাওয়া সঠিক নয়। শিশু-কিশোরদের সামাজিক মাধ্যম থেকে দূরে রাখার আগে বড়দেরও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সচেতন এবং সতর্কতা অবলম্বন উচিত।

বড়রা যা করে ছোটরা তাই দেখে শেখে। বড়রা সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সংযত হলে ছোটদের জন্য সরকারের আলাদা করে বিল পাশ করার দরকার হবে না।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শান্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

এক আত্মহত্যা ও আমিষ বনাম নিরামিষ

প্রেমিক তাঁকে আমিষ খেতে বাধা দেওয়ায় আত্মঘাতী মুম্বইয়ের তরুণী। দেশজুড়ে ভেজ, নন ভেজ খাবার নিয়ে অন্য যুদ্ধ।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন পেয়ে আনন্দে ভাসছেন। গিয়ে দেখলেন, সব খাবারই নিরামিষ। আপনি আপনার সঙ্গীদের দিকে বিস্ময়ের ইশারা করলেন। তাঁরাও আপনার দিকে তাকালেন করুণ চোখে। শেষে নিরামিষ খেতে হবে?

আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল এক লহমায়। এমন ঘটনা তো কতবার হয়েছে!

আর একদিন নিমন্ত্রণের কার্ড এসেছে। সেটা দেখে আগেই বোঝা গেল, ভোজে সব খাবার নিরামিষ। কোনও অজুহাতে আপনি যাওয়া বাতিল করে দিলেন। ধুর, বিয়েবাড়িতে নিরামিষ কে খায়?

এমন ঘটনারও নিশ্চয়ই বাংলার মানুষ সাক্ষী।

নিরামিষ বনাম আমিষের লড়াই দীর্ঘদিনের। জনপ্রিয়তায় অনেক পিছিয়ে থাকা নিরামিষ ইদানীং আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে ধর্ম এবং ভক্তিরসের হাত ধরে। কখনও স্বাস্থ্যচর্চার হাত ধরে।

এমন বাস্তবের মাঝে মুম্বইয়ের একটা খবর আমূল নাড়িয়ে গেল।

মুম্বইয়ের আন্ধেরির এক ফ্ল্যাটে অতি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে বছর পঁচিশের সৃষ্টি তুলির মৃতদেহ। সৃষ্টি ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট। তাঁর বাড়ির লোকের অভিযোগ চাঞ্চল্যকর। তাঁর বয়ফ্রেন্ড আদিত্য পণ্ডিত মেয়েটিকে আমিষ খাবার খেতে দিত না। আপত্তি করত, গালাগাল থেকে মারপিট। অন্য অত্যাচার তো ছিলই। মেয়েটি অনেকদিন সহ্য করেছে। শেষপর্যন্ত রাগ ও অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন। তরুণীর কাকার দাবি, ভেজ না খাওয়াটাই রোষের অন্যতম কারণ।

আমরা কোথায় চলেছি অসহিষ্ণুতার সঙ্গী হয়ে? এই প্রশ্ন তাড়িয়ে নিয়ে যায় বারবার।

মর্মান্তিক ঘটনাটা উত্তর ভারতের কোনও গ্রামে হলে তবু কথা ছিল। ঘটনা মুম্বইয়ের-দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর। মেয়েটিও পাইলট, উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাঁকে এভাবে অকালে চলে যেতে হল?

এমনিতে মঙ্গল বা শনি-সপ্তাহে একদিন নিরামিষ খাওয়ার চল বাংলার প্রচুর ঘরে। এর কারণটা কী? অধিকাংশই কোনও ডাক্তারের নিদানের কথা বলবেন। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিছনে কাজ করে বিশেষ কোনও ধর্মীয় কারণ। এঁরা বুঝতে পারেন না, আত্মীয়স্বজনের কত সমস্যায় ফেলা হয়। মঙ্গল বা শনিতে আপনি কারও বাড়িতে গিয়ে শুনলেন, সেখানে আজকে মাছ, মাংসই আছে। সেরা সমাধান হতে পারত সেদিন আমিষ খেয়ে অন্যদিন নিরামিষ খেয়ে নেওয়া। অনেকে সেটা করে ফেলেনও। অনেকে আবার এতটাই গোঁড়া, আমিষ খাবেনই না। আত্মীয়দের যত অসুবিধে হয় হোক।

বাংলার বাইরে অনেকের আরও অন্যরকম সমস্যা।

আমেরিকা প্রবাসী এক অধ্যাপক বন্ধুর অভিজ্ঞতা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। ওখানে অন্য রাজ্যের অনেকে যখন শুনেছেন, বাঙালিরা মাছ-মাংস সব খায়, তখন প্রথম প্রশ্ন ওঠে, আপনি কি বাংলাদেশের? অথবা, আপনি কি মুসলমান? দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের প্রচুর লোকে আজও বাংলাদেশের বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির ফারাক বোঝেন না। এবং আমিষ-নিরামিষ দিয়ে বিচার করেন, কে হিন্দু, কে মুসলমান। তাঁদের কাছে আমিষাশী মানেই শুধু মুসলমান।

মুম্বইয়ের সেই আত্মঘাতী পাইলটের প্রেমিক হয়তো সে দলেই পড়েন।

এই আমিষ-নিরামিষের যুদ্ধ বড় ভয়ংকর। ভারতে বাংলার বাইরের ছবি অনেকটা অচেনা। আপনি যদি হিন্দি টিভি সিরিয়ালের ভক্ত হন, তা হলে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন এতদিনে। প্রগতিশীলতা সেখানে একেবারে লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র। খাবার আসলে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় যুদ্ধের অস্ত্রের ঝনঝনানি।

এই যে আম্বানিদের সব চ্যানেলে ঝাঁ চকচক হিন্দি সিরিয়ালে অনেক দৃশ্য দেখেন বিয়েবাড়ি, উৎসব বাড়ির-সেখানে ভুলেও কাউকে মাছ-মাংস খেতে দেখবেন না। হিন্দি সিরিয়ালে নন ভেজ খাবারের 'নো এন্ট্রি'। কোনওমতেই দেখানো যাবে না, খাবার টেবিলে কেউ মাছ-মাংস খাচ্ছেন। চ্যানেলের কর্তাদের বিশ্বাস, দেশের বহু রাজ্যে মানুষ নিরামিষাশী। এই দর্শকরা কিছুতেই মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া দেখতে নারাজ। নন ভেজ ফুড এতটাই অপছন্দের তাঁদের, সিরিয়াল দেখা বন্ধ করে দেবেন। মার খাবে টিআরপি। অতএব সহজ ফর্মুলা, সব দৃশ্যে নন ভেজকে নো এন্ট্রি করে দাও।

আম্বানিদের এখানে ভুল বুঝবেন না। ওঁরা বড় দুটি চ্যানেল কিনে নেওয়ার অনেক আগেই এই নিয়ম চলছে টিভি সিরিয়ালের সংসারে।

তবে যে বাংলার টিভি সিরিয়ালে আবার সেই সমস্যা নেই। এখানে মাছ-মাংস খাওয়ার দৃশ্য দেখানো যায় স্বচ্ছন্দে। এদিক দিয়ে বাঙালিরা অনেক উদার। তবে এখানেও হিন্দি সিরিয়ালের মতো হিন্দু-মুসলিমের প্রেম দেখানোয় বেসরকারি নিষেধাজ্ঞা বহাল।

এই হাস্যকর তর্কের ধারে এসে কথা বলা যায়। সংকট এবং সংঘাত, দুটোই হাজির এখানে। অনেক বাঙালি যেমন রাতারাতি মাছ-ভাত ছেড়ে নিরামিষে চলে যাচ্ছেন, অনেক মাড়োয়ারি-বিহারি-দক্ষিণ ভারতীয় মাছ-মাংসে নতুন করে আকৃষ্ট হচ্ছেন। বাংলার বহু শহরেই এমন দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে অনেক অবাঙালি বাড়ির বাইরে লুকিয়ে আমিষ খেতে রোজ হানা দিচ্ছেন পরিচিত রেস্তোরাঁয়। বিশ্বজনীন ব্র্যান্ড ম্যাকডোনাল্ডস-কেএফসি-পিৎজা হাটের জন্য আকুলতা বড় ভূমিকা নিয়েছে এমন পরিবর্তন আনার ব্যাপারে।

উলটো ছবিও আছে। যেমন অন্যতম ট্রেন্ড আবার ভেজ রেস্তোরাঁর সংখ্যা বৃদ্ধি। মালদা থেকে শিলিগুড়ি অনেক জায়গায় এমন বেকারি পাবেন, যেখানে নন ভেজের একেবারে নো এন্ট্রি। মাংসের প্যাটিস, মাছের রোল--কিছুতেই পাবেন না। কারণটা কী? মালিকদের কাছে প্রশ্ন করলে উত্তর আসে, 'আমাদের বেশি কাস্টমার অবাঙালি। তাঁদের নন ভেজের ছোঁয়া পর্যন্ত পছন্দ নয়। তাই নন ভেজ রাখা হয় না দোকানে।'

কথা শুনে মনে হবে, আমরা কি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি? বহু আগে ঠাকুমা, দিদিমার আমলে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার ছিল রান্নাঘরে। সে সব দিনই আবার ফিরে এল নাকি? পরে মনে হবে, দেশের শাসকদল যেভাবে ধর্মের রথে বেরিয়ে পড়ে রামের জয়ধ্বনি দিয়ে, সেখানে ভেজ ফুড প্রেম অনিবার্য ভক্তকুলের। তাঁরা নিরামিষাশী পিথাগোরাস, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, গান্ধি, টলস্টয়, কাফকাকে উদাহরণ দেন না। ওঠে না লিওনার্দো ডিকাপ্রিও, সেরেনা উইলিয়ামস বা পল ম্যাকার্টনির মতো ভেজ-ভক্তদের নাম। বরং উদাহরণে আসে কোনও দেবতার কথা।

হিন্দুত্ব জাগরণের সঙ্গে নিরামিষ খাবারের উত্থানের একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে দেশে। গুজরাটের পালিতানায় অবশ্য নন ভেজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য। ভেজ ভক্তদের জন্য তৈরি গুজরাটের গান্ধিনগর, উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা, বৃন্দাবন, উত্তরাখণ্ডের হৃষীকেশ, হরিদ্বার, রাজস্থানের মাউন্ট আবু, পুষ্কর--সাত শহরে আমিষ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। অথচ বিদেশে বিদেশিদের কাছে ইন্ডিয়ান খানা বলতে নন ভেজই বোঝায়।

ইউরোপ-আমেরিকায় ভারতীয় খাবারের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেস্তোরাঁ খুলে বসেছেন অনেক পাকিস্তানি, বাংলাদেশি। তাঁদের প্রধান অস্ত্র কিন্তু নন ভেজ খাবার।

বাঙালি আমিষভোজীদের এক মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে ভেজ খাবার নিয়ে। তাঁরা ভাবেন, ভেজ খাবারের দামের তুলনায় নন ভেজের দাম অনেক বেশি। বৈচিত্র্যও কম। আজ্ঞে না মহাশয়, ভেজ মেনুতে এতরকম খাবার রয়েছে যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মাছ-মাংসের তুলনায় অনেক নিরামিষ খাবারের দামও বেশি।

এই ভেজ-নন ভেজ যুদ্ধে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হলে আরও বিপদ। এক ডাক্তার বলবেন, প্রোটিনের জন্য নন ভেজ খাবার দরকার। অন্য ডাক্তার বলবেন, ভেজেই আসল মুক্তি। এ তর্কের শেষ নেই। কোনও পক্ষই কোনও পক্ষের যুক্তি শুনবেন না। ভেজ খাবারকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। টোটাল ভেজেটারিয়ান, ল্যাকটো ভেজেটারিয়ান, ল্যাকটো-অভো ভেজেটারিয়ান। ল্যাকটো অভোতে ডিম, দুধ থাকে। অবাঙালিদের অনেকে পেঁয়াজকে নিরামিষ হিসেবে ধরেন। যে ধারণা অচল অধিকাংশর কাছে। তাঁদের কাছে নিরামিষ মানে একেবারে পেঁয়াজহীন। এটাই পড়ে জৈন ফুডের মধ্যে। এই ধরনের বিশেষণ লাগিয়ে খাবারের পরিচিতি বেশিদিনের নয়।

এমনিতে সুইগি-জোম্যাটোর আবির্ভাবে দেশের জনপ্রিয় খাবারের সন্ধান পাওয়া অনেক সোজা। তাদের কাছে সমস্ত তথ্য মজুত। সেই হিসেবে ভারতজুড়ে নন ভেজ স্বচ্ছন্দে হারায় ভেজকে। সুইগির হিসেবে টানা আট বছর ধরে দেশে সবচেয়ে বেশি অর্ডার হয়েছে চিকেন বিরিয়ানির। গত বছর এক সেকেন্ডে ২.৫ বিরিয়ানি অর্ডার এসেছিল। একটা ভেজ বিরিয়ানি অর্ডার হলে চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার হয়েছে ৫.৫। সুইগিতে এসে প্রথম অর্ডার হিসেবে চিকেন বিরিয়ানির নাম দিয়েছে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ খাদ্যপ্রেমিক। হায়দরাবাদের একজনই এ বছরে ১৬৩৩ বার বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছেন!

বিরিয়ানি যে ভারতীয় খাবারে বিগ বি, তার হিসেব দিচ্ছে জোম্যাটোও। তাদের পরিসংখ্যান বলছে, গতবার ১০.৯ কোটি বিরিয়ানি অর্ডার মিলেছে দেশে। তারপরেই পিৎজা--৭.৪৫ কোটি। তিনে নুডলস বোল--৪.৫৫ কোটি। ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে ফারাকটা চোখে পড়ার মতো।

সুইগির পরিসংখ্যানে কোন ১০টি জনপ্রিয় নিরামিষ খাবার? ১) পনির বাটার মশালা ২) ডাল মাখানি, ৩) পাও ভাজি ৪) ছোলে বাটোরে ৫) পোঙ্গল ৬) দহি বড়া ৭) মিশাল পাও ৮) মালাই কোফতা ৯) ডাল তরকা ১০) দম আলু। আশ্চর্য এবং আশ্চর্য, প্রথম দশে ধোসা-ইডলিকে ছাপিয়ে পোঙ্গল-মিশাল পাওয়ের উপস্থিতি।

সুইগির হিসেবে সেরা নন ভেজ ভারতীয় খাবারের প্রথম দশেও বেশ চমক। ১) টুন্ডে কাবাব ২) রোগন যোশ ৩) বাটার চিকেন ৪) হালিম ৫) লাল মাস ৬) চিকেন টিক্কা কাবাব ৭) হায়দরাবাদি বিরিয়ানি, ৮) ল্যাম্ব ভিন্দালু ৯) অমৃতসরি ফিশ ১০) প্রন কারি।

নামগুলো লেখার ফাঁকে একটা কথা ভাবি। এসব হিসেবনিকেশ কি মুম্বইয়ের ওই তরুণ-তরুণীর তর্কাতর্কিতে উঠে এসেছিল কখনও? এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে না কোনও দিন। হতভাগিনী তরুণী পাইলটের জন্য কষ্ট হয়। আমিষ বনাম নিরামিষ যুদ্ধে তিনিই হয়তো ভারতে প্রথম 'শহিদ'।

আজ

১৮৫৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

১৯৮৪

সংগীতশিল্পী ইন্দুবালা দেবীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাকে হারানোর ব্যাপারে দাদার হাত থাকতেই পারে। আমি ক্রীড়া প্রশাসনে এগিয়ে যাচ্ছি, সেটা দেখে হিংসা হতেই পারে। ১০০ শতাংশ হিংসা হচ্ছে দাদার। গত কয়েকবছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে আসছে।

- স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

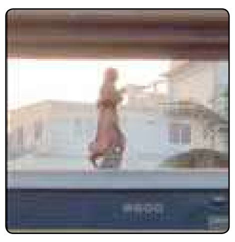

বাংলাদেশে চলন্ত ট্রেনের ছাদে মহিলার দৌড়োনো ও নাচের ভিডিও ভাইরাল। ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। মহিলা চলন্ত ট্রেনের ছাদে দৌড়োচ্ছেন। এক-একটি বগি লাফিয়ে পেরোচ্ছেন। ট্রেনের মাথায় নাচতেও দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই বিপজ্জনক স্টান্টে দ্বিধাবিভক্ত নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

কর্ণাটকের বেলাগাভির হাসপাতালে একজন নার্স রিসেপশনে দাঁড়িয়ে। এক তরুণ আচমকা বিশাল ছুরি নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। হাসপাতালের অন্য কর্মীরা ছুটে আসায় প্রাণে বেঁচে যান ওই নার্স। সেই ভয়ংকর হামলার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হচ্ছে।

উত্তরের পাঁচালি

আজও প্রাসঙ্গিক

স্মার্টফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কাউকে বার্তা প্রেরণ করার জন্য সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। ৫জি'র পর এবার ৬জি নিয়েও বহু জায়গায় গবেষণা চলছে। এই পরিস্থিতিতে চিঠি আদানপ্রদানের সংখ্যা যে একেবারেই কমেছে তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এটাও ঠিক সরকারি, বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই 'সরকারি' কাজের জন্য চিঠি আদানপ্রদান অন্যতম একটি মাধ্যম। কোচবিহারে এই কাজ পরিচালনা করা হয় সুনীতি রোডের পাশে থাকা মুখ্য ডাকঘর থেকে। আর পাঁচটা ডাকঘরের তুলনায় এই ডাকঘরের বৈশিষ্ট্য অনেকটাই আলাদা। সাইনবোর্ড না থাকলে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। মনে হবে এটি হয়তো কোনও রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়ি। ১৯২৩-'২৪ সালে সুনীতি রোডের ধারে এই ডাকঘর তৈরি হয়। ধ্রুপদি পুনর্জাগরণশৈলীতে তৈরি এই দোতলা ভবনটি ডাকঘরের পাশাপাশি কোচবিহার ডিভিশনের ডাক অধিক্ষকের কার্যালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই ডাকঘরটি হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। একে আলাদাভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার দাবি জোরালো হয়েছে।

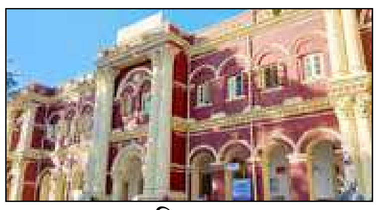

নজরে।। কোচবিহার শহরে মুখ্য ডাকঘর।

-শিবশংকর সূত্রধর

ফিরে পাওয়া

সম্প্রতি সেন্টার ফর স্টাডি অফ মার্জিনাল সোসাইটি অ্যান্ড কালচার-এর কামাখ্যাগুড়ি পুলপারের অস্থায়ী অফিসে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডঃ সঞ্জিত সরকার এবং আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জয়লাল দাসের সম্পাদিত বই 'ডুয়ার্সের তিন লোককবি' প্রকাশিত হল। বইটি আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত থানুপাড়া গ্রামের সুধীরচন্দ্র পণ্ডিত ও তাঁর পুত্র সুবলচন্দ্র পণ্ডিত ও পূর্ব নারারথলি গ্রামের সুবলচন্দ্র সরকার রচিত ও সম্পাদিত নানা কবিতার সংকলন। ছিন্নমূল এই তিন প্রান্তিক লোককবি দীর্ঘ চার দশক ধরে নিম্ন অসম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রামেগঞ্জে, বাসে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে স্বরচিত কবিতা ঘুরে ঘুরে ফেরি করেছেন। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে তাঁদের বেশিরভাগ কবিতাই আজ হারিয়ে গিয়েছে। কবি সুবল সরকারকে সংস্থার পক্ষ থেকে গুণীজন সম্মাননা ২০২৪ প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডঃ জয়লাল দাস, ডঃ অসিতকান্তি সরকার, ডঃ সঞ্জিত সরকার, ডঃ ভরত সরকার, সুভাষ রায়, প্রতিমা রায়, রুবি রায়, বিকাশ সাহা, পিংকি রায়, মণীন্দ্র রায়, বলাই সরকার, কাকলি মৈত্র, দীপদুলাল সরকার প্রমুখ।

উজ্জ্বল।। 'ডুয়ার্সের তিন লোককবি' বই প্রকাশ অনুষ্ঠান।

-পিকাই দেবনাথ

কানওয়ার যাত্রার বৃক্ষনিধন উত্তরের শিক্ষা

ধর্ম বাঁচবে, না প্রকৃতি? কানওয়ার যাত্রায় ভক্তদের জন্য কাটা পড়তে চলেছে লক্ষাধিক গাছ। বিতর্ক গড়াল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত।

অজন্তা সিনহা

উন্নয়নের কারণে বৃক্ষনিধন এদেশে নতুন কোনও ঘটনা নয়। অহরহ ঘটছে এই নিধন কর্মযজ্ঞ। উত্তরবঙ্গেও কালিম্পং বা সিকিম যাওয়ার নতুন রাস্তা বানাতে কাটা হয়েছে প্রচুর গাছ। একইভাবে ধর্মাচরণের লক্ষ্যে মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করেও কোথাও কোথাও প্রকৃতির সর্বনাশ ঘটানো অদেখা নয় আমাদের। আরও একবার সেই ধর্মাচরণকে ঘিরে ধ্বংসলীলা প্রকৃতির বুকে, যাকে ঘিরে এই মুহূর্তে বিতর্ক তুঙ্গে।

সম্প্রতি কানওয়ার যাত্রাপথ নির্মাণের জন্য ১.১২ লক্ষেরও বেশি গাছ কাটার অনুমতির বিষয়টি দেশজুড়ে ঘোর বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। পরিবেশ পরিপন্থী এই সরকারি সিদ্ধান্তের নিন্দায় মুখর দেশের বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী। ভাগ্য ভালো, সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত গাছ কাটা স্থগিত রাখার আদেশ বহাল রেখেছে। প্রশ্ন হল, এমন ইস্যুতে কেন সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে?

বাংলায় শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার রীতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে শিবভক্তদের বার্ষিক কানওয়ার যাত্রা এমনই এক বড় ধর্মীয় উৎসব। হরিদ্বার, গোমুখ, গঙ্গোত্রী, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর, মিরাট, বেনারস, দেওঘর প্রভৃতি অঞ্চলে এই নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে ওঠে জুলাই-অগাস্ট মাসে। পায়ে হেঁটে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে শিবঠাকুরের মাথায় ঢালেন অগণিত ভক্ত! কানওয়ার যাত্রায় ভক্তসাধারণের চলার জন্যই এই পথ নির্মাণ, যাকে কেন্দ্র করে কাটা পড়তে চলেছে লক্ষাধিক গাছ। এটা কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও শিক্ষা।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক এই প্রকল্পের জন্য ১,১২,৭২২টি গাছ ও গুল্ম কাটার অনুমতি দেয়। এখনও পর্যন্ত ২৫,৪১০টি গাছ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১৭,৬০৭টি গাছ কাটা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ বন নিগমের তত্ত্বাবধানে। এরপর গাজিয়াবাদ, মিরাট এবং মুজাফফরনগর জেলার সংরক্ষিত বনভূমি এলাকায় এই গাছ কাটার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের হয়। এর ফলে গত ৯ অগাস্ট থেকে পিডব্লিউডি গাছ কাটার কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

এই প্রেক্ষিতে সরকারি এই সিদ্ধান্তের পক্ষের বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশ গাছ সুরক্ষা আইন, ১৯৭৬-এর বিধান সংরক্ষিত এবং সুরক্ষিত বনভূমির জমিতে প্রযোজ্য নয়। এই প্রকল্পের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে, তাই গাছ কাটার জন্য ওই আইনের অধীনে পৃথক তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছগুলোর পরিধির ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, ০-৩০ সেমি, ৩১-৬০ সেমি এবং ১৫০ সেমি বা তার বেশি। ছোট গাছপালা এবং গুল্মকে অন্তর্ভুক্ত করেও ব্যাপকহারে পরিবেশগত সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উলটোদিকে পরিবেশকর্মীদের মতে, বিশাল সংখ্যক এই গাছ কাটার ফলে জীববৈচিত্র্য, কার্বন শোষণ এবং স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের উপর বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গাছ কাটার পরিবর্তে নতুন করে গাছ লাগানোর বা ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি। ভালো খবর, এনজিটি পরিবেশগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখছে।

সকলেই মনে করছেন, কানওয়ার যাত্রাপথ নির্মাণের মতো বড় প্রকল্পগুলো হয়তো স্থানীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর এ ধরনের প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিবেচনা করাও সমান জরুরি।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০১

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। কুখ্যাতি, দুর্নাম ৩। বাক্পটু, বাগীশ্বর, বাচস্পতি ৫। হিন্দু শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্তার ১৬টি দান ৭। লম্বা, প্রশস্ত, উদার, অকৃপণ ৯। পুরাণকথিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক ১১। নিরানব্বই সংখ্যা ১৪। জ্বালানি, আগুন জ্বালাবার উপকরণ, প্ররোচনা ১৫। শাঁখের মধ্যে সেরা।

উপর-নীচ : ১। ভিত্তি, মূল, ভিত ২। এক ধরনের নরম পাতলা পশমি চাদর ৩। চিনি কিংবা গুড় দিতে তৈরি মিঠাইবিশেষ ৪। ব্যাধ, প্রাচীন জাতিবিশেষ ৬। পুরাণকথিত পক্ষীরাজ, বিষ্ণুর বাহন ৮। পদ্ম ১০। ডান, দক্ষিণ ১১। ননদের স্বামী ১২। পুত্র, কল্পিত স্বর্গের উদ্যান ১৩। তিলমাত্র, খুব অল্প পরিমাণে।

সমাধান ■ ৪০০০

পাশাপাশি : ১। চটক ৩। রশি ৫। লগ্ন ৬। অকাল ৮। ক'দিন ১০। সাফাই ১২। শাবাশ ১৪। সন্ত ১৫। সারি ১৬। নচ্ছার।

উপর-নীচ : ১। চক্রবাক ২। কলস্বন ৪। শিবিকা ৭। লপ্ত ৯। ঈশা ১০। সায়ন্তন ১১। ইন্দিবর ১৩। বাতাসা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিশ্বকর্মা প্রকল্পে বাংলা থেকে শুধু ১ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্পে বাংলা থেকে নথিভুক্ত হয়েছেন মাত্র একজন! তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় জানালেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী শোভা করন্দালাজে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে রাজ্যভিত্তিক অর্থ প্রদানের পরিসংখ্যান চেয়েছিলেন তিনি। যদিও সেই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, রাজ্য বা জেলাভিত্তিক কোনও অর্থ মঞ্জুর করা হয় না এই প্রকল্পে।

মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যভিত্তিক কতজনের নাম এই প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র একজনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে বাংলা থেকে।

মালদায় বিমানবন্দরের দাবিতে দরবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের নতুন এয়ারপোর্টের দাবিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ দুই বিজেপি সাংসদের।

উত্তর মালদায় একটি নতুন এয়ারপোর্ট গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রী কিঞ্জারাকপু রামমোহন নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চিঠি দিলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ওই এলাকা পরিদর্শনে যাবেন আধিকারিকরা। চিঠিতে খগেন মুর্মু লিখেছেন, '১৯৬২ সালে মালদায় ১৪৪ একর জমির ওপর এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ১.০৯৭ মিটারের রানওয়ে হওয়ার কারণে তা চালু করা সম্ভব হয়নি।' তিনি চিঠিতে আরও লিখেছেন, মালদার মানুষের কাছে নিকটবর্তী এয়ারপোর্ট বাগডোগরা এবং কলকাতা যা ২৫০ কিলোমিটারের ওপরে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি অফিসও রয়েছে ওই এলাকায়। খগেন মুর্মু বলেন, এলাকার মানুষের নিত্যদিনের সমস্যার সমাধানে এবং সুবিধার্থে এই এয়ারপোর্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদিকে, বিজেপির আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও হাসিমারায় এয়ারপোর্ট তৈরির দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রীকে।

দিনে শিক্ষক, রাতে ডেলিভারি বয়

পাটনা, ২৯ নভেম্বর : সালটা ২০২২। বিহারের ভাগলপুরে কুমার পরিবারে সকলের মুখে হাসি। কারণ, বাড়ির ছেলে অমিত সরকারি স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। পরীক্ষায় পাশ করার পরেও করোনা অতিমারির কারণে পাক্কা আড়াই বছর অপেক্ষার পর শিকে ছেঁড়ে অমিত কুমারের। ভাগলপুরের একটি স্কুলে শরীরচর্চার পার্শ্বশিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ দেন। মাসিক বেতন ৮ হাজার টাকা।

কিন্তু তাতে কি আর সংসার চলে! চাকরি পাওয়ার দু'বছর বাদে আজ ২০২৪ সালে সেই অমিতকেই এখন সূর্য ডুবলেই জোম্যাটোর জার্সি পরে বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দিতে হয়। তিনি এখন দিনে সরকারি স্কুলের ফিজিকাল ইনস্ট্রাক্টর, রাতে ফুড ডেলিভারি বয়। পরিবারের সবার মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব থেকেই দু'দুটি পেশা বেছে নিতে হয়েছে ভাগলপুরের আংশিক সময়ের ওই স্কুল শিক্ষককে।

অমিত জানিয়েছেন, 'আড়াই বছর ধরে একই বেতনে শিক্ষকতা করে চলেছি। অন্য শিক্ষকরা যেখানে মাসে ৪২ হাজার টাকা বেতন পাচ্ছেন, সেখানে আমার মতো পার্শ্বশিক্ষকদের দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৮ হাজার টাকা। জিনিসপত্রের কী দাম বলুন তো! এই টাকায় কি একজনেরও ভালোভাবে চলে!'

শুধু তা-ই নয়, মাঝে মাঝে বেতনও ঠিক মতো পাচ্ছেন না বলেও দাবি অমিতের। এ বছরের শুরুতে চার মাস বেতনই পাননি তিনি। ফলে সংসার চালাতে ধারদেনা করতে হয়েছে।

দিশাহারা অমিতকে তখন তাঁর স্ত্রী বলেন অনলাইন খাবার সরবরাহকারী কোনও সংস্থায় কাজ করার। প্রস্তাবটা মনে ধরে তাঁর। তাঁর কথায়, 'স্ত্রীর পরামর্শ মেনে অনলাইনে খোঁজা শুরু করি এই কাজে কোনও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে কি না। যখন জানতে পারি নির্দিষ্ট সময় নেই, তখনই নিজের নাম নথিভুক্ত করি। সন্ধে থেকে শুরু করে রাত একটা পর্যন্ত কাজ করি।'

বাংলাদেশ ইস্যু ব্রিটিশ সংসদেও

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : ভারতের পাশাপাশি সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির ঘটনা সাড়া ফেলল খাস বিলেতভূমেও। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই ধরনের নির্যাতন কোনওমতেই বরদাস্ত করা যায় না। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের সম্পত্তি, বাড়িঘর এমনকি মন্দিরে হামলা চলছে সেই প্রসঙ্গেও পার্লামেন্টে সরব হন তিনি। হ্যারো ইস্টের সাংসদ ব্ল্যাকম্যান বলেন, 'এদেশে এলস্ট্রিতে ভক্তিবেদান্ত ম্যানর পরিচালনা করে ইসকন। সেটিই এদেশের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির। অথচ বাংলাদেশে তাদেরই আধ্যাত্মিক গুরুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' ইসকনকে যেভাবে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটিকে হিন্দুদের ওপর সরাসরি আক্রমণ বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। গোটা বিষয়ে স্টার্মারের সরকারকে হস্তক্ষেপ করতেও বলেছেন তিনি।

ব্ল্যাকম্যানের সাফ কথা, 'বাংলাদেশে পরিবর্তনের পর যে সরকারই আসুক না কেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এভাবে দমনপীড়ন করা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের দলের সাংসদ বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করে তাঁদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' হাউস অফ কমন্সে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ ফর দ্য কমনওয়েলথ একটি উদ্বেগজনক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। তাতে নতুন জমানায় বাংলাদেশে ২ হাজারেরও বেশি হিংসার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করে অন্তর্বর্তী সরকার বদলা নিতে চাইছে বলেও জানানো হয়েছে তাতে। এদিকে বিজেপি সাংসদ তথা বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সাধুসন্তদের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অথচ সবকিছু দেখেও ভারতে প্রতিবাদের ঝড় না ওঠায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তিনি।

ঢাকার রাস্তায় মিছিলে ইসকন নিষিদ্ধ করার দাবি। শুক্রবার। ব্রিটেনে কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছেন।

শিল্পা শেঠির বাড়িতে ফের হানা ইডি'র

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে আবার মুম্বইয়ের শিল্পপতি তথা বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রার বাড়িতে হানা দিল ইডি। পর্নোগ্রাফি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ জড়িয়ে রয়েছে, তারই তদন্তে রাজের বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চালানো হয়। রাজের সহযোগী এবং ঘনিষ্ঠ অনেকের বাড়িতেও অভিযান চালান তদন্তকারীরা।

শুক্রবার মুম্বই ও উত্তরপ্রদেশের প্রায় ১৫টি জায়গায় তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে ইডি। এর মধ্যে কুন্দ্রার মুম্বইয়ের বাড়ি ও অফিসও ছিল। তল্লাশি চলাকালীন জেরা করা হয়েছে কুন্দ্রাকেও।

২০২১ সালের জুন মাসে পর্নোগ্রাফি তৈরির অভিযোগে কুন্দ্রাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দু'মাস জেলে ছিলেন তিনি। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে তিনি জামিন পান। পর্নোগ্রাফি মামলায় কুন্দ্রাকেই মূল মাথা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল মুম্বই পুলিশ।

পুলিশের অভিযোগ, 'হটশটস' অ্যাপ ব্যবহার করে পর্নোগ্রাফি আপলোড ও স্ট্রিম করা হত। তবে কুন্দ্রার দাবি, তিনি কোনওভাবেই সরাসরি এই ছবি (কনটেন্ট) তৈরির সঙ্গে যুক্ত নন। এমনকি এফআইআর-এ তাঁর নামও ছিল না, তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকজন ছোটখাটো শিল্পীকে ওয়েব সিরিজ বা শর্ট ফিল্মে কাজের প্রস্তাব দিয়ে ডেকে আনা হত। এরপর অডিশনের সময় তাঁদের 'বোল্ড' (নগ্ন) দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য চাপ দেওয়া হত, যা থেকে পরে প্রযুক্তির কারিকুরির মাধ্যমে তৈরি করা হত অশ্লীল ছবি।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, আর্মসপ্রাইম মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা লন্ডনের কেনরিন প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে 'হটশটস' অ্যাপ কিনে ওইসব ভিডিও আপলোড করত। কুন্দ্রার ফোনে পাওয়া হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকে কেনরিনের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের কথাও জানা গিয়েছে।

কুন্দ্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর সংস্থা পরিচালিত অ্যাপটি গুগল প্লে বা অ্যাপলের মতো জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখন আর ওই অ্যাপ পাওয়া যায় না। পর্নোগ্রাফি কাণ্ডে জামিন পেয়ে গেলেও আর্থিক তছরুপের অভিযোগগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ইডি'র আতশকাচের নীচে ছিলেন।

পর্নোগ্রাফির পাশাপাশি বিটকয়েন দুর্নীতিতেও নাম জড়িয়েছে শিল্পার স্বামীর। চলতি বছরের গোড়ায় ইডি কুন্দ্রা এবং শিল্পার ৯৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। অভিযোগ, বিটকয়েন দুর্নীতির মাধ্যমে ওই সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছেন তাঁরা। এবার পর্নোগ্রাফি মামলাতে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইডি।

শিল্পা শেঠি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রা। পর্নো বিতর্কে ফের কুন্দ্রা।

এ কেমন জীবন...

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে এক বৃদ্ধা। গাজায় কিছুক্ষণ আগেই বোমা ফেলেছে ইজরায়েল। বৃদ্ধার বাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। - এএফপি

বিশ্বের বৃহত্তম সোনার খনির খোঁজ চিনে

বেজিং, ২৯ নভেম্বর : চিনের হুনান প্রদেশে বিরাট সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন ভূতত্ত্ববিদরা। সেদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, খনিতে আনুমানিক ১ হাজার মেট্রিক টন সোনা মজুত রয়েছে। যার বর্তমান বাজারদর ৮৩ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৭.২ লক্ষ কোটি টাকা)। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হুনানের পিংজিয়াং কাউন্টিতে মাটির ২ কিলোমিটার গভীরে সোনার আকরিকযুক্ত ৪০টি স্তর পাওয়া গিয়েছে। অনুসন্ধানকারী দলের সদস্য চেন রুলিন বলেন, 'খননকাজের ফলে সোনার আকরিকযুক্ত বহু পাথর পাওয়া গিয়েছে। নমুনাগুলি বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে প্রতি মেট্রিক টন আকরিক থেকে ১৩৮ গ্রাম সোনা পাওয়া যাবে।'

বিশ্বের বৃহত্তম সোনার খনি দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছে। সেখানে প্রায় ৯০০ মেট্রিক টন সোনার ভাঁড়ার রয়েছে। চিনের খনিটি সেই মজুতকে ছাপিয়ে যাবে বলে চেন রুলিনের দাবি। সোনার উৎপাদনে প্রথমসারিতে রয়েছে চিন। বিশ্বে উৎপাদিত মোট সোনার ১০ শতাংশ উৎপাদন হয় এখানে। নতুন খনি থেকে উৎপাদন শুরু হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক সোনার বাজারে চিনের প্রভাব আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিন্ডে-বিজেপি স্নায়ুযুদ্ধ তুঙ্গে

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিপুল জয়ের পরও মুখ্যমন্ত্রী বাছতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে বিজেপি এবং মহাযুতির। ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেন শপথ নিয়ে ফেললেও মহারাষ্ট্রে এখনও অধরা ঐকমত্য। কুর্সির দখল নিয়ে রাজ্যের কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের সঙ্গে বিজেপির স্নায়ুর লড়াই ক্রমাগত চরমে উঠছে।

অচলাবস্থা কাটাতে বৃহস্পতিবার রাতে নয়াদিল্লিতে মহারাষ্ট্রের শিন্ডের পাশাপাশি দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং অজিত পাওয়ারদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেখানে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও হাজির ছিলেন। কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের রফাসূত্রে শিন্ডে খুব একটা সন্তুষ্ট নন বলে একটি সূত্রের দাবি। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কী সিদ্ধান্ত নেন সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে মহাযুতি। তবে অশান্তি যে চলছেই সেটা শিন্ডের নয়াদিল্লি থেকে মুম্বইয়ে ফিরেই শুক্রবার সকালে আচমকা সাতারায় নিজের পৈতৃক গ্রামে চলে যাওয়া থেকে স্পষ্ট। শুক্রবার মুম্বইয়ের মহাযুতির একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিন্ডে না থাকায় সেই বৈঠক বাতিল হয়ে গিয়েছে। রবিবার ওই বৈঠক হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহে মহারাষ্ট্রে শপথগ্রহণ হতে পারে।

শিবসেনা বলেছে, বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতার নাম ঘোষণা হলেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ফড়নবিশকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখতে চাইছে বিজেপি। এই ইস্যুতে গেরুয়া শিবিরকে ইতিমধ্যে সমর্থনও জানিয়েছে অজিত পাওয়ার এবং তাঁর দল এনসিপি। সেক্ষেত্রে শিন্ডে এবং শিবসেনার আপত্তি থাকলেও, তাদের বাদ দিয়েই অনায়াসে সরকার গড়তে কোনও অসুবিধা হবে না বিজেপির। কিন্তু সরকার গঠনে শিন্ডেকে বাদ দিলে বিজেপির বিরুদ্ধে এনডিএ'র অন্দরে দাদাগিরির অভিযোগ উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট সেই শরিকি অসন্তোষের সুযোগ তুলতে পারে। তাই ওই পথে এখনই পা বাড়াতে রাজি নয় বিজেপি।

শিন্ডের সাতারা-যাত্রা নিয়ে শিবসেনা নেতা উদয় সামন্ত বলেন, 'একনাথ শিন্ডে মোটেই অখুশি নন। ওঁর গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। আগামীকালই উনি ফিরে আসবেন।' সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দুজন উপমুখ্যমন্ত্রী রাখার যে কৌশল নিয়ে এতদিন সরকার চলছিল তেমনই থাকবে। তবে শিন্ডে উপমুখ্যমন্ত্রী হতে নারাজ। শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় শিরসাত বলেন, 'যে মানুষটা এতদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকলেন তাঁর পক্ষে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়াটা মোটেই মানানসই নয়।' শিবসেনার একটি অংশ মনে করছে, শিন্ডে যদি এখন উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন তাহলে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) প্রবল ব্যঙ্গবিদ্রুপ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আবার তাঁর বদলে অন্য কাউকে মহারাষ্ট্র সরকারের অংশ করার প্রস্তাবও মানতে নারাজ শিবসেনা। সামন্ত বলেন, 'একনাথ শিন্ডে যদি অন্য কাউকে উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে চান তাহলে সেটা তাঁর মহানুভবতা। কিন্তু আমরা মনে করি, ওঁর সরকারের অংশ হিসেবে থেকে যাওয়া উচিত।'

বিজেপি-শিন্ডে সেনার মধ্যে রোটেশনাল মুখ্যমন্ত্রী রাখার প্রস্তাব নিয়েও কথা হয়েছে। কিন্তু তাতেও উদ্ধব শিবিরের প্রবল প্রশ্নবাণের মুখে পড়তে হতে পারে দুই দলকে। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির পাশাপাশি দপ্তরবণ্টন নিয়েও শরিকি দ্বন্দ্ব চলছে মহাযুতিতে। বিজেপি স্বরাষ্ট্রের পাশাপাশি ২২টি দপ্তর চাইছে। এনসিপি অর্থের পাশাপাশি ৯টি দপ্তর পেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিন্ডে সেনা নগরোন্নয়ন, পূর্ত সহ ১২টি দপ্তর পেতে পারে। এর বদলে কেন্দ্রে শিন্ডে-পুত্র শ্রীকান্তকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছেন কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্রের ত্রিমূর্তি। জিতেও স্বস্তিতে নেই ফড়নবিশ-শিন্ডে-অজিত পাওয়ার।

তরুণী পাইলটের আত্মহত্যা ঘিরে বিতর্ক চলছেই

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : বেশ তো হাসিখুশিই ছিলেন। মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে এমন কী হল, যার জেরে মরতে হল তাঁকে? এই প্রশ্নই তুলেছে এয়ার ইন্ডিয়ার মৃত পাইলট সৃষ্টি তুলির পরিবার। তাদের দাবি, আত্মহত্যা নয়, সৃষ্টিকে ছক কষে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। বুধবার মুম্বইয়ের আবাসন থেকে সৃষ্টির দেহ উদ্ধার হয়।

সৃষ্টির কাকা বিবেক জানিয়েছেন, তাঁর ভাইঝি খুব হাসিখুশি ও সাহসী ছিলেন। বিবেকের বক্তব্য, 'ভাইঝির সঙ্গে ছেলেটির সমস্যা চলছিল নানা বিষয়ে। ভাইঝি নন ভেজ খাবার খেতে চাইলে পর্যন্ত ছেলেটি আপত্তি জানাত। বলত, ভেজ খেতে হবে।' সৃষ্টির বাবা সেনায় কাজ করতেন। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। বাবার মতোই লড়াকু মানসিকতা ছিল সৃষ্টির। তাঁর ইচ্ছা ছিল বায়ুসেনার পাইলট হওয়ার। কিন্তু ওঁর ঠাকুমা চেয়েছিলেন সৃষ্টি বাবার মতোই সেনায় যোগ দিন। তবে বায়ুসেনার পাইলট হতে না পারলেও অসামরিক বিমানের পাইলট হতে পেরে বেশ গর্বিত ছিলেন সৃষ্টি।

পুলিশের দাবি, সৃষ্টি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু সৃষ্টির কাকা সেই দাবি মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'সাড়ে ১১টাতেও ও হাসিখুশি ছিল। মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। সব ঠিক আছে সেটাও জানিয়েছিল। আরও বলেছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে বাড়ি ফিরবে।' বিবেকের দাবি, পুলিশের পেশ করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রেমিকের সঙ্গে হাসতে হাসতেই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন। তারপর ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন? বিবেকের কথায়, 'এটা কি কখনও সম্ভব? হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল, ১৫ মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হল!' তাঁর আরও বক্তব্য, ওর মানসিক দৃঢ়তার কোনও অভাব ছিল না। পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল সৃষ্টির। সামান্য ঘটনায় বিচলিত হওয়ার মেয়েই ও নয়। সেই মেয়ে আত্মহত্যা করবে, ভাবতে পারছি না। এটা পরিকল্পিত হত্যা।' পুলিশ সত্য গোপন করছে বলেও অভিযোগ কাকার।

এদিকে সৃষ্টির মৃত্যুরহস্যে নতুন মোড়। নতুন তথ্য হাতে এসেছে মুম্বই পুলিশের। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেই প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেছিলেন সৃষ্টি। তাঁর সঙ্গে হওয়া বেশ কিছু কথোপকথন ওই তরুণ মুছে ফেলেছেন বলে অভিযোগ।

অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনীকে ছ'মাসের জামিন

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : জেলের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নয়। সেখানে অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনী শিশুর জন্ম দিলে মা ও নবজাতক দু'জনের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এই যুক্তিতে এক বিচারাধীন অন্তঃসত্ত্বা বন্দিনীকে সাময়িক জামিন দিল বম্বে হাইকোর্ট। প্রসবের জন্য ছ'মাস জেলের বাইরে থাকবেন তিনি। সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি ঊর্মিলা যোশি ফালকের একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, জেলে বন্দি হলেও তাঁর মর্যাদার অধিকার রয়েছে।

মাদক পাচারের অভিযোগে গত এপ্রিল মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ওই মহিলাকে। গ্রেপ্তারির সময়েই তিনি দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মানবিকতার খাতিরে জামিন দেওয়া হোক, আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলা।

ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে এখন উদ্বিগ্ন পুতিন

মস্কো, ২৯ নভেম্বর : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে নেমে একাধিকবার হামলার মুখে পড়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বরাতজোরে বেঁচে যাওয়া ট্রাম্পের নিরাপত্তার ঝুঁকি এতটুকু কমেনি। এমনটাই মনে করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুতিন জানান, নির্বাচনি প্রচারে ট্রাম্পকে খুন করার মরিয়া চেষ্টা হয়েছে। ভোটে জেতার পরেও তাঁর প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা রয়েই গিয়েছে। রুশ শীর্ষনেতার কথায়, 'ট্রাম্পকে ঠেকাতে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে। একাধিকবার তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা চলেছে। আমার দৃষ্টিতে তিনি এখনও একেবারেই নিরাপদ নন।'

মার্কিন ইতিহাসে প্রেসিডেন্টদের ওপর হামলা এবং তাঁদের খুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পুতিন। তিনি জানান, আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ কেনেডি সহ ৪ জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন রোনাল্ড রেগন এবং থিয়োডর রুজভেল্ট। পুতিনের বক্তব্য, 'আমেরিকার ইতিহাসে প্রেসিডেন্টদের ওপর হামলার অনেক উদাহরণ রয়েছে। তবে ট্রাম্প খুবই বুদ্ধিমান। আমি নিশ্চিত যে এই বিষয়টিকে তিনি গুরুত্ব দেবেন।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন গত জুলাইয়ে পেনসিলভেনিয়ায় ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় সেই গুলি। রক্তাক্ত হলেও সেই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান ট্রাম্প। সেপ্টেম্বরে তাঁর ব্যক্তিগত গলফ কোর্সের বাইরে থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তারক্ষীরা। ওই ব্যক্তিও ট্রাম্পকে খুন করার ছক কষেই সেখানে এসেছিলেন বলে দাবি প্রশাসনের। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের নিরাপত্তা নিয়ে পুতিনের উদ্বেগপ্রকাশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ট্রাম্প ফেরায় অনেক স্বস্তিতে পুতিন।

অপেক্ষা অন্তহীন...

ক্রেতার জন্য দাঁড়িয়ে দুই মহিলা। নয়াদিল্লির মশলা মার্কেটে। শুক্রবার।

দিল্লিতে বাংলাভাষী ভোটার টানতে উদ্যোগ পদ্মের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বাংলাভাষী ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বাংলার নেতাদের উপর ভরসা করছে বিজেপি। সূত্রের খবর, বাংলার বেশ কয়েকজন সাংসদকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলাভাষী এলাকায় প্রচার চালানোর সময় বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আবহ বজায় রাখতে এবং স্থানীয়দের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা নির্দিষ্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

বর্তমানে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলছে, আর সেই কারণেই বাংলার সাংসদরা এখন দিল্লিতে অবস্থান করছেন। সূত্রের খবর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-কে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এই এলাকা 'মিনি কলকাতা' নামে পরিচিত এবং এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সৌমিত্র খাঁ'র সংযোগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। তিনবারের সাংসদ এবং দীর্ঘদিন বাংলার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এই দায়িত্ব তাঁর উপর দিতে চলেছে দল বলেই জানা গিয়েছে।

সাংবাদিকদের সৌমিত্র বলেন, 'আমায় মৌখিকভাবে প্রচারে নামার কথা বলা হয়েছে। আমি খুবই আগ্রহী। দিল্লির বাঙালি এলাকাগুলিতে কাজ করতে ভালো লাগবে।' শুধু সৌমিত্র খাঁ নন, আরও কয়েকজন বাংলার সাংসদকেও প্রচারে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে দলের। এর আগেও লকেট চট্টোপাধ্যায়কে উত্তরাখণ্ড এবং শুভেন্দু অধিকারীকে ঝাড়খণ্ডে প্রচারের কাজে পাঠানো হয়েছিল। এবার দিল্লি নির্বাচনের জন্য বাংলার নেতাদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

এছাড়া, শুধু প্রচারেই নয়, বাংলাভাষী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সম্ভাব্য প্রার্থী খোঁজার কাজও শুরু করেছে বিজেপি। চিত্তরঞ্জন পার্কের মতো এলাকায় বাঙালি প্রার্থী নির্বাচন করতে বিভিন্ন মহল থেকে নাম চাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সৌমিত্র বলেন, 'সংসদ অধিবেশন শেষে দিল্লিতেই থাকব। চিত্তরঞ্জন পার্কে গিয়ে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করব।'

সম্ভাল সমীক্ষায় সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

লখনউ, ২৯ নভেম্বর : সম্ভাল জেলার চান্দৌসির শাহি ইদগাহ জামা মসজিদ নিয়ে নিম্ন আদালত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না, শুক্রবার এই মর্মে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার রিপোর্টও প্রকাশ্যে আনা যাবে না বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালতের নির্দেশ, মসজিদ-মন্দির নিয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সমীক্ষা রিপোর্ট আপাতত মুখবন্ধ খামে বন্দি রাখতে হবে।

সম্ভালের মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এদিন 'শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা'র ওপর জোর দিয়ে মসজিদ কমিটিকে বলেছে, তারা যেন নিম্ন আদালতের ১৯ নভেম্বরের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করে।

একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে মসজিদ পরিচালন সমিতির দাখিল করা আবেদন প্রাপ্তির তিনদিনের মধ্যে শুনানির ব্যবস্থা করতে। আদালত আরও জানিয়েছে, হাইকোর্ট মামলাটি পর্যালোচনা না করা পর্যন্ত ৮ জানুয়ারি নির্ধারিত নিম্ন আদালতের শুনানি স্থগিত থাকবে।

শুক্রবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, সমীক্ষা রিপোর্ট এখনই প্রকাশ করা যাবে না। তা মুখবন্ধ খামে রাখতে হবে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ ও জেলা প্রশাসনকে সম্ভালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে শান্তি বজায় রাখতে বলেছে আদালত। প্রধান বিচারপতির কথায়, 'এই মামলার বিন্দুবিসর্গ আমরা এখনও জানি না। চাই না ইতিমধ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যাক। শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যেন কোনওভাবেই উত্তেজনা না ছড়ায়।' এর জন্য একটি শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নিম্ন আদালতের শুনানি স্থগিত করে দিয়ে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, হাইকোর্ট কোনও নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই শুনানি স্থগিত থাকবে। এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ফের উঠবে ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে। মসজিদ কমিটির কাছে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, মসজিদে হিন্দুদের প্রার্থনার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়নি কেন?

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আবেদনকারীদের অধিকার আছে রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর। ফলে আপনাদের প্রথমে বিধিমতো আর্জি জানাতে হবে। আপনারা হাইকোর্টে আগে যাননি কেন?' মুসলিম পক্ষ জানায়, তারা হাইকোর্টে আবেদন করবে।

সুপ্রিম রায়

- সম্ভালের শাহি ইদগাহ মসজিদ নিয়ে নিম্ন আদালত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না
- মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা যাবে না
- ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের রিপোর্ট খামবন্ধ অবস্থায় রাখতে হবে
- নিম্ন আদালতের ১৯ নভেম্বরের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে মসজিদ কমিটিকে
- শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। দেখতে হবে, কোনওভাবেই যেন উত্তেজনা না ছড়ায়

'শান্তি ও সম্প্রীতি যেন বিঘ্নিত না হয়'

কড়া নিরাপত্তার মাঝে সম্ভালের মসজিদে জুম্মার নমাজে ভিড় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের। শুক্রবার।

সম্ভালের সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জিয়াউর রহমান বরক সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এই রায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' বরক আরও বলেন, 'সম্ভালে সাম্প্রদায়িক হিংসার নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নতুন পিটিশন দাখিল করা হবে।'

এদিকে কৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদগাহ বিরোধ সংক্রান্ত পিটিশন সহ একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি ৯ ডিসেম্বর দুপুর দুটোয় হবে বলে জানিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

সম্ভাল হিংসায় চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এই ঘোষণা করে রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল বলেন, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার অরোরা, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অমিতমোহন প্রসাদ এবং অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অরবিন্দ কুমার জৈন রয়েছেন ওই কমিটিতে।

অন্যদিকে শুক্রবার ছিল উত্তরপ্রদেশের আদালতে সম্ভাল মসজিদ-মন্দির বিতর্ক নিয়ে এএসআইয়ের সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশের দিন। কিন্তু আদালত কমিশনার জানান, এদিন রিপোর্ট দেওয়া যায়নি। এই সমীক্ষা রিপোর্টকে ঘিরে সকাল থেকে গোটা এলাকাকে দুর্গের চেহারা দিয়েছিল পুলিশ। শহরে ঢোকা-বেরোনোর প্রতিটি রাস্তায় ছিল কড়া পাহারা। পাথর ছোড়া ঠেকাতে রাতভর তল্লাশি চালায় পুলিশ। মসজিদের ওপরে ছিল ড্রোনের নজরদারি। জুম্মা বারের নমাজে যাতে কোনও অশান্তি না হয় তার জন্য মহল্লার অলিগলিতে টহল দিয়েছেন পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদাধিকারীরা। এদিন নির্বিঘ্নেই নমাজ সম্পন্ন হয়।

আদানির সঙ্গে চুক্তি কেরলের বাম সরকারের

আমেরিকা যোগাযোগ করেনি, বলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ২৯ নভেম্বর : গৌতম আদানি সহ আদানি গোষ্ঠীর কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে মামলা চলছে আমেরিকার আদালতে। অভিযুক্ত শিল্প-কর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে সেদেশে। সেই পরোয়ানা কার্যকর করার ইঙ্গিত মিলেছে মার্কিন আইন বিভাগের তরফে। তবে এই ব্যাপারে বাইডেন সরকার যে এখনও দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি তা স্পষ্ট করেছে সাউথ ব্লক। শুক্রবার দিল্লির বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আদানিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য ভারতকে দেয়নি আমেরিকা।'

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এটি একজন ব্যক্তি, একটি বেসরকারি সংস্থা এবং মার্কিন সরকারের বিষয়। আমেরিকায় এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা নিয়ে ভারতকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।' এদিকে বিতর্কের মধ্যেই আদানিদের সঙ্গে চুক্তি সেরে ফেলেছে কেরল সরকার। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন বাম সরকারের সঙ্গে ১০ হাজার কোটি টাকার বন্দর চুক্তি সেরে ফেলেছে আদানি গোষ্ঠী। চুক্তির কথা নিজেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, ভিজিনজাম বন্দর তৈরির জন্য আদানি পোর্ট লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করেছি। ৫ বছর মেয়াদি এই চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাজ ডিসেম্বরেই শুরু হয়ে যাবে।

> এটি একজন ব্যক্তি, একটি বেসরকারি সংস্থা এবং মার্কিন সরকারের বিষয়। আমেরিকায় এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা নিয়ে ভারতকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ-রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকে আদানিদের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে কংগ্রেস। সংসদে এবং সংসদের বাইরে বারবার আদানি গোষ্ঠীর কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কেরলেও প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। আবার ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস, সিপিআইএম দুই দলই। এমন এক সমীকরণে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে কেরল সরকারের বন্দর চুক্তি নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা করল বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি, তাঁর ভাইপো সাগর আদানি এবং আদানি গোষ্ঠীর একাধিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে মার্কিন লগ্নিকারীদের টাকা ভারতের কয়েকটি রাজ্যে প্রকল্পের বরাত পাওয়ার জন্য ঘুষ দিতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমেরিকার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের দাবি। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, আদানিরা ভারতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পেতে সরকারি আধিকারিকদের ২,২৩৭ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছিল। প্রকল্পগুলি থেকে আগামী ২০ বছরে ১৬,৯০০ কোটি টাকা মুনাফা করার আশা ছিল আদানি গোষ্ঠীর। সেই মামলায় আমেরিকার এক আদালত গৌতম আদানি সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। সেই পরোয়ানা কার্যকর করার দায়িত্ব আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের। কিন্তু তাদের তরফে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানাল কেন্দ্র।

ভাই-বোনের ব্যস্ততা...

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রিয়াংকা ও রাহুল। নয়াদিল্লিতে শুক্রবার।

কংগ্রেসের পাশে নেই 'ইন্ডিয়া'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের থেকে এবার দূরত্ব তৈরি করল তৃণমূল, সপার মতো ইন্ডিয়ার দলগুলি। শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি কাণ্ডে সরব কংগ্রেস। জেপিসি তদন্তের দাবিও তুলেছে তারা। কিন্তু প্রতিদিন আদানির কারণে সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলেছে বাকি বিরোধীরা। প্রথম দিন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র আদানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংসদ অবরুদ্ধ করার বিরোধিতা করেছিল। ইন্ডিয়ার অপর শরিক সপা বক্তব্য, 'আদানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ঠিকই। কিন্তু এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে এই একটি মাত্র ইস্যুতে সংসদ ভণ্ডুল করে দেওয়া অনৈতিক এবং সঠিক পথ নয়।' ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকদের বক্তব্য, 'সংসদ সুষ্ঠুভাবে চলতে দিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা সঠিক পথ হতে পারত এবং এর ফলে সরকারের ওপর বিভিন্ন ইস্যুতে চাপ বাড়ানো সম্ভব হতো।'

শুক্রবারও রাজ্যসভায় আদানি ইস্যুতে সরব হয় কংগ্রেস। সেই সময় সপা সাংসদরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও তারা কিন্তু কেউই আদানি ইস্যুতে রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি। পঞ্চম দিনেও, কার্যক্রম শুরুর আগে দিল্লির আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ দেখান আপের সাংসদরা। একই সময়ে লোকসভায় সপা সম্ভাল ইস্যুতে হট্টগোল শুরু করে। সেই সময় তৃণমূল সাংসদরা উঠে দাঁড়ালেও আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের পাশে ইন্ডিয়া জোটের কোন সাংসদকেই দাঁড়াতে দেখা যায়নি। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'সংসদ চালানো সরকারের দায়িত্ব, ট্রেজারি বেঞ্চের নয়। আমরা জনসাধারণের সমস্যা তুলে ধরছি।' তৃণমূল শিবিরের বক্তব্য, আদানি ইস্যুতে আমরাও আলোচনা চাই। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট দিন বরাদ্দ করা হোক। এইভাবে প্রতিদিন সংসদের কাজ বন্ধ রাখা উচিত নয়। তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরাও চাই আদানি ইস্যুতে আলোচনা হোক। বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে শুধু একটি ইস্যুতে সংসদ অচল রাখা যাবে না।'

উলটে গেল বাস, নিহত ১০

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা থেকে গোন্দিয়া যাচ্ছিল বাসটি। আচমকা বাসের সামনে চলে আসে একটি বাইক। বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাসচালক। রাস্তার পাশে উলটে যায় যাত্রীবোঝাই বাস। দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩০। ১৪ জনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসচালককে জেরা করছে পুলিশ।

রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসটি ভান্ডারা ডিপো থেকে গোন্দিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল। গোন্দিয়া-অর্জুনি সড়কে বিন্দ্রাভানা টোলা গ্রামের কাছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসের সামনের অংশটি দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮ যাত্রীর। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও ২ জন প্রাণ হারান।

দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন বিদায়ি উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে একটি বাস গোন্দিয়ায় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। কয়েকজন যাত্রী মারা গিয়েছেন। আমি মৃতদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমরাও শোকস্তব্ধ।' নিহতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মহারাষ্ট্রের বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।

তিন দশক পর ঘরে ফিরলেন অপহৃত তরুণ

গাজিয়াবাদ, ২৯ নভেম্বর : এ গল্প সিনেমাকেও হার মানায়। ৩১ বছর আগে ছোট বোনের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ফিরতে চায়নি ভীম সিং ওরফে রাজু। তারপর বাড়ি ফিরে আসতে তাঁর ৩১ বছর সময় লেগে গেল। সেদিনের সেই ছোট্ট রাজুর বয়স এখন ৩৯। তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে থ গাজিয়াবাদের খোদা থানার আধিকারিকরাও। তবে সব ভালো যার শেষ ভালো। পুলিশের তৎপরতায় টানা তিন দশক ধরে কার্যত ক্রীতদাসের মতো কাটানোর পর শেষমেশ রাজুর সঙ্গে পুনর্মিলন হয়েছে তাঁর পরিবারের।

ভীম ওরফে রাজু তাঁর বিচিত্র জীবনের কথা শুনিয়েছেন পুলিশকে। ৮ বছর বয়সে একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে বোনের সঙ্গে ছোট্ট রাজুর মারামারি হয়। সেই রাগে সে রাস্তাতেই বসে পড়ে। ফিরতে চায় না বাড়িতে। পালটা রাগ দেখিয়ে বোন হনহন করে এগিয়ে যায়। কতক্ষণ একটি পাথরের ঢিবিতে বসেছিল, খেয়াল নেই রাজুর। আচমকাই ট্রাকে চেপে কিছু লোক আসে ওই রাস্তায়। কিছু বোঝার আগেই তারা তাকে ট্রাকে তুলে চম্পট দেয়। এরপর রাজুকে রাজস্থানের জয়সলমেরে নিয়ে যায়।

সেই থেকে অন্ধকারের জীবন শুরু রাজুর। জয়সলমেরে তাকে জোর করে খামারে কাজ করানো হত। সারাদিন মেষ চরানোর পর খাবার বলতে দেওয়া হত দুটো রুটি আর এক বাটি জলের মতো ডাল। রাতে তার হাত-পা বাঁধা থাকত শিকলে, যাতে সে পালাতে না পারে।

বছরের পর বছর এই দুর্বিষহ জীবন কাটানোর পর একদিন এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয় রাজুর। রাজু তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যথাসাধ্য সাহায্য করার। এরপর একদিন সেই ব্যবসায়ী মেষ কিনতে এসে রাজুকে ট্রাকে লুকিয়ে দিল্লি নিয়ে যান। পরে তিনি তাকে তুলে দেন গাজিয়াবাদের ট্রেনে।

গাজিয়াবাদে পৌঁছে কিছুই চিনতে পারছিল না রাজু। পুরো শহরটাই অচেনা ঠেকছিল তার। এবার সহায় হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদেরই সাহায্যে সে খোদা থানায় পৌঁছোয় এবং তার জীবনের পুরো ঘটনা জানায়। এরপর খোঁজখবর করতে নামে পুলিশ। খুঁজতে খুঁজতে পুরোনো ফাইল থেকে ১৯৯৩ সালে রাজুর মায়ের দায়ের করা একটি পুরোনো নিখোঁজ ডায়ারির সন্ধান পান থানার আধিকারিকরা।

তলব পেয়ে থানায় ছুটে আসেন রাজুর মা। দেখামাত্র তিনি চিনতে পারেন নিজের সন্তানকে। এ কী চেহারা হয়েছে তোর! বলতে বলতে রাজুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা। ৩১ বছর পর চোখের জলে মধুর মিলন হয় মা-ছেলের।

ভোটের হারে প্রশ্ন প্রাক্তন সিইসি'র

কমিশনকে স্মারকলিপি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দেশের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি। ভোটদানের হারে কেন ফারাক থাকছে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রাক্তন সিইসি-র বক্তব্যকে সমর্থন করে নির্বাচন কমিশনের কাছে জরুরি ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে কংগ্রেস। ১২ পাতার ওই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ভোটদানের হার এবং গণনা প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুতর অসামঞ্জস্য রয়েছে। তাদের অভিযোগগুলি তদন্ত করতেও বলেছে কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, প্রথমে একতরফাভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রত্যেকটি নির্বাচনি কেন্দ্রে ১০ হাজারেরও বেশি ভোটারের নাম যুক্ত করা হয়েছে। ভোটের হারের তারতম্য থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, যাঁরা এমভিএ-র ভোটার বা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাঁদের নাম এবং ভোট কমানো হয়েছে। ২০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে একদফায় ভোট হয়েছিল।

কুরেশি বলেছেন, বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৫৫ শতাংশ। কিন্তু তার পরের দিন নির্বাচন কমিশনের তরফে যে চূড়ান্ত ভোটদানের হার জানানো হয়েছিল তাতে দেখা যায়, সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ শতাংশ। এই ফারাক কেন হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কুরেশি। তিনি বলেন, 'ভোটদানের হার হিসেবে যেটা নথিভুক্ত হয় সেটা রিয়েল টাইম ডেটা। সেটা পুরোপুরি বদলে যাওয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে।'

তাঁর কথায়, 'আমরা যখন ভোট দিই তখন ১৭এ নামে একটি

ফর্ম থাকে। প্রিসাইডিং অফিসার আমাদের উপস্থিতি নির্ধারণ করেন। দিনের শেষে সারাদিনের তথ্যের সঙ্গে ১৭সি ফর্ম ফিল আপ করা হয়। তারপর প্রার্থীদের এজেন্টদের সই নেওয়া হয় তাতে। তারপরই প্রিসাইডিং অফিসার বাড়ি যান। ১৭সি ফর্মে ভোটের দিনের রিয়েল টাইম ডেটা নথিভুক্ত করা হয়। তাহলে সেই তথ্য পরের দিন বদলে যায় কীভাবে সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।' কুরেশি জানান, বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের মুখ খোলা উচিত। সারা দেশে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ ছড়াচ্ছে। এমনটা চলতে থাকলে সমগ্র প্রক্রিয়ার ওপর থেকেই মানুষের বিশ্বাস চলে যাবে। লোকসভা ভোটের সময়ও প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত ভোটদানের হার নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। সেইসময় অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর তরফে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাতে প্রতি দফার ভোটের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বুথপিছু ভোটদানের হার প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের তরফেও আপত্তি জানানো হয়েছিল।

এদিকে কংগ্রেস যেভাবে ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হয়েছে তাতে দলের অন্দরেই ভিন্ন মত শোনা যাচ্ছে। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রে হারের জন্য সরাসরি ইভিএমকেই দায়ী করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম মনে করেন, হারের জন্য ইভিএমকে দায়ী করা ঠিক নয়। একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'ইভিএম নিয়ে কিছু সংশয় রয়েছে ঠিকই। এলন মাস্ক নিজেও ইভিএম নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ইভিএম নিয়ে আমার কোনও খারাপ অভিজ্ঞতা নেই।' তাঁর ছেলে তথা কংগ্রেস সাংসদ কার্তিও ইভিএমে কারচুপির অভিযোগের সঙ্গে একমত নন।

ছন্দে ফিরছে জিরিবাম

ইম্ফল, ২৯ নভেম্বর : টানা ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে মণিপুরের জিরিবাম জেলা। সকাল ৫টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল করার পর শুক্রবার খুলেছে স্কুল-কলেজ। খোলা দোকান-বাজার। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাজিরাও ছিল স্বাভাবিক। কাজ করছে মোবাইল ইন্টারনেট। সচল গণ পরিবহণব্যবস্থা।

এদিন বিভিন্ন এলাকায় পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে রাস্তার পাশে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে। তবে জেলাজুড়ে নিরাপত্তার কড়াকড়ি বজায় রেখেছে প্রশাসন। হিংসা প্রভাবিত ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, বিষ্ণুপুর, কাকচিং, থৌবাল এবং জিরিবামে নতুন করে গণ্ডগোলের খবর নেই বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। চলতি মাসের ১১ তারিখে জিরিবামে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১১ জন সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল। ১৬ নভেম্বর জিরি ও বরাক নদী থেকে ৩ জন নারী ও ৩টি শিশুর দেহ উদ্ধারের পর থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে জিরিবাম সহ ইম্ফল উপত্যকার বিস্তীর্ণ অংশ। কুকি-জো ও মেইতেই দু-পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা, পালটা হামলার অভিযোগ তুলেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মণিপুরে বাড়তি ১০ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

ক্ষমা চাইলেন পুতিন

বার্লিন, ২৯ নভেম্বর : ১৭ বছর আগের কথা। সোচিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলার অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। সেইসময় তাঁর পোষ্য ল্যাব্রাডর কোনিকে এনে মার্কেলকে চমকে দিয়েছিলেন পুতিন। কুকুরকে ভয় পাওয়া মার্কেল তখন কিছু না বললেও মঙ্গলবার প্রকাশিত স্মৃতিকথায় কোনি প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রাক্তন জার্মান চ্যান্সেলারের দাবি, তাঁর কুকুর ভীতির বিষয়টি আগেই রুশ আধিকারিকদের জানানো হয়েছিল। তারপরেও কোনিকে নিয়ে বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন পুতিন।

বিষয়টি জানতে পেরে মার্কেলের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আগেই মার্কেলকে বলেছিলাম যে তাঁর কুকুর ভীতির কথা আমি জানতাম না। জানলে কখনই এটা করতাম না। আমি আবার তাঁকে বলছি, অ্যাঞ্জেলা দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলার কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না।'

আড়াই বছরে সর্বনিম্ন জিডিপির হার

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে নজিরবিহীন পতন ঘটল জিডিপির। শুক্রবার ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস জানিয়েছে, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) হার ৫.৪ শতাংশ। গত আড়াই বছরের নিরিখে যা সবচেয়ে কম। এর আগে করোনা-লকডাউনের রেশ ধরে ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩ শতাংশ। গত বছর এই সময় ভারতের জিডিপির হার দাঁড়ায় ৮.১ শতাংশ। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে তা কমে ৬.৭ শতাংশ হয়েছিল। এবার সেটা আরও কমেছে। যদিও বিশ্বের জিডিপি তালিকায় এখনও পয়লা নম্বর স্থানটি ধরে রেখেছে ভারত। তালিকায় দ্বিতীয় চিনের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৪.৬ শতাংশ।

ভারতের জিডিপি পতনের হার যে এই স্তরে পৌঁছোবে কোনও আর্থিক সংস্থার পূর্বাভাসে সেটা বোঝা যায়নি। নভেম্বরের শুরুতে গবেষণা সংস্থা ইক্রা চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৬.৫ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস জারি করেছিল। বাস্তবে পতনের হার সেই অনুমানকে ছাপিয়ে গিয়েছে। জিডিপির হার যে নিম্নমুখী হবে কয়েকমাস ধরে সেই আশঙ্কার কথা বলছিলেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমা থেকে স্পষ্ট যে সাধারণ মানুষের আয়ের উৎসে চাপ তৈরি হয়েছে। বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির হার আশাজনক না হওয়া যার একটি কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে চাহিদা কমায় উৎপাদন কমিয়েছে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা। বাজারে যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের জিডিপিতে কৃষিক্ষেত্রের মোট মূল্য সংযোজন বা গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ)-এর পরিমাণ ৩.৫ শতাংশ। প্রথম ত্রৈমাসিকে যা ছিল ২ শতাংশ। তবে উৎপাদন খাতের অবদান ৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২.২ শতাংশ।

পরাজয় থেকে শিক্ষা নিক দল খাড়গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত হার থেকে কংগ্রেসকে শিক্ষা নেওয়ার বার্তা দিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার এআইসিসির সদরদপ্তরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তথা ঐক্যের অভাবকে প্রধান দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'ঐক্যের অভাব এবং নেতাদের পরস্পরবিরোধী মন্তব্য দলকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই না করি এবং একে অপরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা বন্ধ না করি, তাহলে কীভাবে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করব?' তিনি বলেন, 'শৃঙ্খলা মেনে চলা খুব জরুরি। যে কোনও পরিস্থিতিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের সহযোদ্ধাদের কঠোর নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাই না। সবার বোঝা দরকার কংগ্রেসের জয় আমাদের জয় এবং পরাজয় আমাদের হার। আমাদের শক্তি দলের শক্তি।' খাড়গে স্বীকার করেন, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নতুন উদ্দীপনায় ফিরে এসেছিল, তবে তিন রাজ্যের নির্বাচনি ফলাফল দলের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট চারটি রাজ্যের মধ্যে দুটিতে সরকার গঠন করলেও আমাদের পারফরমেন্স প্রত্যাশার নীচে রয়েছে। এই ফলাফল আমাদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।'

তাঁর বক্তব্য, 'নির্বাচনের ফল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। সাংগঠনিক স্তরে দুর্বলতা দূর করতে হবে। এই ফলাফল আমাদের কাছে একটি বার্তা।' নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি কংগ্রেসের পক্ষে ছিল, তবে অনুকূল পরিবেশ থাকলেই জয় নিশ্চিত হয় না।

খাড়গে বলেন, 'আমাদের সংগঠনকে বুথস্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করতে হবে। ভোটার তালিকা তৈরি থেকে গণনা পর্যন্ত সতর্ক, সজাগ এবং মনোযোগী থাকতে হবে। আমাদের প্রস্তুতি এমন হওয়া উচিত যে, শুরু থেকে ভোটগণনা পর্যন্ত আমাদের কর্মী এবং সিস্টেম নিখুঁতভাবে কাজ করে। অনেক রাজ্যে আমাদের সংগঠন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। সংগঠনকে শক্তিশালী করা এখন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।'

উত্তালের অন্তরঙ্গ আলোকবৃত্তে নারী

জমজমাট।। শিলিগুড়িতে উত্তাল নিবেদিত 'সুটকেস' নাটকের একটি মুহূর্ত।

নাটকে প্রতিবাদের ভাষাই হোক, বা জীবন বোধের গভীর কথা, সেই বার্তায় স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় যদি মিলে যায় তাহলেই সেটা সোনায় সোহাগা হয়ে ওঠে। সম্প্রতি 'উত্তাল' উদ্যোগে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে দশম বর্ষ প্রদীপ লাহিড়ি স্মারক অন্তরঙ্গ নাট্য আয়োজনে একদিনে পাঁচটি নাটক হয়ে গেল। আয়োজক সংস্থা উত্তাল ছাড়াও এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিল জলপাইগুড়ির 'মুক্তাঙ্গন' ও কালিয়াগঞ্জের 'বিচিত্রা'। সঙ্গে ছিল অয়নিকা চক্রবর্তী ও সেরিনা রায়ের নৃত্যের অনুষ্ঠানও।

মঞ্চের মায়া কাটিয়ে ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরিয়ে ধারাবাহিক নাট্য উৎসব চালিয়ে যাওয়ার নজির উত্তরবঙ্গে খুব বেশি নেই। বিকল্প মঞ্চের আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গত ১০ বছর ধরে এই কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। আসলে পায়ে পায়ে ৪৭ বছর পেরিয়ে উত্তাল আজও যেমন মঞ্চে সজীব, তেমনই প্রসেনিয়ামের বাইরে পথে, মুক্তমঞ্চে, অন্তরঙ্গে সব আঙ্গিকেই সমান সক্রিয়। উত্তালের কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব পলক চক্রবর্তীর এ এক নীরব লড়াই।

অন্তরঙ্গ নাট্যের অনুষ্ঠানে প্রথম নাটক ছিল রিনা ভারতীর পরিচালনায় জলপাইগুড়ি 'মুক্তাঙ্গন'-এর 'আমিই দুর্গা'। এই নাটকে সেইসব লড়াকু নারীর কথা উঠে এসেছে যাঁরা প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সংসার চালান এবং নিজে রোজগার করে সন্তান মানুষ করেন কিন্তু সম্মান পান না। এই দলের দ্বিতীয় নাটকে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে। দুটো নাটকে অভিনয়ে ছিলেন রিনা ভারতী, গৌরব চক্রবর্তী, শ্রেয়া পাল, ভূমি ঘোষ, ঋদ্ধিমান দাস, অনুষ্কা মালাকার, স্নেহা রায়, কাজল দাস, রুশিকা মণ্ডল, ইয়ান ধর, রাজদীপ বৈশ্য এবং সায়ন্তিকা চন্দ।

কালিয়াগঞ্জের 'বিচিত্রা'র সংগ্রামী ভট্টাচার্য ও অরিন্দম ঘোষ তাঁদের দুটো নাটকেই মানুষের আত্মচেতনার উপলব্ধির কথা বলেছেন। এক সাংবাদিকের জীবনের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে নাটক 'তুরুপের তাস' আবর্তিত হয়েছে। পরের নাটক ছিল 'গিরগিটি'। একজন ব্যক্তি নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করেন গিরগিটি রূপে। তাঁর মনে হয় যেন সময়ে সময়ে রং পালটে তিনি গিরগিটির মতো বাঁচছেন। আসলে আমরা সকলেই যেন একেকটা গিরগিটি। শুধু স্থানভেদে আমাদের স্বার্থের রং পরিবর্তন হয় মাত্র! নাটক দুটি লিখেছেন পত্রাবলী চক্রবর্তী।

নাট্যকার বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষে তাঁর লেখা 'সুটকেস' নাটক এদিন পলক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মঞ্চায়ন করে 'উত্তাল'। মধ্যপন্থী সুযোগসন্ধানীরা সবসময় সুবিধাবাদী হন। তাঁরা নিজের সত্তাকেও বিকিয়ে দিতে পিছপা হন না। আপসের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার এই আন্দোলনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় এক নারী। বিয়াল্লিশের আন্দোলন ছুঁয়ে দু'হাজার চব্বিশে এসে এই নাটক কোথাও যেন এই সময়ের নারীদের লড়াইকেই মর্যাদা দেয়। অভিনয়ে ছিলেন স্বরূপ দে, শ্রেয়া দত্ত, দেবরাজ পূর্বে ও দুর্গাশ্রী মিত্র। উত্তালের এই অন্তরঙ্গ নাট্য আয়োজনে দশ বছরে প্রায় পঁচিশটি নাট্যদল পঞ্চাশটিরও বেশি প্রযোজনা এখানে প্রদর্শন করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তালের পক্ষ থেকে 'অমল চক্রবর্তী স্মারক সম্মান' দেওয়া হয় অভিনেত্রী যূথিকা নন্দীকে। সব মিলিয়ে নারী ছিল এদিনের অন্তরঙ্গ আয়োজনের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

- *ছন্দা দে মাহাতো*

আরোগ্য কামনা

ইসলামপুরের বর্ষীয়ান ক্যানসার আক্রান্ত সংগীতশিল্পী স্বপ্না উপাধ্যায়ের বাসভবনে শিল্পীর আরোগ্য কামনায় এক মুঠো রোদের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় 'সেরে উঠুন শিল্পী , ছন্দে ফিরুন' শীর্ষকের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রকাশিত হল এ বছরের 'এক মুঠো রোদ' শারদ সংখ্যা। দ্বিজেন পোদ্দারের সভাপতিত্বে এই অভিনব কর্মসূচিতে প্রথমে রামগঞ্জের সদ্যপ্রয়াত কবি ও সম্পাদক প্রণবকুমার দেবনাথ সহ এই সময়ে প্রয়াত সৃষ্টিশীল ব্যক্তিবর্গের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। এরপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিজয় দাস। শিল্পীর সুস্থতা ও ছন্দে ফিরে আসার কামনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রদীপকুমার সিনহা, উত্তমকুমার সরকার, ভবেশ দাস, সনাতন দাস, সুদীপ্ত ভৌমিক, ডঃ বাসুদেব রায়, নিশিকান্ত সিনহা প্রমুখ। স্বরচিত সাহিত্য পাঠ করেন মৌসুমি নন্দী, সর্বাশীষকুমার পাল, নিশিকান্ত সিনহা, দ্বিজেন পোদ্দার, সুদীপ্ত ভৌমিক প্রমুখ। বেহালা বাজিয়ে শোনান ডঃ বিনয়ভূষণ বেরা। সংগীত পরিবেশন করেন মনোনীতা চক্রবর্তী, আবীরা সেনগুপ্ত এবং স্বপ্না উপাধ্যায়। আবৃত্তি পরিবেশন করে শিশুশিল্পী সমৃদ্ধ দাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিজয় দাস ও প্রসূন শিকদার। সবকিছু দেখে অভিভূত স্বপ্না বললেন, 'আমি ছন্দে ফিরবই।'

– *সম্পা পাল*

সাহিত্য আড্ডা

সম্প্রতি কোচবিহারের ছাটগুড়িয়াহাটিতে গবেষণাধর্মী জার্নাল 'খোলা চোখে' দপ্তরে বসেছিল মনোজ্ঞ সাহিত্য আড্ডার আসর। মুর্শিদাবাদ থেকে এই আড্ডায় এসেছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, লেখক ও গবেষক ডঃ সায়ন্তন মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক ও গবেষক ডঃ তপন দাস, কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক সঞ্জয় মল্লিক, প্রকাশক শচীন বর্মন। এছাড়াও ছিলেন 'খোলা চোখে'-র সম্পাদক প্রাবন্ধিক ও কবি বিদ্যুৎ সরকার, সহ সম্পাদক, প্রাবন্ধিক ও কবি অভিজিৎ দাশ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কবি বিকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ। আড্ডার আলোচনায় উঠে আসে দুই জেলার প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুর্শিদাবাদ-কোচবিহার যোগ, বাংলা ভাষার ধ্রুপদি ভাষা হয়ে ওঠা ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিভিন্ন দিক সহ সমকালীন বিভিন্ন বিষয়। এছাড়াও 'খোলা চোখে'-র বিগত প্রকাশিত সংখ্যাগুলি ও আগামী প্রকাশিতব্য সংখ্যার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

–*পার্থ চক্রবর্তী*

প্রথম বর্ষপূর্তি

কিছুদিন আগে 'একফালি জানালা'র মুক্ত লাইব্রেরির প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ঠিকনিকাটা জুনিয়ার হাইস্কুলের সভাকক্ষে। উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিশিষ্ট কবি প্রেমানন্দ রায়। স্বাগত ভাষণ দেন একফালি জসনালর সভাপতি অতুলচন্দ্র রায়। বক্তব্য রাখেন ডাঃ বিপুল পাল, দেবী প্রসন্ন আচার্য, অনিল সাহা, অরুণকুমার সরকার, দেবলাল সিংহ। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে শোনান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত বাচিকশিল্পী অরুময় চক্রবর্তী ও মানিক দাস। সংগীত পরিবেশন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, মীরা রায়, শুক্লা সিংহ, মুনমুন নারায়ণ। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'পুতুল কথা' কৌতুকনাট্য। পরিবেশন করেন রামপ্রসাদ ব্যানার্জি। সঞ্চালনায় ছিলেন পরিমলচন্দ্র রায়।

–*খোকন সাহা*

গানে গানে : *সম্প্রতি কোচবিহার সাহিত্যসভা অডিটোরিয়ামে সান্ধ্যকালীন আয়োজনে গানের ভুবন সংগীত সংস্থা একটি সংগীতমুখর মঞ্চের উপহার দিল। অনুষ্ঠানে সংস্থার শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমন্ত্রিত শিল্পীরা মঞ্চ মাতালেন। কোচবিহারে সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে জড়িত দীপায়ন ভট্টাচার্য, শম্পা ব্যানার্জি, মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল, চায়না চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে সংস্থা সম্মাননা তুলে দেয়। আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন প্রজ্ঞামিতা গোস্বামী, সন্তোষ মজুমদার, দেবলীনা নন্দী প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা শোনান মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল। আবৃত্তিতে মুগ্ধ করেন চায়না চট্টোপাধ্যায়। ছন্দ মেলা শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীরা নৃত্যছন্দে মাতিয়েছেন। পরিচালনায় ছিলেন সব্যসাচী কর্মকার। পরিমিত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানকে গতিমুখর করেন অদ্রিজা ঘোষ ও স্তুতি ঘোষ।*

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

গৌরবময় ২৫

ময়নাগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি সতী সেনগুপ্তের স্মৃতিতে ১৯৯৯ সালে ময়নাগুড়ি শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতীন্দ্র প্রসাদ মেমোরিয়াল শিক্ষানিকেতন যা এসপিএম শিক্ষানিকেতন নামে পরিচিত। প্রয়াত সতী সেনগুপ্তের সম্পাদনায় একসময় প্রকাশিত হত পাবক পত্রিকা। সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যের হাতেখড়িও হয়েছিল তাঁর হাত ধরেই। এসপিএম শিক্ষানিকেতনের এ বছর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মারক পত্রিকা 'আরোহণ' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'সতীন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি স্মারক সম্মান ২০২৪' ও 'সতীন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি মেধা সম্মান ২০২৪' প্রদান করা হয়। শিশুদের মায়েদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে 'সেরা মা'-এর পুরস্কার দেওয়া হয়। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সহ বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিখ্যাত ওড়িশি নৃত্যশিল্পী মৌমিতা রায় ও সংগীতশিল্পী ময়ূরী দে।

–*অভিরূপ দে*

যৌথ উদযাপন

'মল্লার' এবং 'এক পশলা বৃষ্টি' পত্রিকা দুটির যৌথ উদ্যোগে 'পথ চলার যৌথ উদযাপন' সাহিত্যানুষ্ঠান কিছুদন আগে আয়োজিত হল আলিপুরদুয়ারে। 'মল্লার' পত্রিকার ৩০ বছর পূর্তি এবং 'এক পশলা বৃষ্টি' পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রথমে বক্তব্য রাখেন লোকসংস্কৃতি গবেষক ও বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ এবং কবি শিশির রায় নাথ। পত্রিকা দুটির বিষয়ে শুভেচ্ছাবার্তা জ্ঞাপন করেন প্রাবন্ধিক রণজিৎ মালাকার, কবি কল্যাণ হোড় সহ অন্যরা। 'মল্লার' পত্রিকার যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনা করেন কবি শৌভিক দে সরকার। পাশাপাশি 'এক পশলা বৃষ্টি' পত্রিকার যাত্রাপথের চালচিত্র তুলে ধরেন ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস। এছাড়া, শুভময় সরকারও ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুবাদ কবিতা পাঠ করেন ডঃ সুতপা সাহা। নীড় আবৃত্তিচর্চা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা সম্মিতি কবিতা কোলাজ উপস্থাপন ছিল উল্লেখযোগ্য। কবি উত্তম চৌধুরী, অপূর্বকুমার চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, বাবলি সাহা, শৌভিক বণিক প্রমুখ কবিতা পাঠ করে শোনান।

–*আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

আবৃত্তির টানে

আবৃত্তি পরিষদ নিয়ে এল বর্ণিল কথামালা। হেমন্তের আকাশজুড়ে যখন শীত পাখিদের সমারোহ তখন জোছনামাখা চান্দ্রেয়ী আকাশের নীচে উত্থিত হল শব্দকথার উৎসব। সে উৎসবের আয়োজক ও অন্য শিল্পীরা মেলে দিল অজস্র কবিতার ঝাঁপি। রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যায় ইসলামপুরের মুক্তমঞ্চে আয়োজিত কবিতায় মোড়া একটা সন্ধ্যা যেন নিয়ে এল এক অনন্য জগৎকে। আয়োজক সংস্থার কর্ণধার অনিন্দিতা বিশ্বাস তাঁর উচ্চারণে রেখে গেলেন বাচিকশিল্পের উদ্ভাসকে। খুদে থেকে বড়দের একাধিক উচ্চারণে মন্দ্রিত হল এই উৎসব। খুদেদের সহজপাঠ শীর্ষক পর্ব বেশ লেগেছে সবার। শিল্পীদের কণ্ঠে আবোল-তাবোল, বাংলার মুখ, আগডুম-বাগডুম, নাসিক হইতে খুড়োর পত্র বেশ সুন্দর পরিবেশনা। সমবেত বিদ্রোহী কবিতা বেশ সুন্দর উপস্থাপনা। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সুশান্ত নন্দীর স্বরচিত কবিতা ছিল সাবলীল। অনিন্দিতা বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের শ্রুতিনাটক বেশ সুখশ্রাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারত তীর্থ দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

–*সুরমা রানী*

আলোচনা সভা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতেই হবে। এই আপ্তবাক্যকে স্মরণে রেখে চন্দননগর মৎস্যনিলয় আয়োজন করেছিল এক আলোচনাচক্রের। চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামের অঙ্গনে। মৎস্যনিলয়ের কর্ণধার পতিতপাবন হালদার জানান পরিবেশ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বোঝাপড়ার একটি ব্যবস্থা গড়ে ওঠার লক্ষ্যে তাঁরা নিয়মিত জনসচেতনতার উদ্যোগ নিয়েছেন। পরিবেশ প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, রঙিন মাছ সহ জলজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রাত্যহিক জীবনযাপন নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করে চলেছে।

–*অন্বয় মুখোপাধ্যায়*

আলিপুরদুয়ারে তারুণ্যের ছোঁয়া

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে প্রকাশিত হল নতুন সাহিত্য পত্রিকা 'তারুণ্যের ছোঁয়া'। বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষের হাত ধরে পত্রিকার মোড়ক উন্মোচিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক সত্যজিৎ রায় এবং সহ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কর অধিকারী দুজনেই আলিপুরদুয়ার কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। সত্যজিৎ কবিতায় এবং প্রিয়ঙ্কর গল্পে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাঁরা জানান, এই পত্রিকা নতুন প্রজন্মকে সাহিত্য রচনা এবং পাঠে উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়েই এই পত্রিকার পথে নামা।

–*দামিনী সাহা*

ভিন্ন স্বাদের চারটি বই

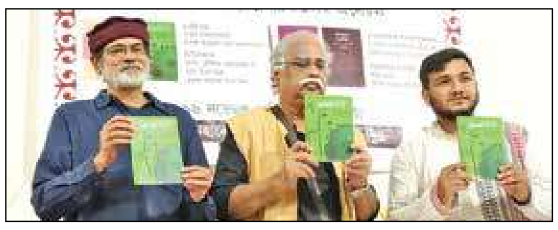

প্রতিষ্ঠার দশম বর্ষে প্রয়াস প্রকাশনীর প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে। বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে সভায় প্রকাশ পেল চারটি ভিন্ন স্বাদের বই। সৌম্য বসু সম্পাদিত 'ঔপনিবেশিক বাংলায় মুসলমান' ও শংকর ঘোষের 'মহাকাশের জ্যামিতি' ছাড়াও শিলিগুড়িনিবাসী কৌশিক জোয়ারদারের কবিতা গ্রন্থ 'চিড়িয়াখাতা' প্রকাশ পেল প্রখ্যাত শিল্পী হিরণ মিত্রের হাতে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী শ্রী মিত্র। আজব এই পুস্তকে বিভিন্ন পশুপাখিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করে যেন মনুষ্যচরিত্রেরই বিভিন্ন দিকের উন্মোচন করা হয়েছে- লেখক ও আলোচকদের বক্তব্যে এমন তথ্যই উঠে আসে। উত্তরবঙ্গেরই আরেক সন্তান অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিরিশটি গল্প' বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের কবিতা ও গল্প পাঠ ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। প্রকাশনার অন্যতম কর্ণধার ও কবি সেলিম মণ্ডলের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় এই গ্রন্থ প্রকাশ আয়োজন।

–*নিজস্ব প্রতিবেদন*

বইটই

নজরে ওঁরা

কলমের পাশাপাশি শিল্পের নানা ধারায় বেশ জোর ছিল জগন্নাথ বিশ্বাসের। অন্যদিকে, দিব্যেন্দু সেন (রানা) ছিলেন বহু সংগ্রামের কান্ডারি। তাঁদের স্মৃতিচারণ করেছেই **সংস্কৃতি সংহতি**র বিশেষ সংখ্যা **দিব্যেন্দু সেন (রানা) ও জগন্নাথ বিশ্বাস শতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা–২০২৪**। তাঁদের স্মৃতিচারণার পাশাপাশি নানা বিষয় ধরা দিয়েছে পত্রিকার হেমন্ত সংখ্যায়। জগন্নাথ বিশ্বাস মানুষটি ঠিক কেমন ছিলেন তা পরিষ্কার হয় তাঁকে নিয়ে অর্ণব সেনের লেখায়। রানাকে নিয়ে মানস ভট্টাচার্য, গৌতম সরকারদের লেখা বহু অজানা তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরে। বেশ কিছু কবিতা, গল্প পাঠকদের উপরি পাওনা।

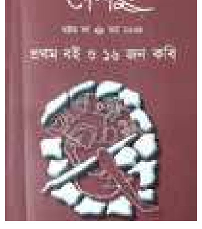

স্বার্থক প্রচেষ্টা

প্রথম বই। গুণগত মানে তা কতটা উত্তীর্ণ তা নিয়ে হয়তো প্রশ্ন থাকলেও তাতে মিশে থাকা আবেগে যে কোনও ভেজাল নেই সেটা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। মাধবী দাস সম্পাদিত **নতুন গোল্লাছুট** পত্রিকার অষ্টম বর্ষ সংখ্যা সেটাই প্রমাণ করল। **প্রথম বই ও ১৬ জন কবি** শীর্ষক এই সংখ্যায় কলম ধরেছেন যশোধরা রায়চৌধুরী, মন্দাক্রান্তা সেন, পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়, মধুমিতা চক্রবর্তী, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, রিমি দে, রত্নদীপা দে ঘোষ, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, শ্যামশ্রী রায় কর্মকার, বেবি সাউ, জয়শীলা গুহ বাগচী, মনোনীতা চক্রবর্তী, পাপড়ি গুহ নিয়োগী ও মাধবী দাস।

অনন্য লেখনী

'ভালো থাকার মন্ত্র কোথায় খুঁজে বেড়াও/সে যে আছে নিজের কাছে।' লিখেছেন প্রকাশচন্দ্র শাসমল। **ওরা বেঁচে থাকে** শীর্ষক তাঁর কবিতার বইয়ে। পূর্ব মেদিনীপুরে জন্ম। পরে শিলিগুড়িতে এসে এখানে পড়াশোনা শেষে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। সাতের দশক থেকে কবিতা লিখছেন। ছোটদের গল্প, ছড়া, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাসও বহু লিখেছেন। শিলিগুড়ি সহ গোটা রাজ্যের নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশের নানা লেখা ঠাঁই পেয়েছে। দুটি গানের অ্যালবামে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয়ও সারা। নবম কাব্যগ্রন্থটির সব মিলিয়ে ৩৯টি কবিতার সংকলন। প্রতিটিই মনকে সমানভাবে ছুঁয়ে যায়।

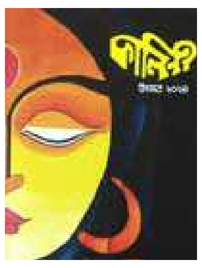

উৎসবের আমেজ

উৎসবের মরশুমের অনেকটাই শেষ। নিশিকান্ত সিনহা সম্পাদিত **কালিনী** পত্রিকার **উৎসব সংখ্যা**র সূত্রে উৎসবের আমেজ কিন্তু এখনও বজায় টানটান। বরাবরের মতোই পত্রিকার এবারের উৎসব সংখ্যাও প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় ঠাসা। দেবব্রত চাকির লেখা 'পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পটভূমিতে কোচবিহার, ইসলামপুর ও পুরুলিয়া' প্রবন্ধটি বহু অজানা তথ্যের জানান দেয়। উমেশ শর্মার লেখা 'বাংলা বিহার সীমান্তের চুরলি এস্টেট' লেখাটিও বেশ। সুদীপ্ত ভৌমিকের লেখা 'ভালোবাসা' গল্পটি মানবিক সম্পর্কের এক অন্য গল্প বলে। সবাই যাতে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য কলমের মাধ্যমে তাঁদের প্রচেষ্টা জারি থাকবে বলে সম্পাদকের আশ্বাস।

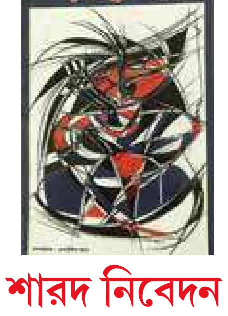

শারদ নিবেদন

আরও একটি **পুজো সংখ্যা** পাঠকদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের মন ভরাল দেবাশিস দাস সম্পাদিত **বিবৃতি** পত্রিকা। জীবন আলেখ্য, কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, অণুগল্প, রম্যগল্প, অনুবাদ কবিতা, আঞ্চলিক ভাষার কবিতা, ভ্রমণের মতো নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে পত্রিকার উৎসব সংখ্যা বরাবরের মতোই জমজমাট। রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে যশোধরা রায়চৌধুরীর লেখাটি বেশ। উৎপল ঝা'র লেখা 'হারানো বই ও নটী বিনোদিনী দাসী' অনেক অজানা কিছুকেই স্পষ্ট করে। কোচবিহার রাজ্যের ভোট নিয়ে জয়ন্ত গুহঠাকুরতার লেখাটি বেশ অন্য ধরনের। সম্পাদকের লেখা রম্যগল্পটি মন ভরায়।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

রবির ভবিষ্যতে শনির ছায়া

মেয়াদ না বাড়ায় মুখ পুড়ল চেয়ারম্যানের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ নভেম্বর : কোচবিহার রাসমেলা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে পুরসভার দ্বন্দ্বে চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষই গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। তিনি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একজন মন্ত্রী ছিলেন। বহু বছর তৃণমূলের কোচবিহারের জেলা সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। বর্তমানে তিনি পুরসভার চেয়ারম্যান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সখ্য সকলেরই জানা। সেই রবীন্দ্রনাথই রাসমেলা শুরুর আগে তার মেয়াদ নিয়ে প্রশাসনকে কার্যত 'চ্যালেঞ্জ' ছুড়ে দিয়েছিলেন। প্রশাসন মেয়াদ না বাড়ালে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই বহাল থাকল। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে তেমন কিছু বলতে চাননি। তিনি দাবি করেন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মেলা বাড়ানোর কথা বলেছিলাম।

কয়েকবছর আগেও রবীন্দ্রনাথের কথাতেই জেলা শাসক, পুলিশ সুপাররা চলতেন বলে অভিযোগ তুলতেন বিরোধীরা। তাহলে হঠাৎ কী হল? প্রতিবছর যেখানে মেলার মেয়াদ বাড়ানো হয় সেখানে এবছর বাড়ানো তো দূরের কথা উলটে গতবারের তুলনায় পাঁচদিন কমেছে। গতবছর ২০ দিনের মেলা হলেও এবার ১৫ দিন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বারবার পাঁচদিন মেলা বাড়ানোর দাবি তুললেও প্রশাসন তা মানেনি। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের গুরুত্ব কমার বার্তাই সকলের কাছে পৌঁছাল। যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অনেকটাই প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'মেলা বাড়লে তৃণমূলের নেতাদের পকেট কিছুটা গরম হবে। তাই তাঁরা মেলা বাড়ানোর জন্য প্রথম থেকেই দাবি তুলছেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এখন তৃণমূলে ব্রাত্য তাই জেলা শাসক, পুলিশ সুপাররা তাঁকে গুরুত্ব দেন না।'

গত বছর ২০ দিন ধরে রাসমেলা হয়েছিল। এবার ১৬ নভেম্বর রাসমেলা শুরু হয়েছে। মেলা শুরুর আগেই সব দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে বৈঠকে ১৫ দিনের মেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সময় কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান ২০ দিনের মেলা করার দাবি জানান। কিন্তু জেলা শাসক, পুলিশ সুপার তা মানেননি। পরবর্তীতে পুরসভার বৈঠকে একাধিকবার মেলা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তা প্রশাসনের আধিকারিকদের জানানো হয়। কিন্তু তাতেও বরফ গলেনি। কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শনিবার মেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মেলা নিয়ে বেশি কিছু বলতে রাজি নন। তিনি বলেছেন, 'ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আমি এখনও চাই মেলার মেয়াদ বাড়ুক। যা বলার শনিবার বলব।' ব্যবসায়ীরা অবশ্য মেলা বাড়ানোর পক্ষে। তাঁদের অভিযোগ, এবার মেলার সময় মাসপয়লা পাওয়া যায়নি। মেলা কয়েকদিন বাড়ানো হলে মাসপয়লা পাওয়া যেত। তাতে ব্যবসা ভালো হত। রাসমেলা মাঠের শীতবস্ত্র বিক্রেতা শ্যামল বণিকের বক্তব্য, 'এবার সেরকম শীত না থাকায় এমনিতেই শীতবস্ত্র বিক্রি কম। তার মধ্যে মাসপয়লা পাওয়া যায়নি। মেলা না বাড়ানোয় এবার সেরকম ভালো ব্যবসা হল না।'

অনেক সমস্যায় মালবাজারের রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র। - সংবাদচিত্র

কর্মী নেই, মেলে শুধু লাল ওষুধ

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৯ নভেম্বর : দুই বছর হল মালবাজারের রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অপারেশন বন্ধ। কর্মী তো নেইই। তার ওপর ভেঙে পড়েছে অপারেশন ভবনও। সংস্কারের অভাবে ভগ্নদশা হয়ে গিয়েছিল ভবনটির। এরপর একটা সময় আস্ত বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ে। তবু যেন হুঁশ নেই প্রশাসনের। বর্তমানে অন্য একটি ভবনে কোনওরকমে পরিষেবা চলছে। ওই প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। কেউ বলছে পরিষেবার নামে দেওয়া হয় শুধু লাল ওষুধ। আবার কেউ বলছে পশুপাখিদের জন্য কোনও বেডের ব্যবস্থা নেই। এতে তিতিবিরক্ত সকলে।

পশুপ্রেমী তথা মাউন্টেন ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বরূপ মিত্রের কথায়, 'এই হাসপাতালে যতবার পশুপাখি নিয়ে গিয়েছি ততবারই নিরাশ হয়েছি। স্যালাইন, ইনজেকশন সবই কিনে নিয়ে আসতে হয়। কোনও কর্মী নেই। লাল ওষুধ ছাড়া তাঁদের কাছে কোনও ওষুধ পাওয়া যায় না।'

এই নিয়ে জলপাইগুড়ির প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডাক্তার নবনীত কর বলেন, 'কর্মী না থাকার বিষয়টা আমি জানি। আমি ইতিমধ্যে কলকাতায় হেড অফিসে চিঠি করেছি। তবে ওষুধ নেই এটা ঠিক নয়। যথেষ্ট ভালো ওষুধই দেওয়া হয় হাসপাতাল থেকে। পরিকাঠামোগত বিষয়গুলি নিয়ে আমি খোঁজখবর করব।'

কর্মী এবং পরিকাঠামোর সমস্যায় ধুঁকছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের মালবাজারের রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বর্তমানে বিল্ডিংয়ের দেওয়াল ও ছাদে ভাঙন ধরেছে। গোটা চত্বর ভরে গিয়েছে ঝোপঝাড়ে। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, একজন চিকিৎসক শিলিগুড়ি থেকে আসেন সকালে। বিকেলে ফিরে যান। তবে ছুটির দিনগুলোতে পরিষেবা নিতে এলে সকলকে ঘুরে যেতে হয়। কম্পিউটারও নষ্ট পড়ে রয়েছে।

গোটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা দেওয়ার জন্য রয়েছেন একজন চিকিৎসক। তবে কর্মীর দেখা নেই। মাল শহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পশুপাখিদের নিয়ে কেউ সেখানে এলে ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া হয়। তারপর ছুটতে হয় অন্য কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

পশুপ্রেমী কেশব বণিক বলেন, 'আগে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পশুদের ডেলিভারি, অপারেশন সবকিছু হত। কিন্তু এখন আর সেসব হয় না। দিন-দিন বেহাল হয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যে সামাজিক স্তরে কেউ সাহায্য করলেও প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।'

এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন একমাত্র চিকিৎসক বিধান সাহা। তাঁর কথায়, 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নতি সাধনে। ইতিমধ্যে বিল্ডিংয়ের ভগ্নপ্রায় অবস্থা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে ঊর্ধ্বতন মহলে জানিয়েছি। পাশাপাশি কর্মী নিয়োগের কথাও বলেছি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির অবিলম্বে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা উচিত।'

ডুয়ার্সের ৫টি চা বাগানে শ্রম দপ্তরের শিবির

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ নভেম্বর : চা বাগান এলকার নন-ওয়ার্কারদের বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতায় নিয়ে আসতে ডুয়ার্সের ৫টি চা বাগানে শিবির হল। শ্রম দপ্তরের তরফে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির দেবপাড়া, নাগরাকাটা, হোপ চা বাগানে শিবির হয়েছে। পাশাপাশি, আলিপুরদুয়ার জেলার তুলসীপাড়া ও তাসাটি চা বাগানেও শিবির হয়েছে।

চা বাগান এলাকার বাসিন্দা অথচ বাগানে কাজ করেন না এমন ব্যক্তিদের নন-ওয়ার্কার বলা হয়। ডুয়ার্স এলাকায় এমন নন-ওয়ার্কাররা অধিকাংশ নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় হাজার নন-ওয়ার্কার নির্মাণশ্রমিক ওই শিবিরগুলিতে সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডুয়ার্স, তরাই অঞ্চলের প্রচুর অসংগঠিত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জীবনের মান উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার শ্যামল দত্ত জানালেন, তিনি নিজে এদিন তুলসীপাড়া ও তাসাটি চা বাগানের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চা বাগানের প্রচুর নির্মাণশ্রমিক এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ডুয়ার্স ও তরাই মিলিয়ে ধাপে ধাপে ১৮১টি চা বাগানে এমন শিবির হবে। আমারা নিখুঁতভাবে সবকিছু করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি।'

শ্রম দপ্তর সূত্রের খবর, এদিন পাঁচটি শিবিরেই ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। জলপাইগুড়ির ডেপুটি লেবার কমিশনার শুভাগত গুপ্ত বলেন, 'আমরা ওই কর্মসূচিটিকে সফল করতে চাই। একটি নির্ঘণ্ট তৈরি করা হয়েছে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন বাগানে শিবির করে কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

তৃণমূলের চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর জানিয়েছেন, চা বাগানগুলিতে নন-ওয়ার্কারদের সংখ্যাই বেশি। তাঁদের অনেকেই নির্মাণশ্রমিক। তাই উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁরাও নানা ধরনের আর্থিক সুবিধার আওতায় আসতে পারবেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সংগঠনের তরফে আগেই শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে নন-ওয়ার্কারদের সরকারি সুযোগসুবিধার আওতায় আনার আর্জি জানানো হয়। সেটাই এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে।'

তিস্তায় জমে থাকা পলি ও বালির পুরু স্তর।

তিস্তা বাদে তিন নদীতে বালি তোলার অনুমতি

প্রথম পাতার পর

ধাপে ধাপে আরও অনুমোদন দেওয়া হবে।'

এদিকে, অনুমতি ছাড়াই বেআইনিভাবে তিস্তা থেকে বালি উত্তোলন হচ্ছে। নজরদারি করেও ওই কাজ সামাল দিতে পারছে না পুলিশ প্রশাসন। সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শুধু তিস্তার গভীরতা হ্রাস পেয়েছে তা নয়, তিস্তার সঙ্গে সংযোগকারী অন্যান্য নদীবক্ষে বালির স্তর জমেছে। এমনকি ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের তোড়ে জেলার বিভিন্ন নদীর গভীরতা কমেছে বালির স্তর জমে যাওয়ায়। তাই জেলার তিস্তা সহ লিস, ঘিস, চেল, ডায়না, মাল, খানাভরতি, রেতি সুকৃতি, জলঢাকার মতো নদীগুলির ৮৬টি জায়গায় (ব্লক) বালি উত্তোলনের অনুমতি চেয়ে রাজ্যকে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু তিস্তা থেকে বালি উত্তোলনের অনুমতি আসেনি বলে জেলা শাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন।

জেলায় এখন বিভিন্ন নদীর ৮৬টি জায়গা থেকে বালি উত্তোলনের জন্য চিহ্নিত রয়েছে। যার মধ্যে উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া রয়েছে ৩টি নদীর ৯টি জায়গায়। কিন্তু বাকি জায়গায় নতুন করে উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হবে। নতুন উত্তোলনের অনুমতির বাইরে বালি তোলা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

পরিবেশকর্মী ভাস্কর দাস বলেন, 'নদীবক্ষের জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হলে বালি উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া উচিত তিস্তায়।'

এদিকে, নদীর মাঝখান থেকে কী করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বালি তোলা হবে তার জন্য সেচ দপ্তরের পরামর্শ নেওয়া হয়। অন্যদিকে, গরুমারা ও নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান এবং চাপড়ামারি অভয়ারণ্য ও বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অনেক নদী। হাতির করিডর রয়েছে। তাই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কোন এলাকায় নদীবক্ষ থেকে বালি তোলা যাবে সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় এল জোড়া সাদা বাঘ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শীতের শুরুতেই নতুন অতিথি। হায়দরাবাদ থেকে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কে আনা হল দুটি সাদা বাঘ। নিয়ে আসা হয়েছে দুটো গোল্ডেন জ্যাকেল বা সোনালি শিয়ালও। পর্যটনের মরশুমে পর্যটকদের নজর কাড়তে চলেছে তারা।

রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী জানিয়েছেন, হায়দরাবাদ থেকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় একজোড়া সাদা বাঘ ও সোনালি শিয়াল আনা হয়েছে। মর্দা বাঘের বয়স ৪ বছর আর মাদির ৭ বছর। পরিবর্তে একজোড়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার, একজোড়া গোল্ডেন ফেজেন্ট, সিলভার ফেজেন্ট, লেডি আর্মহার্স্ট ফেজেন্ট ও চির ফেজেন্ট পাঠানো হয়েছে হায়দরাবাদের চিড়িয়াখানায়।

শৈলশহরের এই চিড়িয়াখানা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা। পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কের অধীন তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্রে স্নো লেপার্ড, হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির নেকড়ে, রেড পান্ডার মতো বন্যপ্রাণীর সফল কৃত্রিম প্রজনন হয়েছে এখানে। ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে জন্ম হয় চারটি রেড পান্ডা ও জোড়া তুষার চিতার। সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের সরকারি অনুষ্ঠানে এসে খুদে তুষার চিতাদের মধ্যে একটির নাম চার্মিং, আরেকটির নাম ডার্লিং রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার চিড়িয়াখানার মুকুটে নয়া পালক জুড়ল। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন বছরের শুরুতেই পর্যটকরা নতুন অতিথিদের দেখা পাবেন।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় সাইবেরিয়ান টাইগার আগে থেকেই ছিল। এবার আনা হল সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এমন বৈচিত্র্য দেশে বিরল। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচির কথায়, 'আগামী কয়েকদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। চিড়িয়াখানার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পর ওই বন্যপ্রাণীদের আনা হবে পর্যটকদের সামনে।'

পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কে সাদা বাঘ।

হায়দরাবাদ থেকে প্রাণীগুলোকে সড়কপথে আনা হয়েছে। সঙ্গে চিকিৎসকরা ছিলেন। আপাতত নতুন অতিথিদের জন্য নাইট শেলটারে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে সবক'টিই সুস্থ বলে জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি দার্জিলিং থেকে হায়দরাবাদে পাঠানো প্রাণীরাও সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সন্দীপের অ্যাপ জানাবে ওষুধের 'অ-আ-ক-খ'

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৯ নভেম্বর : জন্মাবার ঠিক পরেই হোক কি মৃত্যুর আগে। জ্বর বা পেট খারাপ হোক কিংবা হোক মারণ রোগ ক্যানসার। পছন্দ হোক বা না হোক সবক্ষেত্রেই ওষুধের হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই। অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ওষুধের গুণাগুণ সহ তার একাধিক বিষয় সম্পর্কে অন্ধকারেই থেকে যেতে হয় সকলকে। একথা মাথায় রেখেই এই সমস্ত কিছু হাতের মুঠোয় এনে দিতে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরির করার কথা ভেবেছিলেন আলিপুরদুয়ারের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগরের বাসিন্দা সন্দীপ পাল।

পেশায় চিকিৎসক সন্দীপ বর্তমানে গুয়াহাটির একটি হাসপাতালে কর্মরত। নিজের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে তাঁর সময় লেগেছে পাক্কা দু'বছর। কাজের ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছেন তখনই কাজ করে গিয়েছেন এই অ্যাপের জন্য। অবশেষে স্বপ্নপূরণ, মাসখানেক আগে গুগল প্লেস্টোরে এসেছে তাঁর তৈরি 'হোয়াট ইস দ্য মেডিসিন' অ্যাপ। আর ইতিমধ্যে ১০০ জন সেটি ইনস্টল এবং ১০০০ জনের বেশি মানুষ সার্চ করেছেন।

এই অ্যাপের বিশেষত্ব কী? সন্দীপ জানিয়েছে, অ্যাপটিতে মোট সাত

নিজের অ্যাপের কাজ করছেন সন্দীপ। -সংবাদচিত্র

লক্ষের বেশি ওষুধ এবং ওষুধজাতীয় উপাদানের তথ্য যেমন রয়েছে, তেমনি অ্যালপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, সাপ্লিমেন্টস এবং নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ওষুধের বিবরণও রয়েছে। পাশাপাশি ওষুধের মূল উপাদান, ব্যবহারবিধি, মাত্রা, উপকারিতা সহ অনেক কিছু আছে। অ্যাপটি খুললেই প্রথমে একটি পেজ খুলছে। সেখানে ওষুধের জেনেরিক নাম বা ব্র্যান্ডের নাম লিখলে অনেকগুলো ওষুধের নাম সহ তালিকা চলে আসছে। আর সেখানে প্রত্যেক ওষুধের এক একটি পাতাতে ক'টা করে থাকে এবং তার দাম কত, সেই সমস্ত তথ্য থাকছে। এরপর সেটা ক্লিক করলে ওই ওষুধ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাবে। কখন ওষুধ খেতে হবে, কীভাবে খেতে হবে, কোন অসুখ হলে এই ওষুধ খেতে হবে- এই সমস্ত কিছুরই বর্ণনা থাকছে সেখানে।

ফোনে সন্দীপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অনেক সময় ওষুধটির কাজ, কীভাবে খেতে হবে সহ একাধিক প্রশ্ন মানুষের মধ্যে আসে। সেসব ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নানা কারণে তাঁরা সঠিকভাবে না জেনে ওষুধ খেয়ে নেন।' মানুষকে ওষুধ সম্বন্ধে জানানোর জন্যেই এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান। এই অ্যাপটি সাধারণ মানুষের খুবই উপকারে আসবে বলে বিশ্বাস শহরের বাসিন্দা হ্যাপি ঘোষের।

ভিন জেলায় চুরির অভিযোগে জুটল মার

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : একদিকে পেটের টান। অন্যদিকে সংসারের দায়িত্ব। জোড়া চাপে কার্যত এক তরুণের কপালে জুটল চোরের তকমা। বাড়ি ছেড়ে ভিনজেলায় এসে চুরিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে হল তাঁকে। শেষরক্ষাই বা হল কই। জুটল জনতার মার। শুক্রবার সকালে এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকা। সেখানে উত্তেজনা তৈরি হলে খবর যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। তারপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পেঁছে ওই তরুণকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ওই তরুণকে উত্তেজিত জনতা যখন জিজ্ঞেস করে, তিনি চুরি করেছেন কি না, তখন তাঁর দিক থেকে অকপট স্বীকারোক্তি আসে। তাতেও জনতার ক্রোধ সংবরণ হয়নি। ওই তরুণকে মারধর করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কাহিনী শুরু কয়েকবছর আগে। কাজের খোঁজে রামপুরহাট থেকে শিলিগুড়িতে চলে আসেন ওই তরুণ। বছর দেড়েক শহরের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তিনি। থাকতেন ভাড়াবাড়িতে। এরপর হঠাৎ একদিন কাজ হারান। সেই থেকে পেট চালাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিভিন্ন সামগ্রী ফেরি করতে থাকেন। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভবান হচ্ছিলেন না। কয়েকদিন যাবৎ ব্যবসা প্রায় মার খেয়ে যায়। আর তাতেই মনের মধ্যে তৈরি হয় ভয়, সংশয়।

রামপুরহাটের বাড়িতে মা, দাদা রয়েছেন। তাঁদের টাকা পাঠাতে হবে নিয়মিত। এই চাপ কুরে-কুরে খাচ্ছিল ওই তরুণকে। এরই মাঝে বাধ্য হয়ে ভাড়াবাড়ি ছাড়তে হয় তাঁকে। শহরে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন আমাইদিঘিতে। সেখানে বিএসএনএলের একটি পরিত্যক্ত টাওয়ার হয়ে ওঠে তাঁর অস্থায়ী আস্তানা।

ছয়-সাত বছর ধরে টাওয়ারটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাশেই একটি টাওয়ার ঘর, সেটাও পরিত্যক্ত। ঝোপঝাড়, আগাছা ডিঙিয়ে সেখানে যাওয়াই মুশকিল। অথচ সেই টাওয়ার ঘরে চাদর, কম্বল, বালিশ পেতে থাকতে শুরু করেন ওই তরুণ। একলার সংসার। ব্যবসায় ভাটা। অনেক ভেবেও কোনও কূলকিনারা না পেয়ে শেষমেশ একটা উপায় জোটে তাঁর। পরিত্যক্ত টাওয়ারের যন্ত্রাংশ খুলে বিক্রি করা শুরু করেন ওই তরুণ।

দিনকয়েক এভাবে চলে। স্থানীয়রা জিজ্ঞাসা করলে তরুণ তাঁদের জানান, রাতে তিনি ওখানে ঘুমোন। তারপর থেকে ওই তরুণের ওপর নজর ছিল স্থানীয়দের। শেষমেশ এদিন সকালে স্থানীয় কয়েকজনের নজরে আসে যন্ত্রাংশ খোলার বিষয়টি। তৎক্ষণাৎ তাঁরা গিয়ে পাকড়াও করেন ওই তরুণকে। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় ভিড় বাড়তে থাকে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন হঠাৎ ওই তরুণকে মারতে থাকেন। ওই ভিড় থেকেই এক ব্যক্তি থানায় ফোন করে বিষয়টি জানানোর পরেই পুলিশ আসে।

নেতা পালটে তৃণমূলের চরিত্র

প্রথম পাতার পর

অভিষেকের অপছন্দের লোকদের মাথা কাটা যেতেই পারে। যদিও সেই তালিকায় মমতার পছন্দের কেউ থাকলে তাঁকে শাস্তি দেওয়া কঠিন। তা সত্ত্বেও অভিষেকের প্রেসক্রিপশন মেনে রদবদল করা হলে সেটা অনেকটা অন্ধের বদলে খোঁড়াকে দায়িত্ব দেওয়ার শামিল হবে। তবে সকলের মাথায় রাজ্য নেতাদের কারও না কারও আশীর্বাদি হাত আছে।

তৃণমূলে সাংগঠনিক বাঁধন আছে, আবার উপেক্ষাও আছে। শৃঙ্খলা অমান্য করে টিকে থাকাও যায়। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছে। কিন্তু চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরায়নি। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ তো পুরসভাকে কেন্দ্র করেই। তিনি এখনও বহালতবিয়তে পুরসভার 'রাজ্যপাটে' বহাল। তাহলে এমন 'শাস্তি'র অর্থ কী!

যে যা খুশি করো, শুধু আনুগত্যটা রেখো। বিজেপিতে চলে যেও না। তৃণমূলের সাংগঠনিক বাঁধনটা এক কথায় এরকম। যদি বা বিজেপিতে যাও, সাবধান! কোনও না কোনও অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে যেত পারো। নিদেনপক্ষে পুলিশি হেনস্তা অবধারিত। কারণ বায়োডেটা খুঁজলে অনেকের পিছনে কিছু না কিছু অসংগতি, অনিয়মের শরিক হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাবেই।

তবু দলটা ভোট পায়। ভোটের বিচারে রাজ্যে শাসকদলের ধারেকাছে কেউ নেই। বিরোধীরা যুক্তি দেয়, ওটা জনমতের প্রতিফলন নয়। জবরদস্তি ভোট কেড়ে নেয় তৃণমূল। এই আক্ষেপে প্রমাণ হয়, সেই জবরদস্তিতেও বিরোধীরা বহুদূর। স্থানীয় স্তরের নেতারা না থাকলেও হয়তো তৃণমূল ভোট পাবে। আগে কিছু মানুষ ভোট উৎসর্গ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। এখন ভোট আসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কৃষকবন্ধু, সবুজ সাথীর সুবাদে।

বিজেপির হাতে হিন্দুত্ব ছাড়া আর কোনও পেন্সিল নেই। আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসকের মৃত্যুকে হাজার চেষ্টা করেও জনমত দলের পক্ষে প্রভাবিত করতে পারেনি বিজেপি। এখন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে আবার কোমর বেঁধে লেগেছে। দেশের অন্য প্রান্তে হিন্দুত্ব যতটা বেনিফিট দেয়, বাংলায় যে তা দেয় না, তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। বরং নরেন্দ্র মোদির ভাষায় রেউড়ি (পাইয়ে দেওয়া) সংস্কৃতি তৃণমূল এমনভাবে গ্রহণ করেছে, যা দলকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে।

আরজি করকে ব্যবহার করে নিজেদের পালে হাওয়া লাগানোর চেষ্টা করেছিল বামেরাও। প্রাথমিকভাবে কিছুটা কাজে এসেছিল সেই কৌশল। কিন্তু মূল আন্দোলনের ধার কমে যাওয়ায় হাওয়াটা চুপসে গিয়েছে। এখন আবার জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশকে সামনে রেখে গ্রামে গ্রামে অভয়া মঞ্চ তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। আলিপুরদুয়ারে সম্প্রতি জুনিয়ার ডাক্তারদের সভায় বাম দলগুলির জেলা সম্পাদকদের উপস্থিতিতে তা ফাঁস হয়েছে।

অন্য সংগঠনের ভেতর লুকিয়ে কাজ করা বামেদের বরাবরের ঘোষিত রীতি। কিন্তু সেই লুকিয়ে কাজ ফাঁস হয়ে গেলে আর উদ্দেশ্য সাধন হয় না। তাছাড়া আরজি করের অভিঘাত এমন ফিকে হয়ে গিয়েছে (আন্দোলনের দুর্বলতায়) যে, তাকে টেনে তোলা কঠিন। বিরোধীদের এসব দুর্বলতার ফাঁকফোকর তৃণমূলকে নিশ্চিন্ত করে। তাছাড়া দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে তৃণমূলের বড়ই অনীহা। যে কারণে অভিষেকের রদবদলের ব্লুপ্রিন্ট আপাতত হিমঘরে।

ধর্মাচরণ নিয়ে

প্রথম পাতার পর

২৪ ঘণ্টা আগেও সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, চিন্ময়ের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুক্রবার অবশ্য বাংলাদেশ ও কলকাতায় ইসকন কর্তৃপক্ষ সম্পর্ক অস্বীকার করলেও গ্রেপ্তার নিয়ে চিন্ময়ের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে।

বাংলাদেশে ধর্ম নিয়ে বিরোধ মাথাচাড়া দিয়েছিল গত দুর্গাপুজোর সময়। ঢাকার একটি পুজোমণ্ডপে হামলা হয়, সাতক্ষীরার একটি মন্দিরে গয়না চুরি হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সে সময় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নির্বিঘ্নে দুর্গাপুজো করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিক্ষোভের সময় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অমর্যাদার অভিযোগে সংঘাত শুরু হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতে এখনও লাগাম পরেনি বাংলাদেশে। বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর জানিয়েছেন, ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিষয়গুলির দিকে নিয়মিত নজর রাখছে।

নয়া জালিয়াতি

প্রথম পাতার পর

অস্থায়ী কাঠামো গড়ে পরিকাঠামো ক্ষতির নকল ঘটনা সাজানোর চেষ্টা করেছিল। সে যাত্রায় জেলা ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সেই কারবার বেশিদূর এগোয়নি।

ধূপগুড়ি শহর এবং লাগোয়া এলাকায় উত্তর বোরাগাড়ি মৌজাতেও বেশ কয়েকজন এমন অফার পেলেও সাড়া দিয়েছেন কি না তা নিয়ে মুখে কুলুপ সবারই। এলাকায় চাউর খবর, ইতিমধ্যেই বহু জমি মালিকের খতিয়ান, দলিল, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সহ দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে সম্মতিসূচক সই এবং ব্ল্যাংক চেক হাতিয়ে নিয়েছে চক্রের পান্ডারা। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে জেলা প্রশাসনের কেউই মন্তব্য করতে চাননি। তবে স্থানীয় স্তরে সমস্যা যে জটিল আকার নিয়েছে তা মেনে নিয়ে এলাকার বাসিন্দা তথা ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি দীপু রায়ের বক্তব্য, জমি, শুনানি, সড়ক কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত এত তথ্য এরা কীভাবে পাচ্ছে এবং বাস্তবে এরা কী করতে চলেছে, সেটাই প্রশ্ন। আমরা বহু তথ্য পেলেও বাড়তি মোটা টাকার লোভে কেউই মুখ ফুটে কিছু বলতে চাইছেন না। এই ফাঁদে পড়ে কেউ সর্বস্বান্ত না হন, এটাই কাম্য।

‘অভয়া চত্বর’-এর ফ্লেক্স খুলে প্রশ্নে পুরসভা

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : অভয়ার বিচারের দাবিতে আন্দোলন এখনও চলছে। এর মধ্যে শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরের থানা মোড়ে অভয়া চত্বর লেখা ফ্লেক্সটি খুলে ফেলায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পুরসভার ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। শুক্রবার জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে শহরের দৃশ্য দূষণ রুখতে অবাঞ্ছিত ফ্লেক্স, ফেস্টুন খুলে ফেলা হয়। সেইসময় অভয়া চত্বর লেখা ফ্লেক্সটিও খুলে ফেলেন পুরকর্মীরা। কেন ওই ফ্লেক্স খোলা হল তার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সন্ধ্যায় থানা মোড় চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় নাগরিক সংসদ নামে প্রতিবাদী মঞ্চ। সংগঠনের তরফে এদিন অভয়ার বিচার চেয়ে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান দেওয়া হয়।

এব্যাপারে জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘দৃশ্য দূষণের জন্যই শহরে থাকা পুরোনো শুভেচ্ছাবার্তা সহ ছেঁড়া ব্যানারগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। অভয়া চত্বর লেখা পোস্টার কোথায় কোথায় রয়েছে তা জানা সম্ভব নয়। যদি কোনও সমস্যা হয়ে থাকে তবে লিখিতভাবে জানালে আমরা বিষয়টি দেখব।’

মূলত আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে জলপাইগুড়ি শহরে তৈরি হয়েছিল নাগরিক সংসদ নামে এক প্রতিবাদী মঞ্চ। আরজি করের চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদ জানিয়ে লাগাতার আন্দোলন করে আসছে এই সংগঠনটি।

অভয়ার বিচার চেয়ে জলপাইগুড়ি শহরে এতদিন যত বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়েছে তার বেশিরভাগটাই হয়েছে থানা মোড়ে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নাগরিক মঞ্চ থানা মোড়ের নামকরণ করেছিল ‘অভয়া চত্বর’। সেখানে হাইমাস্ট লাইটপোস্টের নীচে একটি ফ্রেমে কালো ফ্লেক্সের ওপর সাদা রং দিয়ে লেখা হয়েছিল অভয়া চত্বর। গত ৯ সেপ্টেম্বর আরজি কর কাণ্ডের এক মাসের মাথায় শহরের কদমতলা মোড়ে রাত দখল কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। পরদিন ভোরে নাগরিক সংসদের তরফে থানা মোড়কে অভয়া চত্বর নামকরণ করা হয়েছিল। তবে

> দৃশ্য দূষণের জন্যই শহরে থাকা পুরোনো শুভেচ্ছাবার্তা সহ ছেঁড়া ব্যানারগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। অভয়া চত্বর লেখা পোস্টার কোথায় কোথায় রয়েছে তা জানা সম্ভব নয়। যদি কোনও সমস্যা হয়ে থাকে তবে লিখিতভাবে জানালে আমরা বিষয়টি দেখব।
>
> -সৈকত চট্টোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান

ওই ফ্লেক্স নিয়ে বিতর্ক এবার নতুন নয়। নাগরিক সংসদের তরফে যখন ওই ফ্লেক্স লাগানো হয়েছিল তার কয়েকদিনের মাথায় রাজ্য সরকারের অপরাজিতা বিলের ফ্লেক্স দিয়ে অভয়া চত্বর লেখাটি ঢেকে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই সময় প্রতিবাদে সরব হয়েছিল নাগরিক সংসদ। থানায় স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছিল। এরপর বিলের ফ্লেক্সটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

অবাঞ্ছিত ফ্লেক্স, ফেস্টুনে মুখ ঢাকছে শহরের বলে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। ওই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে শহরের দৃশ্য দূষণ রুখতে এদিন পুরসভার তরফে শহরজুড়ে অবাঞ্ছিত ফ্লেক্স খোলার কাজ শুরু হয়। তাতে পুরসভার কর্মীরা অবাঞ্ছিত ফ্লেক্সের সঙ্গে অভয়া চত্বর লেখা ফ্লেক্সটিও খুলে ফেলেন। বিষয়টি নজরে আসতেই এদিন প্রতিবাদে সরব হন নাগরিক সংসদের সদস্যরা। এবিষয়ে নাগরিক সংসদের তরফে ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত বলেন, ‘যতবার খুলে ফেলবে ততবারই আমরা লাগাব। এভাবে আমাদের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যাবে না। অভয়ার বিচার চেয়ে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। আমাদের সন্দেহ, বারবার একই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। ১৪ ডিসেম্বর অভয়ার বিচারের দাবিতে রাত জাগতে চলেছি।’

খুলে নেওয়ার পর ফের লাগানো হল ব্যানার। শহরের থানা মোড়ে।

দিনবাজারের রাস্তার হাল ফিরবে

পেভার্স ব্লক বসাতে বরাদ্দ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরে দিনবাজারের ভেতরের রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসানোর জন্য ৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল পুরসভা। ইতিমধ্যে সেই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের কাজ শুরুর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। দিনবাজারের ভেতর মাছ বাজার এবং সবজির খুচরো এবং পাইকারি বাজার এলাকায় পেভার্স ব্লকের রাস্তাটি তৈরি হবে। পুরসভার এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও জলকাদার ‘অশান্তি’ থেকে রেহাই মিলবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। জলপাইগুড়ি পুরসভার পূর্ত বিভাগের দায়িত্বে থাকা চেয়ারম্যান পারিষদ সন্দীপ মাহাতো বললেন, ‘দিনবাজারের রাস্তা নির্মাণের দাবি অনেকদিনের। বাজার মানেই একটা জলকাদার নোংরা পরিবেশ তৈরি হয়, সেকারণে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে জলকাদার সমস্যা আর থাকবে না। খুব তাড়াতাড়ি কাজটি শুরু হবে।’

দিনবাজারের ভেতরের বেহাল রাস্তাটি এলাকার ক্রেতা-বিক্রেতাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দিনবাজার সেতুর সামনে থেকে ফলের বাজারের ভেতর দিয়ে মাছ বাজার পর্যন্ত কংক্রিটের রাস্তাটি রয়েছে। দীর্ঘ সংস্কারের অভাবে সেই ভাঙাচোরা রাস্তায় হাঁটতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। সবজি বাজার এবং মাছ বাজারের ভেতরের রাস্তার অবস্থা আরও শোচনীয়। সারাবছরই জলকাদায় ভর্তি হয়ে থাকে রাস্তাটি। বিক্রেতাদের অভিযোগ, সেই কাদায় পা পড়ে কখনও হোঁচট খেয়ে, আবার কখনও পা পিছলে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক শরৎ মণ্ডল বলেন, ‘দিনবাজারে বেহাল রাস্তার জন্য যে কত মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়েছেন, তার ঠিক নেই। আমরাও বাজার কমিটি থেকে বহুবার পুরসভাকে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছি। এদিন জানতে পারলাম অবশেষে দিনবাজারে পেভার্স ব্লক দিয়ে রাস্তা তৈরি হবে।’

ভাঙাচোরা এই রাস্তার জন্য সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বয়স্কদের। সবজি বিক্রেতা সুবল সরকার বলেন, ‘এই তো কয়েকদিন আগের কথা। হোঁচট খেয়ে এক বয়স্ক ভদ্রমহিলার হাতটাই ভেঙে গেল। আমরাই তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি।’ অন্যদিকে, স্থানীয় মাছ বিক্রেতাদের জন্য মূল মাছ বাজারের পেছনের একটি স্থায়ী জায়গা চিহ্নিত করেছে পুরসভা। স্থানীয় মাছ বিক্রেতাদের একটা বড় অংশ রাস্তার ওপর বসেন। সেকারণে রাস্তাটিতে জলকাদা জমতে থাকে।

ওই স্থানীয় মাছ বিক্রেতাদের বসার জায়গায়টিও পেভার্স ব্লক দিয়ে মুড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। মাছ বিক্রেতা দীপঙ্কর শা বলেন, ‘বাজারের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। বিশেষ করে বর্ষার সময় এই মাছ বাজার দিয়ে হাঁটাচলা করা দায় হয়ে পড়ে। পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।’

পদক্ষেপ

- ইতিমধ্যে রাস্তা তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে কাজ শুরুর নির্দেশিকা জারি
- খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানালেন পুরসভার পূর্ত বিভাগের চেয়ারম্যান পারিষদ

দিনবাজারের ভেতরের রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসাবে পুরসভা।

বিদ্যালয়ে বিচারপতি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শুক্রবার ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে ৭টা। সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সঙ্গে ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে, প্রাথমিক বিভাগের জেলা পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় সহ অন্য আধিকারিকরা। ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা বেশ কিছুটা সময় কাটান। বিচারপতির সঙ্গে সাবলীলভাবে কথা বলে ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষা পরীক্ষা চলায় বেশিক্ষণ ছিলেন না তিনি। বিচারপতির এহেন হঠাৎ বিদ্যালয়ে আসার কারণ কেউ বলতে পারেনি। বিচারপতিকে সামনে পেয়ে বিদ্যালয়ের পানীয় জল ও ক্লাসরুমের সমস্যা তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়।

বিদ্যালয়ে নিজস্ব পানীয় জলের প্ল্যান্টের ইচ্ছে রয়েছে কর্তৃপক্ষের। পুরসভার তরফে যে জল সরবরাহ করা হয় তা অনেক সময় শেষ হয়ে যায় আগেই। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বরাদ্দ করা ১৯টি ক্লাসরুমের মধ্যে ৩টি অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বাকি ১৬টি ছাত্রীদের ক্লাসের জন্য। কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ১৩০০-রও বেশি। সুতরাং হিসেব কষলে দেখা যায়, এক-একটি ক্লাসে প্রায় ৮০ জনের বেশি পড়ুয়া বসে। ফলে ক্লাসরুমের সংখ্যা বৃদ্ধির আবেদন দীর্ঘদিনের। পানীয় জল ও ক্লাসরুমের বিষয়টি বিচারপতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শককে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বলেন, ‘বিচারপতি আগমনে আমরা আপ্লুত ও ধন্য।’

সোনালি চূড়া...

হাত বাড়ালেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। তিস্তা স্পার থেকে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি। শুক্রবার।

নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস

মালবাজার, ২৯ নভেম্বর : মালবাজার পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন আইনজীবী সুমন শিকদার। সুমনের অভিযোগ, প্রায় ১২০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে মালবাজার পুরসভায়। সেই ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে আদালতে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসে মামলাটি ওঠে। পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতির তরফে রাজ্য সরকারের পুর নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিবের তত্ত্বাবধানে বিশেষ অডিটের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও এই আদেশের আগেই বিভিন্ন দপ্তরে এ বছর ৯ অগাস্টে লিখিত অভিযোগ করেন সুমন। তার পরিপ্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে অডিটের নির্দেশ জারি করে নগরোন্নয়ন দপ্তর। সেপ্টেম্বরের ২৩ ও ২৪ তারিখে অডিটের দল আসে মালবাজার পুরসভায়। সেই রিপোর্ট ২২ অক্টোবরে সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা করা হয়। রিপোর্ট দেখে বেশ কয়েকটি অসংগতি লক্ষ করেন আধিকারিকরা। শুক্রবার নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে পাঠানো চিঠিতে নিরপেক্ষ তদন্তের বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

বর্জ্য সাফাইয়ে জেলা পরিষদ বনাম পুরসভা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : আবর্জনা পরিষ্কার করা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ও ময়নাগুড়ি পুরসভার মধ্যে। ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারের ভেতরে বসে সবজি বাজার। সেখানে মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে বসেন সবজি বিক্রেতারা। আর তার পাশে জমা আবর্জনার স্তূপ থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ ও দূষণ। এতেই ক্ষোভের পারদ চরমে উঠছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাজারটি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন। সাফাই করার লোক রয়েছে। কিন্তু আবর্জনা ফেলার মতো জায়গা নেই। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বাজারে আসা ক্রেতা থেকে ব্যবসায়ীদের।

সবজি বিক্রেতা ফুলমণি রায়ের কথায়, ‘জেলা পরিষদকে কর দিয়েই আমরা এখানে বসি। কিন্তু যেখানে বসে শাকসবজি বিক্রি করি তার পেছনেই আবর্জনা জমিয়ে রাখা হয়েছে। দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠেছে।’ বাজারে ৬০-৭০ জন সবজি বিক্রেতা রয়েছেন। তাঁদের পাশে স্তূপাকারে রেখে দেওয়া হয়েছে বাজারের সমস্ত আবর্জনা। পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পরেশ দাস বলেন, ‘সকাল হলেই বাজারে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। প্রতিদিন এখানে মাছ, মাংস, সবজির বাজার বসে। প্রশাসনের উচিত এই জায়গাটি সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।’ পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, ‘বাজারটি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাদের উচিত আরও তৎপর হওয়া। এবিষয়ে জেলা পরিষদের সঙ্গে কথা বলা হবে।’

আবর্জনার স্তূপ। ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারে।

এদিকে জেলা পরিষদ সদস্য দীপালি রায় বলেন, ‘সাফাইকর্মী রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সমস্যা হল, আবর্জনার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে ফেলার জায়গা নেই।’

ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, ‘খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে ময়নাগুড়ি পুরসভার যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের চুক্তি হয়েছে সেখানে প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় দু’দফায় সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ মিলেছে। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও যেহেতু পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ হয়নি তাই বাজারের সমস্ত আবর্জনা সেখানে নেওয়া যাচ্ছে না। শুধু পুর এলাকার বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে কেবলমাত্র সেখানে পাঠানো হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই পুর এলাকার সমস্ত জায়গার আবর্জনা সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।’

ময়নাগুড়ি পুরোনো বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, বাজারের আবর্জনা ফেলার কোনও সুনির্দিষ্ট জায়গা না হলে এই সমস্যা মিটবে না।’

মালপোয়া বানিয়ে স্বাবলম্বী মনোয়ারা

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : মাত্র পাঁচ টাকায় মালপোয়া। তাও আবার পেল্লাই সাইজের। না, এটা কোনও বাঁধাধরা দোকানের কথা নয়। এক বধূর সংসারে সচ্ছলতা আনার লড়াই। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর অঞ্চলের মাহুতপাড়ার মনোয়ারা বেগমের বাস। স্বামী দিনমজুরের কাজ করেন। তাও সবদিন কাজ জোটে না। বাড়িতে তিন সন্তান নিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন মনোয়ারা ও তাঁর স্বামী। তাই নিজেই স্বামীর পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। ভাবতে ভাবতে কয়েক বছর আগে বাড়ির পাশেই অস্থায়ীভাবে চপ, পকোড়া বিক্রি করতে শুরু করেন। জীবনসংগ্রামে তাঁর এই নতুন সংযোজন কিন্তু খুব একটা দিশা দেখাতে পারেনি। কীভাবে বাড়বে বিক্রি? সেই ভাবনাতেই রাত জেগেছেন তিনি।

মনোয়ারা বলেন, ‘স্বামীর একার আয়ে সংসার চলে না। সংসার চালাতেই এই ব্যবসা শুরু করেছি। কীভাবে দোকানে খরিদ্দার টানব সেই ভাবনাতেই মগ্ন থেকেছি। তারপর গতবছর চপ-পকোড়ার পাশাপাশি ভাপা পিঠে তৈরি শুরু করি। এবছর তাতে নতুন সংযোজন মালপোয়া।’

মাত্র পাঁচ টাকায় একটা মালপোয়ার টানে তাঁর দোকানে আসছেন এলাকাবাসী। সেই সঙ্গে মনোয়োরার স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনাও পূরণ হচ্ছে। তাঁর এই দোকান কেবল শীতের মরশুমের জন্য। চাহিদা থাকলে ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে মার্চ পর্যন্তও মালপোয়া ও ভাপা পিঠে তৈরি করবেন তিনি বলে জানিয়েছেন। মনোয়ারার প্রতিবেশী খালেদা বিবি বলেন, ‘মনোয়ারার কাছে ঝাল-মিষ্টি দুটোই পাওয়া যায়। এটাই ওর ছোট্ট দোকানের বিশেষত্ব।’

মালপোয়া, ভাপা পিঠের পাশাপাশি মেনুতে আছে চপ, ব্রেড চপ, ডিমের পকোড়া প্রভৃতি। সবকিছু পিস প্রতি ৫ টাকা। তেল, গুড় ও গ্যাসের যা দাম বেড়েছে তাতে ৫ টাকায় মালপোয়া বিক্রি করে খুব একটা লাভ থাকে না। এখন ১০০-১৫০ টাকা লাভ হচ্ছে বলে মনোয়ারার দাবি। তাঁর বক্তব্য, ‘ছেলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। দুই মেয়ে অষ্টম ও তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। রোজগার বাড়লে ওদের টিউশন দিতে পারব।’

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার রাত ৮টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ**

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

ফের দখল সার্ভিস রোড

শুভাসিশ বসাক

ধূপগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : সড়কের সঙ্গে এবার এশিয়ান হাইওয়ের সার্ভিস রোড বাস সহ অন্যান্য গাড়ির দখলে চলে গিয়েছে। যার জেরে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন ধূপগুড়ি শহরের বাইকচালক ও পথচারীরা। এর আগে সার্ভিস রোড থেকে গাড়ি সরিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করেছিল ট্রাফিক গার্ড।

কিন্তু নজর একটু ঢিলে হতেই ফের একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। শহরের বাস টার্মিনাস সংলগ্ন সার্ভিস রোডে একের পর এক বাস সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। আবার গয়েরকাটাগামী এশিয়ান হাইওয়ের পাশে সার্ভিস রোডেও পিকআপ ভ্যান সহ অন্যান্য গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। এটা নিত্যদিনের সমস্যা। স্থানীয় বাসিন্দারা এব্যাপারে সরব হলেও প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এলাকাটি পুরসভার মধ্যে হওয়ায় পুর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের মধ্যেও বর্তায়। কিন্তু তারাও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ট্রাফিক গার্ড মাঝেমধ্যে সার্ভিস রোড থেকে গাড়িগুলি সরিয়ে দিলেও সেই উদ্যোগ ক্ষণস্থায়ী। পুলিশের নজর এড়াতেই ফের দখল হয়ে যায় রাস্তাটি। বাস মালিকরা নিজেদের গাড়ির জন্যে কোনও পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করেননি। যার জেরেই এই সমস্যা হচ্ছে।

ধূপগুড়ির বাসিন্দা মিন্টু নাগ বলেন, ‘সার্ভিস রোড দিয়ে হেঁটে চলাচল করা যায় না। বাস দাঁড়িয়ে থাকে এবং একটি টোটো গেলে আর জায়গা থাকে না। আর মূল রাস্তা দিয়ে লরি চলাচল করায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই সার্ভিস রোড ব্যবহার করি।’ ট্রাফিক গার্ড অবশ্য ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে।

পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘এই বিষয়ে এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রাফিক গার্ডের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সার্ভিস রোড বাসের দখলে।

কফিতে তুফানি চুমুক খুলবে বন্ধ শ্বাসনালি

শীতে শ্বাসকষ্ট কমাতে বাজিমাত করুন ঘরোয়া উপায়ে

সর্দি-কাশি। শীতের সাধারণ ভোগান্তি। সাধারণ সর্দি-কাশি হলেও শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকি আমরা। অনেকের সাইনোসাইটিস হলেও শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। যদিও, সাইনোসাইটিসের ক্ষেত্রে ঠিক ফুসফুস শ্বাসকষ্টের জন্য দায়ী নয়।

যেসব অসুখের কারণে শ্বাসকষ্ট হয় সেগুলি মোটামুটি এই রকম-- পালমোনারি ইডিমা বা ফুসফুসে জল জমে গেলে, হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের কার্যকারিতা কমে গেলে, অ্যাজমা বা হাঁপানি থাকলে, ব্রঙ্কাইটিসের কারণে ফুসফুসের ব্রঙ্কিউলের কিছু কিছু অংশ বন্ধ হয়ে গেলে, কোনো কারণে ফুসফুসের ভেতরের ছোট ছোট রক্তনালির অভ্যন্তরের রক্ত জমাট বেঁধে গেলে, ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা যেমন ডায়াবেটিস কিটোএসিডোসিস হলে, রক্তে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে ইত্যাদি।

জ্বরের মতো শ্বাসকষ্ট নিজে কোনো রোগ নয়। এটি অন্যান্য রোগের লক্ষণ হিসেবে হাজির হয়। সাধারণত নাকে বন্ধভাব, সর্দি, চোখে চুলকানি ও জলঝরা, বুকে চাপ-চাপ বোধ, কাশি, হাঁচি, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি উপসর্গ শ্বাসকষ্টের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায়।

কী করে সমস্যা থেকে বাঁচবেন?

- কাজের প্রয়োজনে আমাদের বাড়ির বাইরে বেরোতেই হবে। এক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার করুন। বিশেষ করে যাঁদের শ্বাসের সমস্যা রয়েছে, তাঁরা এই সময়ে মাস্ক ব্যবহার করলে সমস্যা কিছুটা কমতে পারে।
- তবে শুধু বাড়ির বাইরে নয়, ঘরের ভিতরও পরিষ্কার রাখা উচিত এই সময়ে। না হলে ঘরের ধুলোও শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।
- ঘরের ধুলোর মধ্যে বড় অংশই হল শুষ্ক ত্বকের গুঁড়ো। শীতকালে নিয়মিত ময়শ্চারাইজার মাখলে ত্বকের শুষ্কতা কমবে। ফলে ধুলোর পরিমাণও কিছুটা কমবে। শ্বাসকষ্টও বাড়বে না।
- শীতকালে অবশ্যই ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। যাঁদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাঁরা যদি শীতে ধূমপান করেন, তাঁদের ফুসফুসের উপর চাপ পড়ে। তাই ধূমপানের অভ্যাস এই সময়ে ছাড়তে হবেই।

শ্বাসকষ্ট সাধারণত দুই ধরনের। প্রথমটি হল-- অ্যাকিউট বা তীব্র ধরনের, যা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তীব্র শ্বাসকষ্টে পরিণত হয়। এতে অতি দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। দ্বিতীয়টি ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট, যার তীব্রতা প্রথমে কম থাকে, পরে বাড়তে থাকে।

শীতকালে শ্বাসকষ্ট বাড়ার পিছনে কারণ--

- বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়। ফলে ধুলোর পরিমাণ বাড়ে। সেগুলিই ফুসফুসে ঢুকে শ্বাসের সমস্যা বাড়ায়।
- বাতাসে ফুলের রেণুও এই সময় প্রচুর পরিমাণে ওড়ে। ফুসফুসে ঢুকে সেগুলিও অ্যালার্জির সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। শ্বাসকষ্ট বাড়ে।
- শীতকালে বায়ুদূষণের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায়। এটি শ্বাসকষ্টের সবচেয়ে বড় কারণ। সারা বিশ্বে দূষণের নিরিখে আমাদের দেশের বড় বড় শহরগুলি প্রথম সারিতে। ফলে তার ভোগান্তি আমাদের সইতে হচ্ছে।

সর্ষের তেল হালকা গরম করে বুকে-পিঠে, গলায়

- আদা শ্বাসনালির প্রদাহ কমিয়ে অক্সিজেনের প্রবেশ স্বাভাবিক রাখে। আদা চা বা আদার রস ও মধু মিশিয়ে খান।
- সর্ষের তেল হালকা গরম করে বুকে-পিঠে, গলায় ভালো করে ম্যাসাজ করুন শ্বাসকষ্ট কমে যাবে। ফুসফুস ঠিক মতো কাজ করলেই শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
- ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়াতে উপকারী ডুমুর। কয়েকটি ডুমুর সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে খালি পেটে জল ও ডুমুর খেয়ে ফেলুন।

বাজারে শুকনো ডুমুর কিনতে পাওয়া যায়। ব্যবহারে উপকার পাবেন।

- পেঁয়াজ-রসুন আর বাদ যাবে কেন! সব তরকারিতেই তো আমরা পেঁয়াজ খাচ্ছি, অনেক কিছুতে রসুন। তবে খাবারের সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ খেলেই বেশি উপকার পাওয়া যায়। শ্বাসকষ্ট কমাতে আধকাপ দুধ ও এক টেবিল চামচ রসুন কুচি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করুন।
- কড়া এক কাপ কফি পান করলে শ্বাসনালি খুলে যায়। বেশি উপকার পেতে দিনে তিনকাপ পর্যন্ত কফি পান করতে পারেন।

সুতির কাপড় পরিয়ে উলের পোশাক

উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। পোশাক যেন নরম কাপড়ের হয়। শিশুদের রাতে ঘুমোনোর আগে হালকা ফুলহাতা গেঞ্জি পরিয়ে রাখুন।

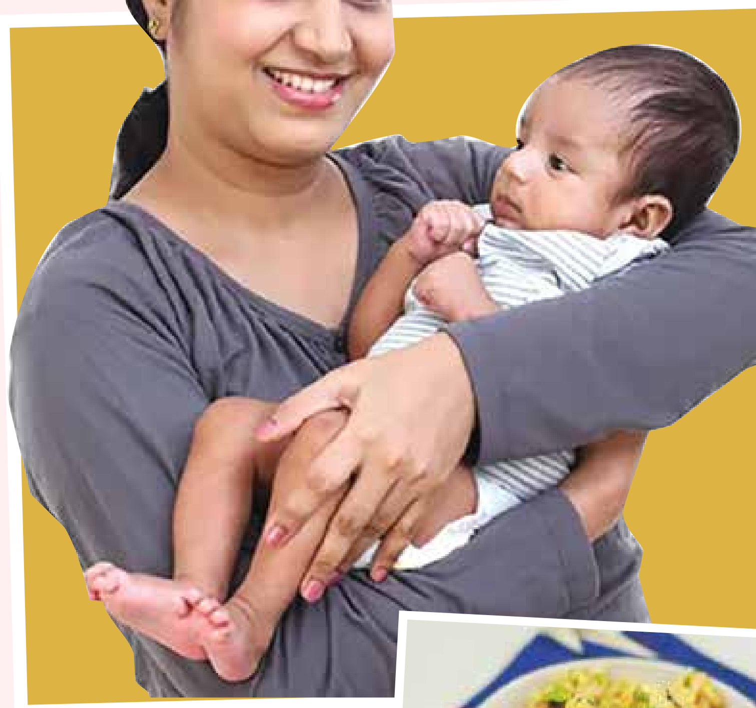

গরম জলেই চটপটে

শীতে শিশুরা একটু কাবু হয়ে পড়ে। কমে যায় ছটফটে ভাবও। পুঁচকেদের চটপটে রাখতে হালকা কুসুম গরম জল পান করান। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দাঁত ব্রাশ করা, হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়াসহ শিশুদের নানা কাজে হালকা কুসুম গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। শীতে শিশুকে স্নানের সময় শরীরের কাছাকাছি তাপমাত্রার হালকা গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। তবে নবজাতক কিংবা ঠান্ডার সমস্যা আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে পুরো শরীর মুছে দেওয়া যেতে পারে।

ডিম, স্যুপ, ফলের রস

শীতে শিশুদের খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়। ঘন ঘন পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। যেমন ডিমের কুসুম, সবজির স্যুপ, ফলের রস। বিশেষ করে গাজর, বিট, টমেটো শিশুদের জন্য বেশ উপকারী। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শীতের সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে পারেন। শিশুরা এ সময় যেন কোনো ধরনের ঠান্ডা খাবার না খায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

পোশাকে থাক উষ্ণতা

শীতের দিনে শিশুদের উলের পোশাক পরিয়ে রাখা উচিত। তবে চিকিৎসকের মতে, শিশুদের সরাসরি উলের পোশাক পরানো ঠিক নয়। সুতির কাপড় পরিয়ে তার উপর উলের পোশাক পরানো উচিত। কারণ, উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। সুতির কাপড় পরিয়ে তার উপর উলের পোশাক পরানো উচিত। পোশাক যেন নরম কাপড়ের হয়। শিশুদের রাতে ঘুমানোর আগে হালকা ফুলহাতা গেঞ্জি পরিয়ে রাখুন এবং সকালে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ও বিকালের দিকটাতে হালকা শীতের পোশাক পরিয়ে রাখুন।

ত্বকের যত্ন

শিশুদের ত্বক বড়দের থেকে অনেক বেশি সেনসিটিভ। তাই তাদের ত্বক সহজে অনেক বেশি রুক্ষ হয়ে যায়। শিশুর মুখে ও সারা শরীরে বেবি লোশন, বেবি অয়েল, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

গরম দুধে এক চা চামচ হলুদগুঁড়ো

আলসেমি। এ যেন শীতকালের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। শীতের সকালে চটপট ঘুম ভাঙতে চায় না। তাই ঘুম তাড়াতে এবং একইসঙ্গে আরাম ও পুষ্টি পেতে চুমুক দিতে পারেন উষ্ণ কোনও পানীয়তে। শীতের সকালে কোন পানীয়গুলো উপকারী? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

আদা-লেবু চা

আদা এবং লেবু চা শীতের সকালের জন্য একটি উপকারী পানীয়। আদার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য শরীরকে উষ্ণ করতে এবং পেশী প্রশমিত করতে সাহায্য করে। লেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মৌসুমী সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই চা তৈরি করার জন্য গরম জলে কয়েকটুকরো আদা দিন। অর্ধেক লেবু চেপে নিন। চুমুক দিন উষ্ণ পানীয়তে।

হলুদ দুধ

গোল্ডেন মিল্ক, হলুদ দিয়ে তৈরি একটি পানীয়। এটি প্রদাহ বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের জন্য পরিচিত। হলুদে কারকিউমিন রয়েছে, যা হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিসহ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। গরম দুধে এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো মেশান, তার সঙ্গে যোগ করুন এক চিমটি কালো মরিচ (শরীরে কারকিউমিন শোষণ করতে সাহায্য করার জন্য), এবং ইচ্ছা হলে মধু দিয়ে মিষ্টি করুন।

দারুচিনি-মধুর পানি

দারুচিনি এবং মধুর মিশ্রণ আমাদের পরিপাক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। দারুচিনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। এটি শীতের সকালে পানীয় হিসেবে দুর্দান্ত। শুধু একটি দারুচিনির টুকরো বা আধ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো গরম জলে যোগ করুন। এরপর এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নাড়ুন।

দারুচিনি ও মধুর মিশ্রণ আমাদের পরিপাক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। দারুচিনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ও রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।

ক্যামোমাইল-ল্যাভেন্ডার চা

ক্যামোমাইল এবং ল্যাভেন্ডার শান্ত হতে সাহায্য করে। এই চা মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতেও কাজ করে। বিশেষ করে শীতের মাসগুলোতে এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়। এই চা তৈরি করার জন্য কয়েক মিনিটের জন্য গরম জলে ক্যামোমাইল এবং ল্যাভেন্ডার মিশিয়ে জ্বাল দিন। তৈরি হয়ে গেলে সামান্য মধু মিশিয়ে পান করুন।

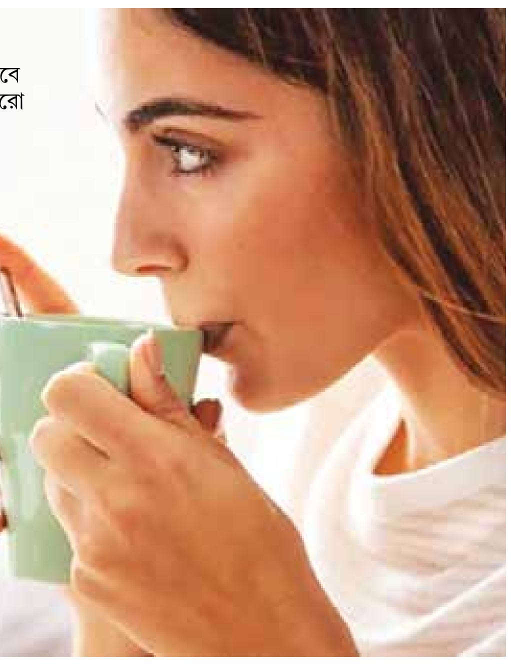

ফলের স্যালাড

যা যা লাগবে :
আপেল কিউব করে কাটা এককাপ, পাকা আম কিউব করে কাটা এককাপ, আনারস কিউব করে কাটা এককাপ, স্ট্রবেরি কিউব করে কাটা এককাপ, কালো আঙুর আধকাপ, সবুজ আঙুর আধকাপ, কমলা আধকাপ, খেজুর আধকাপ, পুদিনাপাতাকুচি দুই টেবিল চামচ, লেবুর রস এক টেবিল চামচ, স্যালাড ড্রেসিং চার টেবিল চামচ, মধু দুই টেবিল চামচ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো এক চা-চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন :
সব ফল ও পুদিনাপাতাকুচি একসঙ্গে একটি বোলে সাজিয়ে নিন। এবার স্যালাড ড্রেসিংয়ের সঙ্গে বাকি উপকরণ মিলিয়ে ফলের ওপর দিয়ে পরিবেশন করুন।

জীবনের সবকিছু খোলা বইয়ের পাতার মতো সোশ্যাল মিডিয়ায়?

স্বামী-স্ত্রী নিজেদের দ্বন্দ্ব শেয়ার করে সহানুভূতি পেতে চান? সবচেয়ে বড় ভুলটা করবেন

জমানা বদলেছে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সেঁটে না থাকলে নাকি 'সোশ্যাল' হওয়া যায় না! অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছেন উলটো কথা। তাঁদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়াকে থেকে দূরে রাখুন যতটা সম্ভব। সব কিছুরই যেমন ভালো দিক আছে, তেমনি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে কোন কিছু শেয়ার করাটা অবশ্যই খারাপ ন। তবে রিয়েল লাইফের চেয়ে বেশি ভার্চুয়াল লাইফে নির্ভরশীল হয়ে পড়াটা ব্যক্তি এবং সাংসারিক জীবনে মোটেই কাজের কাজ নয়।

অন্যের প্রভাব নিজের মনে?

সত্যিই আমরা কতটা আধুনিক? পাশাপাশি জেনারেশন গ্যাপ বলেও একটা কথা আছে। আমার বা আপনার কাছে যে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক, অনেকের কাছেই তা নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারে। সেখান থেকে তৈরি হতে পারে হিংসা, কথা কানাকানি, এমনকি অনেকে আপনার দোষ ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর প্রভাব আপনার ব্যক্তিজীবন এবং সংসার জীবনে পড়বেই পড়বে।

দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন

আমরা অনেকেই সংসারের খুঁটিনাটি, এমন কী পান থেকে চুন খসলেও তা পরিবার বা বন্ধুদের বলতে ব্যস্ত হয়ে যাই। একসঙ্গে থাকতে গেলে ভালো-খারাপ এমন অনেক কিছুই ঘটবে। আজকে খারাপ কালকে ঠিকও হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যাকে আপনার কথাগুলো শেয়ার করছেন তিনি হয়তো আপনার কাছের মানুষটিকে আর আগের চোখে দেখবেন না বা সম্মান করবেন না। আপনি পরে চাইলেও তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাই সংসারের ভালো-মন্দ যে কোনও কিছুই চেষ্টা করুন স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে।

আপনার নিরানন্দ অন্যের আনন্দ

আপনি যখন খুব কষ্ট পেয়ে সাংসারিক কলহ নিয়ে কোনও একটা পোস্ট দিচ্ছেন তখন হয়তো অনেকেই তার স্ক্রিনশট কোনও গ্রুপে দিয়ে লিখবে, 'দেখছিস! বলছিলাম না? ভালো হয়েছে!' বলে আপনার পিছনে সেসব নিয়ে যা খুশি বলবে বা মজা করবে।

ভার্চুয়াল সম্পর্ক কেড়ে নেয় মুহূর্ত

আপনাকে একটি উপহার এনে দিল প্রিয়জন। আপনি তা ফেসবুকে আপলোড করতেই ব্যস্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গী যে আপনাকে একটা সুন্দর গল্প বলতে চেয়েছিল, তা আর হল না। আপনি যখন এমন মানুষগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত যারা আপনার হাতের ওই মুঠো ফোনটায় বন্দী। তখন হয়তো, আপনার প্রিয় মানুষটির 'থাক, পরে বলব' গল্পটা আপনাকে আর কোনও দিন শোনানো হবে না। এভাবেই কাছের মানুষগুলোর থেকে একটু একটু করে বাড়তে থাকে দূরত্ব!

সবাই আপনার সুখে কি সুখী?

আপনার আনন্দে সবাই শামিল হবে না, এটাই স্বাভাবিক। অনেকেই আপনাকে ঈর্ষা করবে, আপনাকে বিদ্রূপ করবে। তাদের মন্তব্য নিশ্চিতভাবে আপনারও মন্দ লাগবে।

রুচিবোধে মিল রাখুন

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আমরা আমাদের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করতেই পারি। তবে তা যেন কোনও ভাবেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবনে ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সজাগ হতে হবে।

অনুশীলনে শুভমান, ব্যাটিং অর্ডারে জট

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বর : হাতে ব্যাট। মুখে চওড়া হাসি।

এভাবেই আজ ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলনে হাজির হলেন শুভমান গিল। পরে নেটে থ্রো ডাউন নিলেন লম্বা সময়। আর থ্রো ডাউন শেষে প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, যশ দয়ালদের বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিং চর্চা শুরু করে দিলেন শুভমান। কোচ গৌতম গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকারী অভিষেক নায়ার শুভমানের ব্যাটিংয়ের পুরো সময়টা নজরে রাখলেন। দলের ফিজিও কমলেশ জৈনও শুভমানের ব্যাটিংয়ের দিকে কড়া নজর রেখেছিলেন। বারবার তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিতে চেয়েছেন, হাতের আঙুলে কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা।

ক্যানবেরায় বৃষ্টি হচ্ছে। শনিবারও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এমন অবস্থার মধ্যে আগামীকাল থেকে মানুকা ওভালের মাঠে শুরু হচ্ছে অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার গোলাপি বলে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, বৃষ্টি বাধা হয়ে না দাঁড়ালে আজই অনুশীলন শুরু করা শুভমান আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচে খেলতে পারেন। শুধু শুভমান নয়, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও কালকের অনুশীলন ম্যাচে খেলছেন। তিনিই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন। রোহিত-শুভমানের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ ও ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে তৈরি হয়েছে জট।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টের দুইদিন আগে অনুশীলনে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছিলেন শুভমান। পরে জানা যায়, তাঁর আঙুল ভেঙেছে। সেই ভাঙা আঙুলের অবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো। আজ প্রসিধ-আকাশদের বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিংয়ের সময় শুভমানকে দেখে মনে হয়নি তাঁর আঙুল ভাঙা রয়েছে বলে। ফলে মনে করা হচ্ছে, কালকের অনুশীলন ম্যাচের পাশে ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে ফিরতে চলেছেন শুভমান। সঙ্গে অধিনায়ক রোহিতও। তাঁরা ফিরলে পারথ টেস্টের প্রথম একাদশে বদল হবেই। দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেল বাদ পড়বেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন কী হবে? অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাদিকদের দলের ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে সহকারি কোচ অভিষেক বলেছেন, 'আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। এখনও সময় রয়েছে। অনুশীলন ম্যাচ আগে শেষ হোক। তারপরও অ্যাডিলেড টেস্টের আগে আমাদের জন্য সময় থাকবে। দেখা যাক কী হয়।'

কোচ গম্ভীরের সহকারী কোনও মন্তব্য না করলেও ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচে হয়তো আগামীর ব্যাটিং অর্ডারের ইঙ্গিত মিলতে পারে। তার আগে আজ অনুশীলনের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভমান বলেছেন, 'পারথ টেস্টের আগে আচমকা আঙুলে চোট পেয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আজ মাঠে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। আশা করছি, দ্রুত পুরো ফিট হয়ে দলে ফিরতে পারব।' শুভমান-রোহিতদের প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এমন টানাপোড়েন তৈরি হবে, কে আর জানত।

আজ শুরু গোলাপি বলের প্রস্তুতি ম্যাচ

ওয়ার্ম আপে ওয়াশিংটন সুন্দর ও জসপ্রীত বুমরাহ। নেটে বিরাট কোহলি।

জটেই আটকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

দুবাই, ২৯ নভেম্বর : বৈঠক শুরু হয়েছিল।

ভার্চুয়াল বৈঠকে হাজির ছিল একডজন পূর্ণসদস্য দেশ। অ্যাসোসিয়েটেড দেশের প্রতিনিধি সহ ছিলেন আইসিসির শীর্ষকর্তারা। যদিও মিনিট পনেরোর বেশি গড়ায়নি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। জট কাটার বদলে আরও জটিল ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে শুরু হতে চলা আইসিসি টুর্নামেন্টের ভাগ্য।

একদিকে ভারতের দল না পাঠানোর অনড় মনোভাব, অপরদিকে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজনে পাকিস্তানের রাজি না হওয়া—দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে জারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট। এদিনও যার হেরফের হয়নি। ফলস্বরূপ আজ বৈঠক স্থগিত। শনিবার ফের চেষ্টা চলবে অনিশ্চয়তা দূরের।

হাইব্রিডে এখনও না পিসিবি-র

আজ ফের বৈঠক

অনলাইনে বৈঠকে অংশ নেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সচিব তথা ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসি-র শীর্ষপদে বসতে চলা জয় শা। অপরদিকে, বৃহস্পতিবার থেকেই আইসিসি-র সদর দপ্তর দুবাইয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি। সশরীরে হাজির থেকে নিজেদের অবস্থান নিয়ে চাপ তৈরির কৌশল। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পাকিস্তান বোর্ড ও সরকারের তরফে হাইব্রিড মডেল নাকচ করে চাপ বাড়িয়ে দেয়। শুক্রবারের ভেস্তে যাওয়া বৈঠকে যে অবস্থান থেকে একচুল নড়েনি পাকিস্তান। হাইব্রিড মডেল মানলে ভারতের গ্রুপ স্টেজের ম্যাচের সঙ্গে সেমিফাইনাল, ফাইনাল (৯ মার্চ) সরবে পাকিস্তান থেকে। নকভিরা যা খারিজ করে দিয়ে আসছেন শুরু থেকে। তবে এশিয়া কাপের মতো শেষপর্যন্ত বরফ গলবে মনে করা হলেও এদিনের আপৎকালীন বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় অনেকেই প্রমাদ গুনছেন ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী পূর্ণসদস্য দেশের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, চলতি পরিস্থিতি সবার কাছে তুলে ধরা হয়েছে। পিসিবিও তাদের অবস্থান জানিয়েছে। বিষয়গুলি নিয়ে আগামীকাল ফের বসা হবে। সবাই আশাবাদী সমাধানসূত্র মিলবে। না মিললে আগামী কয়েকদিন আলোচনা জারি থাকবে। পিসিবি, বিসিসিআই, আইসিসি মিলিতভাবে চেষ্টা চালাবে সমাধানসূত্র বার করতে।

ভারত সরকারের তরফেও এদিন ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে ক্রিকেট দল পাঠানো নিয়ে সবুজ সংকেত দেওয়া হবে না সরকারের থেকে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কার কারণে দল পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হবে না।

রিকশায় চড়ে ঢাকা দেখতে বেরিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেটাররা। শুক্রবার।

পাকিস্তানে খেলতে না চাওয়া নিয়ে কটাক্ষ তেজস্বীর

'প্রধানমন্ত্রী যদি বিরিয়ানি খেতে যেতে পারেন...'

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আঁচ এবার ভারতীয় রাজনীতিতে। পাকিস্তানে ভারতীয় ক্রিকেট দল পাঠানোর পক্ষে জোরালো সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধলেন তেজস্বী যাদব। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা আরজেডির শীর্ষ নেতা তেজস্বীর (রনজি ট্রফি, আইপিএলে খেলেছেন) কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রী যদি পাকিস্তানে (২০১৫) গিয়ে নওয়াজ শরিফের জন্মদিনের বিরিয়ানি খেয়ে আসতে পারেন, তাহলে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের খেলতে যেতে সমস্যা কোথায়?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চাপানউতোরে তেজস্বীর প্রতিক্রিয়া, 'ক্রীড়া নিয়ে কখনোই রাজনীতি করা উচিত নয়। পাকিস্তানের যেমন উচিত ভারতে খেলতে আসা, তেমনই পাকিস্তানে যাওয়া উচিত আমাদের ক্রিকেটারদেরও। এই নিয়ে বিতর্ক অনুচিত। এমন নয় যে খেলাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ চলছে। তাহলে পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে অসুবিধা কোথায় ভারতের?

যদি প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে গিয়ে বিরিয়ানি খেয়ে আসতে পারেন এবং যা ভালো পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তো ভারতীয় ক্রিকেট দলেরও পাকিস্তানে যাওয়া উচিত। কেন তা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হবে। এটা মোটেই সঠিক ভাবনা নয়।'

তৃণমূলের ক্রিকেটার-সাংসদ কীর্তি আজাদের বক্তব্য যদিও সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর মতে, ক্রিকেট, কূটনীতি আর জঙ্গি হানা একসঙ্গে চলতে পারে না। ভারত পাকিস্তানে গিয়ে খেলবে আর পাকিস্তান ভারতে জঙ্গি পাঠাবে, এটা মানা যায় না। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা উচিত নয়। শেষবার ২০০৮-এ পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে গিয়েছিল ভারত।

বিরাটকে 'ছাড়' কেন

সিডনি, ২৯ নভেম্বর : দরকার আর ঠিক ১০২ রান।

অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে লক্ষ্যপূরণ মানে মুকুটে নয়া পালক। বিদেশি ব্যাটার হিসেবে অ্যাডিলেডে সর্বাধিক টেস্ট রানের নজির গড়বেন বিরাট কোহলি। ভাঙবেন ব্রায়ান লারার (৬১০ রান) রেকর্ড। অ্যাডিলেডে রানের নিরিখে বিদেশিদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে বিরাট (৫০৯)। সামনে দুই ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি লারা ও ভিভিয়ান রিচার্ডস (৫৫২)।

কামিন্সকে তোপ বর্ডার-হেডেনের

সফরের প্রথম ম্যাচে শতরান হাঁকিয়ে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৪৩ বলে অপরাজিত ১০০-তে বিরাটকে নিয়ে ফের ঊর্ধ্বমুখী প্রত্যাশার পারদ। উলটো ছবি অজিশিবিরে। অফ ফর্মে থাকা কোহলিকে সফরের শুরুতেই রানে ফিরতে দেওয়া নিয়ে প্রাক্তনদের তোপের মুখে ক্যাঙারু ব্রিগেড। যুক্তি, বিরাট চাপে ছিল। চাপ বজায় রাখতে যতটা চেপে ধরার দরকার ছিল, তা করেনি প্যাট কামিন্সরা।

মাইকেল ক্লার্ক বলেন, 'প্রতিপক্ষের সেরা প্লেয়ারদের শুরুতে ছন্দে ফিরতে দিলেই বিপদ। তৃতীয়-চতুর্থ টেস্টে শতরান পেলে ঠিক আছে। বোলারদের সেক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রাপ্য হত। কিন্তু প্রথম টেস্টেই বিরাটকে সেঞ্চুরি করতে দেওয়া পালটা চাপে ফেলবে আমাদেরই। আত্মবিশ্বাসী বিরাটকে এবার আটকানো রীতিমতো কঠিন হবে।'

> প্রতিপক্ষের সেরা প্লেয়ারদের শুরুতে ছন্দে ফিরতে দিলেই বিপদ। তৃতীয়-চতুর্থ টেস্টে শতরান পেলে ঠিক আছে। বোলারদের সেক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রাপ্য হত। কিন্তু প্রথম টেস্টেই বিরাটকে সেঞ্চুরি করতে দেওয়া পালটা চাপে ফেলবে আমাদেরই। আত্মবিশ্বাসী বিরাটকে এবার আটকানো রীতিমতো কঠিন হবে।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

প্রাক্তন অজি অধিনায়কের মতে, দ্বিতীয় ইনিংসে পরিস্থিতি অনুকূল ছিল বিরাটের জন্য। ওপেনাররা ভিত গড়ে দিয়েছিল। চাপ ছিল না। ম্যাচের রাশ তখন ভারতের হাতে। অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে রান করার জন্য বিরাটও ছটফট করছিল। জানত, আত্মবিশ্বাস ফেরাতে রানের বিকল্প নেই। ঠিক সেটাই দেখা গিয়েছে বিরাটের ইনিংসজুড়ে। বোলারদের জন্য বার্তা পরিষ্কার- 'বিরাট ইজ ব্যাক'।

কার্যত একই সুর অ্যালান বর্ডার, ম্যাথু হেডেনেরও। বর্ডারের অভিযোগ, 'বিরাটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি আমরা। যেভাবে ও সহজেই শতরান তুলে নিয়েছে, আমি হতাশ। বিরাট বাকি সিরিজে পুরোদস্তুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামুক, আমরা চাইনি।' আর এক কিংবদন্তি ম্যাথু হেডেনের কথায়, 'বিরাটের বিরুদ্ধে যেভাবে রণনীতি সাজানো উচিত ছিল, তা হয়নি। ক্রিজে নামার পর অল আউট আক্রমণে যাওয়া উচিত ছিল। যদিও তা হয়নি। প্যাট কামিন্সরা যখন ভুল শুধরেছে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বিরাট সেট হয়ে গিয়েছে।' কামিন্সের দিকে আঙুল তুলে হেডেনের আরও অভিযোগ, যশস্বী জয়সওয়ালকে পরীক্ষায় ফেলতে যেভাবে শর্ট পিচ ডেলিভারি প্রয়োগের দরকার ছিল, তা হয়নি।

রাহুলকে তিন নম্বরে চাইছেন পূজারা

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বর : মিশন অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। কিন্তু পথ চলার এখনও অনেক বাকি।

এগিয়ে চলার লক্ষ্যে কাল থেকে ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার গোলাপি বলে অনুশীলন ম্যাচ শুরু হচ্ছে। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা সেই ম্যাচে দলের অধিনায়ক হিসেবে ফিরতে চলেছেন রোহিত শর্মা। হিটম্যান প্রথম একাদশে ফেরা মানে তিনিই যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করবেন। প্রশ্ন এখানেই, লোকেশ রাহুল কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন?

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ধারাভাষ্যের কাজে আপাতত অস্ট্রেলিয়ায় থাকা চেতেশ্বর পূজারা আজ এই প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, রোহিত-যশস্বী ওপেন করলে রাহুল তিন নম্বরে ব্যাটিং করুক। অন্য কোনও জায়গায় যেন রাহুলকে ব্যবহার করা না হয়। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট শেষ পর্যন্ত পারথ টেস্টে ছন্দে ফেরা রাহুলকে কত নম্বরে ব্যাটিং করাবে, আগামীকাল থেকে শুরু হওয়া অনুশীলন ম্যাচে তার আভাস মিলতে পারে। তার আগে আজ রোহিতদের পরামর্শ দিয়েছেন পূজারা। দীর্ঘসময় জাতীয় দলের বাইরে থাকা ভারতীয় টেস্ট দলের তিন নম্বর ব্যাটার বলছেন, 'রোহিত ফিরলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলের ব্যাটিং অর্ডার বদলাবে। যশস্বীর সঙ্গে রোহিতই ওপেন করবে। এমন অবস্থায় রাহুলকে তিন নম্বরে খেলানো হোক। অন্তত আমার তাই মনে হয়। কারণ, নতুন বল সামলানোর পাশে ইনিংস গড়ার ক্ষমতা ও দক্ষতা রয়েছে রাহুলের। পারথ টেস্টে ও রানও করেছে। তাই ওকেই তিন নম্বরে ব্যবহার করা হোক।'

পারথ টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছিলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। তাঁর প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা। তার মধ্যেই পূজারা আজ টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং নিয়ে বলেছেন, 'শুভমানের ফিটনেস নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। শুনলাম আজ ও অনুশীলন করেছে। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে যদি শুভমান গিল ফিট হয়ে যায়, তাহলে ভারতীয় দলের টপ অর্ডারে ওর জায়গা পাওয়া কঠিন হতে পারে। তেমনটা হলে শুভমানকে পাঁচ নম্বরে ব্যবহারের কথা ভাবা যেতে পারে।' শুভমান শেষ পর্যন্ত ফিট হয়ে অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট খেলবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শুভমানকে পাঁচ নম্বরে ব্যাটিংয়ের পরামর্শ নিয়ে হইচই ফেলেছেন পূজারা। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার বোলিং নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। পারথ টেস্টের মতোই বাকি সিরিজেও ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছে পূজারা। ফলে রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও রবীন্দ্র জাদেজাকে বাকি সিরিজেও প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হতে পারে।

অকাল প্রয়াণ দুই ক্রীড়াবিদের

চোখের সামনে সতীর্থ ইমরান প্যাটেলের মৃত্যু দেখে বিস্মিত ক্রিকেটাররা।

খেলা চলাকালীন ক্রিকেটারের মৃত্যু

পুনে, ২৯ নভেম্বর : খেলা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ক্রিকেটারের। ঘটনাটি ঘটেছে গারওয়ারে স্টেডিয়ামে। প্রয়াত ক্রিকেটারের নাম ইমরান প্যাটেল। ৩৫ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার বৃহস্পতিবার একটি ম্যাচে ওপেনার হিসেবে খেলতে নামেন। কিছুক্ষণ খেলার পর বুক ও হাতে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলে তিনি প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটতে থাকেন। কিছুটা যাওয়ার পরেই আচমকা মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ইমরানকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইমরানের সতীর্থ নাসির খান বলেছেন, 'ইমরান যথেষ্ট ফিট ক্রিকেটার ছিলেন। কোনও অসুস্থতা ছিল না। ওঁর এভাবে মৃত্যুটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।' প্রয়াত এই ক্রিকেটারের বাড়িতে স্ত্রী ও তিন মেয়ে রয়েছে। পেশায় ইমরান একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।

হৃদরোগে মৃত্যু বডিবিল্ডারের

ব্রাসিলিয়া, ২৯ নভেম্বর: শারীরিক কসরত করার সময় অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান বডি বিল্ডার জোসে ম্যাথিয়াস কোরেয়া সিলভা। তিনি জিমে শরীরচর্চা করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর এক বন্ধু জোসেকে স্থানীয় দমকলকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু দমকলকেন্দ্রে এক ঘণ্টা চেষ্টা করার পরেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

শারীরিক কসরত করার সময় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় ব্রাজিলিয়ান বডি বিল্ডার জোসে ম্যাথিয়াস কোরেয়া সিলভার।

প্রয়াত ২৮ বছর বয়সি এই বডি বিল্ডার পেশায় একজন আইনজ্ঞ, পুষ্টিবিদ ও জিম ট্রেনার ছিলেন। জোসের ভাই থিয়াগো বলেছেন, 'যাঁরা আমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ওঁরা সবরকমভাবে চেষ্টা করেছেন।' লাতিন আমেরিকায় বডি বিল্ডিংয়ের জগতে বেশ পরিচিত মুখ ছিলেন জোসে। তিনি সাউথ আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপেও অংশগ্রহণ করেছেন। জোসের মৃত্যুতে ব্রাজিলের ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বড় জয়ের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা

ডারবান, ২৯ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিততে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শুক্রবার তৃতীয় দিনের শুরুতে ৩ উইকেটে ১৩২ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে প্রোটিয়ারা। ক্রিস্টান স্টাবস ও টেম্বা বাভুমার জোড়া শতরানের দৌলতে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৬৬ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার দেয় তারা। স্টাবস ১২২ ও বাভুমা ১১৩ রান করেন। ফলে শ্রীলঙ্কার সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৫১৬ রান। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯১ রানের জবাবে মাত্র ৪২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজরা। পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতেই ফিরে যান দুই ওপেনার দিমুথ করুণারত্নে (৪) ও পাথুম নিসাঙ্কা (২৩)। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১০৩। ক্রিজে রয়েছেন অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা (০) ও দীনেশ চান্ডিমল (২৯)। দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন কাগিসো রাবাদা ও মার্কো জানসেন।

টেস্ট কেরিয়ারের সপ্তম শতরান করে উচ্ছ্বাস হ্যারি ব্রুকের। শুক্রবার।

ব্রুকের শতরানে স্বস্তিতে ইংল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চ, ২৯ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ভালো জায়গায় ইংল্যান্ড। পাঁচ নম্বরে নামা হ্যারি ব্রুকের অপরাজিত ১৩২ রানের সৌজন্যে ইংল্যান্ডের স্কোর ৩১৯/৫। নিউজিল্যান্ডের থেকে তারা মাত্র ২৯ রান দূরে।

দিনের শুরুটা যদিও একদমই ভালো হয়নি ব্রুকদের। প্রথম তিন ঘণ্টা আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে হালকা ঠান্ডা বাতাস সুইং বোলিংয়ের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করেছিল। যার পরিণতিতে ইংল্যান্ডের প্রথম ৪ উইকেট চলে যায় মাত্র ৭১ রানে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আবার রৌদ্রোজ্জ্বল হলে পিচ ব্যাটিং সহায়ক হয়ে ওঠে। সেই সুবিধা নিয়ে দলকে ম্যাচে ফেরান ব্রুক। পঞ্চম উইকেটে তিনি ওলি পোপকে (৭৭) সঙ্গে নিয়ে ১৫১ রান জোড়েন। পোপ ফিরলে বেন স্টোকস (অপরাজিত ৩৭) যোগ্য সংগত দেন ব্রুককে। তবে ব্রুকের সপ্তম টেস্ট শতরানে কিউয়ি ফিল্ডারদের অবদানও কম নয়। চারবার জীবনদান পান ব্রুকে। শুক্রবার সারাদিনে মোট ছয়টি ক্যাচ ফেলেন তাঁরা।

পাক লিগে নিষেধাজ্ঞা ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন নিয়ে এই মুহূর্তে এমনিতেই চাপে রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই পরিস্থিতিতে আরও একটা বড় ধাক্কা খেল পিসিবি। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড।

আইপিএলে খেলার অনুমতি দেওয়া হলেও পিএসএল, শ্রীলঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ সহ বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে ইংলিশ ক্রিকেটারদের খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। জানানো হয়েছে, পিএসএল যে সময় অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময় ঘরোয়া ক্রিকেট চলে ইংল্যান্ডে। সেক্ষেত্রে দেশের টুর্নামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসিবি জানিয়েছে, 'দুইটি সমান্তরাল লিগে ক্রিকেটাররা অংশ নিতে পারবেন না। একইসঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্য কোনও ক্রিকেটার জাতীয় দলের খেলা মিস করলে সেটাও বরদাস্ত করা হবে না।'

ইসিবি-র চিফ এগজিকিউটিভ রিচার্ড গোল্ড জানিয়েছেন, 'ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থই আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। সেই সব কিছু খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।'

পাতিদার-ভেঙ্কটেশের কাছে হার বাংলার

বাংলা-১৮৯/৯ মধ্যপ্রদেশ-১৯০/৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : ব্যাট-বলের প্রবল যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধ শেষে পরাজিত বাংলা।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ইতিমধ্যেই জয়ের হ্যাটট্রিক হয়ে গিয়েছে বাংলার। আজ গ্রুপ পর্বের চার নম্বর ম্যাচে আচমকা থমকে গেল বাংলার বিজয়রথ। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে ম্যাচ হারের পরও সুদীপ ঘরামির বাংলা দলের পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিহার ও মেঘালয়ের বিরুদ্ধে বাকি থাকা দুই ম্যাচেই জিততে হবে বাংলাকে। পাশাপাশি গ্রুপের বাকিদের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। সোজাকথায়, মুস্তাক আলির নকআউট পর্বে যাওয়ার পথটা কঠিন হয়ে গেল বাংলা দলের।

টসে জিতে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলা অধিনায়ক সুদীপ। অভিষেক পোড়েল (১৪ বলে ২৫), করণ লাল (৩০ বলে ৪৪), শাহবাজ আহমেদ (১৬ বলে ৩৭), অধিনায়ক সুদীপদের (২১ বলে ২৯) দাপটে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৮৯/৯-এর বড় স্কোর করেছিল টিম বাংলা। বাস্তবে দেখা গেল মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সেই রান যথেষ্ট ছিল না। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দলের অধিনায়ক রজত পাতিদার (৪০ বলে ৬৮) ও শুভ্রাংশু সেনাপতির (৩৩ বলে ৫০) দাপটে দুই বল বাকি থাকতেই ১৯০/৪ করে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মধ্যপ্রদেশ। মহম্মদ সামির (৪-০-৩৮-০) নেতৃত্বে বাংলার বোলাররা আজ হতাশ করেছেন। সামিও কোনও উইকেট পাননি। বাকিরা চেষ্টা করলেও বাংলার জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচ হারের পর সন্ধ্যার দিকে হতাশা নিয়ে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাজকোট থেকে বলছিলেন, 'কুড়ির ক্রিকেটের কোনও ম্যাচ নিয়েই পূর্বাভাস কঠিন। ছেলেরা চেষ্টা করেছিল। বাস্তবে আমরা হেরে গিয়েছি। বোলারদের আরও ভালো করা উচিত ছিল। ব্যাটারদেরও আরও অন্তত ২৫ রান করার দরকার ছিল।'

মুস্তাক আলি ট্রফি

> কুড়ির ক্রিকেটের কোনও ম্যাচ নিয়েই পূর্বাভাস কঠিন। বোলারদের আরও ভালো করা উচিত ছিল। ব্যাটারদেরও আরও অন্তত ২৫ রান করার দরকার ছিল।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

'বাংলা বনাম কেকেআর' এভাবেই দেখা হচ্ছিল মধ্যপ্রদেশ ম্যাচকে। সেই ম্যাচের শেষে কেকেআরের আগামী মরশুমের অধিনায়ক তকমা পাওয়া ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (৯ বলে অপরাজিত ১২) ব্যাটেই এল মধ্যপ্রদেশের জয়ের রান। রাজকোট থেকে মধ্যপ্রদেশ ও কেকেআরের কোচ পণ্ডিত উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'ভালো ম্যাচ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা জিতেছি। দলের জয়ে সকলেরই সমান অবদান রয়েছে।' মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সম্মানের ম্যাচে হারের পর মুস্তাক আলিতে বাংলার নকআউট ভাগ্য কোন পথে যায়, সেটাই এখন দেখার।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ দেবরূপা রায় প্রামাণিক : আজ তোমার অষ্টম জন্মবার্ষিকীতে রইলো প্রাণভরা আশীর্বাদ ও ভালোবাসা- **মা ও বাবা (পায়েল ও দেবল), দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ Swapan Kr. Chanda (Baba) & Purnima Chanda (Maa) : Happy 35th Marriage Anniversary.

☺ শুভ ৫০তম বিবাহবার্ষিকী বাবা ও মা : তোমাদের দুজনকে বাবা মা ডাকতে পেরে আমরা গর্বিত। তোমাদের দুজনের সুস্থ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তোমাদের আশীর্বাদের হাত আমাদের মাথার ওপর সবসময় থাকুক। - **মামন, বাপ্পা, মান্টি ও সকল পরিবারবর্গ। লেকটাউন, শিলিগুড়ি।**

মসনদ হারিয়ে দাদাকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মসনদ হারালেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থার নির্বাচনে চন্দন রায়চৌধুরীর কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়ে সভাপতি পদ খোয়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই। তারপরই রিটার্নিং অফিসার তথা দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিদায়ি সভাপতি। স্বপন বলেছেন, 'আমাকে হারানোর ব্যাপারে দাদার হাত থাকতেই পারে। আমি ক্রীড়া প্রশাসনে এগিয়ে যাচ্ছি, সেটা দেখে হিংসা হতেই পারে। ১০০ শতাংশ হিংসা হচ্ছে দাদার। গত কয়েকবছর ধরেই এই ঘটনা ঘটে আসছে।' উল্লেখ্য, অজিতের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নতুন সভাপতি চন্দন। সেদিকে ইঙ্গিত করেই সম্ভবত স্বপনের এই মন্তব্য।

শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় বিওএ-র বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন। চার বছর আগে দাদা অজিতকে হারিয়েই সভাপতি পদে বসেছিলেন স্বপন ওরফে বাবুন। এবার বিদায়ি সভাপতির লড়াই ছিল ভারোত্তোলন সংস্থার কর্তা চন্দনের সঙ্গে। নির্বাচনে কার্যত একপেশেভাবেই পরাস্ত হলেন বাবুন। ৬৮টি ভোটের মধ্যে এদিন ৬৭ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ব্যক্তিগত কাজে বাইরে থাকায় ভোট দেননি ফেন্সিং সংস্থার কর্তা রাজেশ কুমার। এছাড়া ২ ভোট বাতিল হয়। নির্বাচনে চন্দন ৪৫-২০ ব্যবধানে হারান বাবুনকে।

স্বপনের গোটা প্যানেলই হেরে গিয়েছে। বিওএ-র বিদায়ি কোষাধ্যক্ষ জহর দাস হলেন সংস্থার নতুন সচিব। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোষাধ্যক্ষ পদে বসছেন কমল মৈত্র। নতুন সাত সহ সভাপতি হলেন- অনিল ভার্গব, বিশ্বরূপ দে, গৌতম সিনহা, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, রামানুজ মুখোপাধ্যায়, রূপেশ কর ও ভিকে ঢালি। এছাড়া চার সহসচিব হলেন, দিলীপ পালিত, শম্ভু শেঠ, সুরভি মিত্র ও তপন বক্সী।

দুইজন সরকারি অবজার্ভারের উপস্থিতিতে অজিত সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন। যদিও বাবুন গোষ্ঠীর তরফে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'সরকারি অবজার্ভার রেখে বিওএ-র নির্বাচন পরিচালনা করা নিয়মবহির্ভূত।' এই ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও দাবি করেন তিনি। হারের পর বাবুন বলে গেলেন, 'খেলায় হারজিত থাকেই। আমি ময়দানের মানুষ। এত সহজে ময়দান ছাড়ব না। খেলা হবে।'

জয়ের পর নবনির্বাচিত সভাপতি বললেন, 'সবাই পরিবর্তন চেয়েছে তাই হয়েছে। অজিতদার আশীর্বাদ তো ছিলই। সকলের সাহায্য নিয়ে ছোট খেলাগুলোকে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাই।' ডিসেম্বরের শুরুতেই প্রথম বৈঠকে বসবে নতুন কমিটি।

রিটার্নিং অফিসার অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে জয়ের শংসাপত্র নিচ্ছেন চন্দন রায়চৌধুরী। ছবি : প্রতিবেদক

কমিটিতে উত্তরের একমাত্র প্রতিনিধি শিলিগুড়ির রজত

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যনির্বাহী সমিতিতে (ইসি) উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে জায়গা করে নিলেন শিলিগুড়ির রজত দাস। শুধু তাই

অভিযোগ করলেন বঞ্চনার

নয়, শুক্রবার কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত নির্বাচনেও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের রজত উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে উত্তরের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগও তিনি করেছেন। যা তাঁর দাবি মতো সভার মিনিটসেও নথিভুক্ত করা হয় বলে রজত জানিয়েছেন।

নির্বাচনের আগে ওপেন ফোরামে রজত বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি আমি। অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি-যুগ্ম সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' পরে রজত জানিয়েছেন, তাঁর এই অভিযোগ সমর্থন করেন বিশ্বরূপ দে (যিনি সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন)। এই স্বর তিনি আগামীদিনেও ধরে রাখার পরামর্শ দেন। ইসি-তে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাকে প্রতিযোগিতার সুযোগ না দেওয়া নিয়েও প্রতিবাদ করেন বলে রজত জানান।

বিদায়ি সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য মন্তব্য, 'এটা আমাদের বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাজেন্ডায় তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী দেখা হবে।'

বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক মান্তু ঘোষও সমর্থন করেছেন রজতের করা অভিযোগকে। বলেছেন, 'আমি মনে করি সঠিক অভিযোগই তুলে ধরেছেন তিনি। আমরা বরাবরই বঞ্চনার শিকার। দেখা যাক রজতের এই বক্তব্যের পর উত্তরবঙ্গের টেবিল টেনিস নিয়ে ওঁরা উৎসাহী হয় কিনা।'

বিশ্ব দাবায় ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ২৯ নভেম্বর : দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ড্র করলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। এর ফলে

গুকেশ ও ডিং লিরেন দুই দাবাড়ুর পয়েন্ট দাঁড়াল ২। এদিন ৪২ চালের পর খেলা ড্র হয়। লিরেন বলেন, 'গতকালের বিশ্রাম হারের ধাক্কা কাটিয়ে ভালো খেলতে সাহায্য করেছে।' অন্যদিকে গুকেশের মন্তব্য, 'আমি ভালো চাল দেওয়াতে বিশ্বাস করি। চেষ্টা করি ভালো চাল দিতে।'

ফিট হচ্ছেন আদজেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : শুক্রবার থেকে বল পায়ে অনুশীলনে নেমে পড়লেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করলেন তিনি। শনিবার দলের সঙ্গে তিনি জামশেদপুর যাচ্ছেন। তবে তিনি প্রথম একাদশে থাকবেন কি না, এখনও ঠিক করেননি কোচ। এদিন অনুশীলনে আন্দ্রেই চেরনিশভ সিচুয়েশন প্রাকটিস করালেন। বারংবার প্র্যাকটিস থামিয়ে ফুটবলারদের ভুলত্রুটি শুধরে দিতে দেখা গেল তাঁকে। শনিবার দুপুরের ট্রেনে জামশেদপুর যাচ্ছে মহমেডান। সোমবার ইস্পাতনগরীর দলটির বিরুদ্ধে খেলবে সাদা-কালো শিবির।

দলে একাধিক পরিবর্ত, সমস্যা নয় মোলিনার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : একটা সময়ে দায়িত্ব নিয়ে সামাল দিয়েছেন স্পেন ফুটবলের ডামাডোল। এহেন একজনের কাছে দলে একাধিক পরিবর্ত থাকা ও তাঁদের মানসিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখা খুব বড় কোনও কাজ নয়, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না।

একই পজিশনে একাধিক ফুটবলার থাকায় কাকে বসিয়ে কাকে খেলাবেন, এটা যে কোনও কোচের কাছে সমস্যা। কিন্তু উলটো পথে হেঁটে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ফুটবলার হাতে না থাকলেই মাথাব্যথা বাড়ত বলে জানিয়ে দিলেন। তাঁর মন্তব্য, 'এই রকম যদি হত যে দিমি (পেত্রাতোস) নেই, তাহলে কাকে খেলাব? যদি অনিরুদ্ধ থাপার পরিবর্ত খুঁজতে হত তাহলেই সেটা সমস্যার। কিন্তু একই পজিশনে একাধিক ফুটবলার থাকা সুবিধাই। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী যাঁকে প্রয়োজন তাঁকেই নামানোর সুবিধা আমি নিতে পারছি, এর থেকে ভালো অবস্থা একজন কোচের আর কী হতে পারে? বরং আমার দল নামানোর ক্ষেত্রে কোনও ভুল করা চলবে না।' তিনি মুখে যতই বলুন না কেন, আগের দুই ম্যাচেই নিজের পুরোনো ফর্মে ফেরার প্রাণপণ চেষ্টা যে দিমি করছেন, এটা দেখা গিয়েছে। আবার ফিট হয়ে ওঠা গ্রেগ স্টুয়ার্টের সঙ্গে জেমি ম্যাকলারেনের বোঝাপড়ায় গোলমুখে অজি তারকাকে অনেক বেশি কার্যকরী লেগেছে। তাই ওয়েন কোয়েলের মতো পোড়খাওয়া কোচের দলের বিরুদ্ধে দুইজনের মধ্যে কাকে খেলাবেন, সেটা নিয়ে মোলিনাকে রাতভর ভাবতে হতে পারে।

এই মরশুমে কোয়েলের দলে ধারাবাহিকতার অভাব আছে। আবার বেশ কিছু কঠিন ম্যাচ সবাইকে অবাক করে তারা জিতেওছে। জামশেদপুর এফসি-কে পাঁচ গোল দেওয়ার পর একটা ম্যাচও জেতেনি চেন্নাইয়ান এফসি। মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র ও কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে ০-৩ গোলে হার। তাই চেন্নাইয়ান কোচ চাইছেন এই ম্যাচকে কাজে লাগাতে হবে। বলেছেন, 'নিজেদের সেরা ফর্মে ফিরতে এটাই সেরা ম্যাচ। কেরালা ম্যাচটা ড্র করতে পারতাম কিন্তু হয়নি। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আমাদের পরীক্ষা করবে। আর আমাদের ওদের বিরুদ্ধে সেই পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। তাছাড়া মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আইএসএলের সব দলই তো জিততে চায়!' যা শুনে আবার মুচকি হাসি মোলিনার মুখে, 'আমি এখানে আগে এটিকেতে কোচিং করিয়ে গিয়েছি। তখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছি কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। কিন্তু এবার এসে কী দেখলাম... না, মোহনবাগান এমন একটা ক্লাব যাদের বিপক্ষে দেশের সব দল জিততে চায়। তাই চেন্নাইয়ানও চাইবে, এ আর নতুন কথা কী! তবে আমার দলে সকলেই পেশাদার। ওরা জানে ৩ পয়েন্ট পেতে হলে কী করতে হয়।' গত পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটেতেই ক্লিনশিট ও জয়। স্বাভাবিকভাবেই এটা বাড়তি উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে মোহনবাগানকে। শনিবার ম্যাচ জিতলে আবার এক নম্বরে যাওয়ার সুযোগ থাকছে মোহনবাগানের কাছে। কিন্তু এই তথ্যকে গুরুত্বই দিচ্ছেন না মোলিনা। যা ছেলেদের বলেছেন সেটাই সম্ভবত এদিনও বললেন, 'এখনই এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। লম্বা লিগ। অনেক উত্থানপতন হবে।'

প্রথম দফা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। যত লম্বা লিগই হোক না কেন, এই পরিস্থিতিতে শুরুর দিকেই যত বেশি পয়েন্ট তুলে নিতে চাইবে যে কোনও কোচই। নিশ্চিতভাবেই চেন্নাইয়ানকে হারিয়ে শীর্ষেই থাকতে চাইবেন বাগান কোচও।

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম চেন্নাইয়ান এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

ইস্টবেঙ্গলের প্রথম জয়ের কৃতিত্ব ব্রুজোঁর

হেডে বল জালে রাখছেন ইস্টবেঙ্গলের দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ছবি : ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গল-১ (দিয়ামান্তাকোস)
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : কথায় বলে, ডাক্তাররা রোগ ধরে ফেললে তা সারানো সহজ হয়ে যায়।

ইস্টবেঙ্গলের নয়া কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দলটার রোগ ধরে ফেলায় তাঁর পক্ষে সেটা সারাতে সময় লাগছে না। তাই ৯ জনেও পারেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে রুখে দিতে। তেমনি আবার এদিন স্রেফ অঙ্ক কষে হারিয়ে দিলেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র মতো এই মরশুমের অন্যতম সেরা দলকেও। আইএসএলে অবশেষে প্রথমবার ১-০ গোলে জয়ের জন্য তাই ফুটবলারদের থেকে বাড়তি কৃতিত্ব প্রাপ্য লাল-হলুদ কোচেরই।

ব্রুজোঁ এসেই বুঝেছিলেন, এই দলটার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমে গিয়েছে অনেক। আর সমর্থকরাও না পেতে পেতে অল্পতেই খুশি। তিনি তাই ফুটবলারদের মানসিকতায় সম্ভবত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বাড়তি খাটাখাটনি করেছেন। এদিন তাই নর্থইস্টের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই অন্য ইস্টবেঙ্গলকে চোখে পড়ল। যার ফলস্বরূপ ২৩ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। কর্নার থেকে অনেক পা ঘুরে বল বাঁদিকে দাঁড়ানো মাদিহ তালালের কাছে এলে তিনি দ্বিতীয় পোস্টের সামনে দাঁড়ানো দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোসকে তুলে দিলেন। গ্রিক স্ট্রাইকার হেডে গোল করতে ভুল করেননি। ১ মিনিটে জিকসন সিংয়ের তোলা বল পিভি বিষ্ণু ট্যাপ করেও গোলে রাখতে পারেননি। ৪ মিনিটে তালালের ফ্রি কিক ভালো বাঁচান গুরমিত সিং। ইস্টবেঙ্গল কোচের হোমওয়ার্কের জেরে খেলার জায়গাই পেলেন না আলাদিন আজারেই। সবসময় তাঁকে জোনাল মার্কিংয়ে রেখে গেলেন আনোয়ার আলি ও মহম্মদ রাকিপ। তবু তিনি অসাধারণ বলেই হয়তো এরই ফাঁকে একবার প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন। ৩৭ মিনিটে ভুয়ানথাঙ্গলুন সামতের তোলা বলে তাঁর হেড ক্রস পিসে লাগে।

এর বাইরে এদিন নর্থইস্টকে বেশ ছন্নছাড়া লেগেছে। তবে শুধু আজারেই নন, নেস্টর অ্যালবিয়াক বা জিতিন এমএসরাও সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। বিরতির পর নেস্টরের বদলে গুইলেরমো ফার্নান্ডেজকে নামানোয় খানিকটা গতি এলেও নর্থইস্টের আক্রমণের ধার বাড়েনি। ৬৮ মিনিটে বিষ্ণুকে বক্সের ঠিক মাথায় ওরাম বেকে ফেলে দিলে ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি দাবি করলেও তা দেননি রাহুলকুমার গুপ্তা। ৭২ মিনিটে বিষ্ণুকে ফের দ্বিতীয়বার ধাক্কা মারায় রেফারি দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখান মহম্মদ আলি বেমাম্মারকে। ১০ জন হয়ে যাওয়ার পর আর ফিরে আসার সুযোগও ছিল না নর্থইস্টের কাছে। এদিন হিজাজি মাহেরের বদলে হেক্টর ইউস্তেকে ডিপ ডিফেন্সে খেলানোটাও তাঁর মাস্টার স্ট্রোক। বয়স হলেও তিনি দায়িত্ব নিয়ে খেলেন। ফলে আনোয়ারও সাহসী হতে পেরেছেন। লালচুঙ্গনুঙ্গাও সাইডব্যাক পজিশনে অনেক বেশি ভালো খেলছেন স্টপারের থেকে। তবে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে অকারণে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখাটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। প্রতি ম্যাচে লাল কার্ড দেখাটা যেন নিয়মে পরিণত করে ফেলেছেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। তবু এভাবে খেলতে পারলে দলটা কতটা উপরে উঠতে পারবে, তা সময়ই বলবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবের প্রাপ্য সম্মানটা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

এদিনের পর ৮ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট দাঁড়াল চার। এক ধাপ উপরে উঠে মহমেডানকে ধরতে পরের ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে অন্তত ড্র তো দরকারই। নর্থইস্ট ১০ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরেই থাকল।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ, আনোয়ার, হেক্টর, নুঙ্গা, বিষ্ণু (সায়ন), সাউল, জিকসন (লাকড়া), শৌভিক, তালাল ও দিয়ামান্তাকোস (ক্লেইটন)।

অনুশীলনের ফাঁকে হালকা মেজাজে জেসন কামিংস ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

রুবেনের কোচিংয়ে প্রথম জয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : ইউরোপা লিগের গ্রুপ পর্বের খেলায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৩-২ গোলে হারিয়েছে বোরোগ্লিমটকে। অন্যদিকে, আরেক ইংলিশ জায়েন্ট টটেনহ্যাম ২-২ গোলে ড্র করেছে এএস রোমার সঙ্গে।

ড্র টটেনহ্যামের

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ঘরের মাঠে বোরোগ্লিমটের মুখোমুখি হয়েছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ম্যাচের শুরুতেই আলেহান্দ্রো গারনাচোর গোলে এগিয়ে যায় ম্যাঞ্চেস্টার। পরে বিপক্ষের হাকন ইভজেন ও ফিলিপের গোলে পিছিয়ে পড়ে রেড ডেভিলস। ৪৫ ও ৫০ মিনিটে জোড়া গোল করে ম্যাঞ্চেস্টারকে জয় এনে দেন রাসমাস হোজলুন্ড। এটাই নয়া কোচ রুবেন অ্যামোরিমের অধীনে প্রথম জয় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের। ম্যাচের পর পর্তুগিজ কোচ বলেছেন, 'ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলা দেখতে আসা অর্ধেক মানুষ আমাকে জানে না। আমি পর্তুগাল থেকে এসে এখনও ক্লাবের জন্য বিশেষ কিছু করিনি। তারপরেও দর্শকরা যেভাবে আমায় স্বাগত জানিয়েছে, সেটা ভোলার নয়।'

বল দখলের লড়াইয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের রাসমাস হোজলুন্ড।

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড জিতলেও ঘরের মাঠে রোমার বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছে টটেনহ্যাম। তাদের হয়ে গোল করেন কোরিয়ান তারকা সন হিউং-মিন ও ব্রেন্নান জনসন। অন্যদিকে, রোমার হয়ে গোল করেন ইভান ডিকা ও ম্যাট হামেলস। পাশাপাশি অন্য ম্যাচে রিয়াল সোসিয়াদাদ ২-০ গোলে আয়াক্সকে হারিয়েছে। অলিম্পিক লিয়ঁ ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে কোয়ারাবাগ এফকে-কে।